কুলীন কুলসর্ব্বস্ব

শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত।

চতুর্থ বার মুদ্রিত।

কলিকাতা

সংস্কৃত যন্ত্র।

সংবৎ ১৯২৭।

সং৫৩১

বিজ্ঞাপন

পুরাকালে বল্লাল ভূপাল আবহমান প্রচলিত জাতি-মর্য্যাদা মধ্যে স্বকপোলকল্পিত কুল-মর্য্যাদা প্রচার করিয়া যান। তৎপ্রথায় অধুনা বঙ্গস্থলী যেরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন প্রস্তাব লিখিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী ছিলাম; তন্নিমিত্ত "পতিব্রতোপাখ্যানে" প্রসঙ্গক্রমে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা গিয়াছে, পরে রঙ্গপুরস্থ ভূম্যধিকারী শ্রীল, শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র চতুর্দ্ধুরীণ মহাশয় ভাস্করাদি পত্রে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন; তাহার মর্ম্ম এই যে " বল্লাল সেনীয় কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীন-কামিনীগণের এক্ষণে যেরূপ দুর্দশা ঘটি-তেছে, তদ্বিষয়ক প্রস্তাবসম্বলিত 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নামে এক নবীন নাটক যিনি রচনা করিয়া রচকগণ-মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তাঁহাকে তিনি ৫০ টাকা পারিতোষিক দিবেন।" পরে আমি তাহা রচনা করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম; তাহাতে উক্ত গুণগ্রাহী দেশহিতৈষী মহোদয় তদ্দৃষ্টে সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া অঙ্গীকৃত

৫০ টাকা আমাকে পারিতোষিক দিয়াছেন এবং অসামান্য বদান্যতাশালী উক্ত মহানুভব আমার প্রার্থনানুসারে পুস্তকও আমাকে দেন, আমি তাহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম।

এই নাটক ছয় ভাগে বিভক্ত। প্রথমে, কুল-পালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাগণের বিবাহানুষ্ঠান। দ্বিতীয়ে, ঘটকের কপট ব্যবহারসূচক রহস্যজনক নানা প্রস্তাব। তৃতীয়ে, কুলকামিনীগণের আচার ব্যবহার। চতুর্থে, শুক্রবিক্রয়ীর দোষোদ্ঘোষণ। পঞ্চমে, নানা রহস্য ও বিরহি পঞ্চাননের বিয়োগ-পরিদেবন। ষষ্ঠে, বিবাহ নির্ব্বাহ। এই রীতি ক্রমে এই নাটক রচিত হইয়াছে, ইহা কেবল রহস্য-জনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করিয়া তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে কৃত্রিম কৌলীন্য-প্রথায় বঙ্গদেশের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা সম্যক্ অবগত হওয়া যাইতে পারে। এক্ষণে প্রার্থনা সজ্জনগণ সমীপে ইহা আদরণীয় হয়, তাহা হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব ইতি।

শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

KUNDU FAMILY LIBRARY
MOHEARY

কুলপালক ... প্রধান কুলীন ব্রাহ্মণ।

কুলধন ..... কুলপালকের প্রতিবাসী।

শুভাচার্য্য ... }
সুধীর ..... } ঘটক।
অনৃতাচার্য্য .. }

গ্রহাচার্য্য .... গৃহবিপ্র।

ব্রাহ্মণী .... কুলপালকের স্ত্রী।

জাহ্নবী .... }
শাম্ভবী .... }
কামিনী .... } কুলপালকের কন্যা।
কিশোরী .. }

রসিকা .... নাপিত স্ত্রী।

দেবল ..... পূজক ব্রাহ্মণ।

মোহিনী প্রভৃতি।। . প্রতিবাসী কুলীন কামিনীগণ।

ভোলা ..... কুলপালকের কৃষাণ ভৃত্য, নীচ জাতি।

ধর্ম্মশীল..... পুরোহিত।

তর্কবাগীশ .. ধর্ম্মশীলের ছাত্র।

অধর্ম্মরুচি . . } বিবাহবণিক্ . . }	বৈদেশিক কুলীন ব্রাহ্মণ।
উত্তম	বিবাহবণিকের ক্ষেত্রজ পুত্র।
উদরপরায়ণ . .	বৈদিক ব্রাহ্মণ।
সুমতি	উদরপরায়ণের স্ত্রী।
শিশু	উদরপরায়ণের পুত্র।
ন্যায়ালঙ্কার . .	অধ্যাপক।
মাধবী	সুশিক্ষিতা কুলীন কন্যা।
মহিলা	কুলীন কন্যা।
বিরহিপঞ্চানন .	মৃতপত্নীক বংশজ।
বিবাহবাতুল .	অকৃতবিবাহ বংশজ।
অভব্যচন্দ্র . .	বৈদেশিক ব্যক্তি।

কুলীন কুলসর্ব্বস্ব

প্রথম অঙ্ক।

—•—

নান্দী।

শিশু শশী শোভে ভালে বপু বিভূষিত কালে
গলে কালকূটের কালিমা।
রজত ভূধর শোভা ভক্তজন মনোলোভা
এ রূপের দিতে নাহি সীমা॥
বাম উরুপরে বসি অকলঙ্ক উমাশশী
পুলকে প্রফুল্ল কলেবর।
নিতান্ত কিঙ্কর জনে কৃপা বিন্দু বিতরণে
ত্রাণ কর ওহে গঙ্গাধর॥
কুলময়ী কুলারাধ্যা কুলভক্ত জন বাধ্যা
জগদাদ্যা কুলকুণ্ডলিনী।
অমূল কল্পিত কুল সমূলে করি নির্ম্মূল
সত্যকুল বুদ্ধি বিধায়িনী॥

কুলকাণ্ডে মনোমত নিদ্রা যাও আর কত
জাগো মা গো জগত সংসারে।
তোমা বিনা গতি নাই কুলকাণ্ডে ডাকি তাই
পড়ে আমি অকুল পাথারে॥

কোন ব্রাহ্মণ এই নান্দী পাঠ করিয়া প্রস্থান করিলেন,
অনন্তর সূত্রধারের প্রবেশ।

সূত্র। আর বাহুল্যে প্রয়োজন নাই; একবার সভা দর্শন করি। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) আহা কি অপূর্ব্ব সভা! এ সভার শোভা ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিলে কাহার না অন্তরাত্মা সন্তোষ সাগরে সন্তরণ করে। এই সভা নানাগুণরত্নমণ্ডিত পণ্ডিত জনে আকীর্ণ, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্গুণসম্পন্ন ধনিগণে পরিপূর্ণ, এমন স্থানে আমার বহু-পরিশ্রম-শিক্ষিত সঙ্গীত বিদ্যার পরীক্ষা প্রদান একান্ত সমুচিত হইয়াছে, যেহেতু সজ্জন সমাজে অপরীক্ষিত বিদ্যা, অনগ্নি-পরিশোধিত সুবর্ণের ন্যায়, বিশ্বসনীয় হয় না। কিন্তু এতাদৃশ সমাজে কোন্ প্রস্তাব অবলম্বন করিয়া স্বকীয় সংকল্প সিদ্ধ করি? পুরাতন প্রবন্ধ বিষয়ক সঙ্গীত সামাজিকের অন্তঃকরণ আকর্ষণ করিতে পারে না (কিঞ্চিৎ চিন্তিতের ন্যায় ঊর্দ্ধবিলোকন করিয়া) হাঁ, স্মরণ হইয়াছে, সম্প্রতি রঙ্গপুরান্তর্গত কুণ্ডী-

নগরনিবাসী যশোরাশী শ্রীল শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র চতুর্দ্ধু-রীণ মহোদয়ের মতানুসারে শ্রীযুত রামনারায়ণ তর্ক-রত্ন মধুর সাধু ভাষায় যে "কুলীন কুলসর্ব্বস্ব" নামক অপূর্ব্ব নাটক রচনা করিয়াছেন, তৎপ্রস্তাব দ্বারা সমীহিত সিদ্ধ করিব। এক্ষণে প্রেয়সীকে আহ্বান করিয়া রঙ্গ প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হই।

নেপথ্যের অভিমুখে অবলোকন করিয়া নটীর প্রতি

প্রিয়ে! যদি তোমার বেশ বিন্যাস হইয়া থাকে, ত্বরায় আইস।

নটীর প্রবেশ।

নটী। আর্য্যপুত্র! এই আমি আসিলাম, আজ্ঞা করুন্ কি করিব?

সূত্র। কান্তে! ঋতুরাজ বসন্ত সময় সমাগত, এমন মহোৎসব সময়ে নিরুৎসুকা হইয়া কোথা ছিলে, সজ্জন সমাজে সঙ্গীত আরম্ভ কর।

নটী। যে আজ্ঞা। (গীতারম্ভ করিল)।

চূত মুকুল কুল সঞ্চলদলিকুল
গুন গুন রঞ্জন গানে।
মদকল কোকিল কলরব সংকুল
রঞ্জিত বাদন তানে॥

রতিপতি নর্ত্তন বিরস বিকর্ত্তন
শুভ ঋতুরাজ সমাজে।
নব নব কুসুমিত বিপিন সুবাসিত
ধীর সমীর বিরাজে ॥

সূত্র। প্রিয়ে! সাধু সাধু, উত্তম সঙ্গীত করিয়াছ, তোমার কণ্ঠনির্গলিত, রাগরাগিণীসংকলিত, রসভাবপূর্ণ, মধুর সঙ্গীতশ্রবণে সমস্ত সামাজিক লোক একতানান্তঃকরণে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় হইয়া রহিয়াছেন; ইঁহারা প্রথমতঃ তোমার লোকাতীত রূপলাবণ্য নিরীক্ষণেই মুগ্ধপ্রায় ছিলেন, এক্ষণে তোমার অসামান্য সঙ্গীতনৈপুণ্যে যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন তাহা বাক্‌পথাতীত।

একেত কমল কলি প্রফুল্ল হইলে অলি
রূপ হেরি হরষিত হয়।
আবার যখন তায় মকরন্দ গন্ধ পায়
আনন্দের সীমা নাহি রয় ॥

প্রিয়ে! দেখ দেখ এই সভাসদ্গণের চিত্তচকোর তোমার মুখচন্দ্রগলিত মধুর গানসুধা পান করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পিপাসা প্রকাশ করিতেছে; এ সময়ে বিবাহ ব্যাপার ঘটিত " কুলীনকুলসর্ব্বস্ব ",

নামক নূতন নাটক প্রদর্শনামৃত দানে তৃপ্ত করা কর্ত্তব্য।

নটী। (বিবাহ শব্দ শ্রবণে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়, পুরুষের কি নিষ্ঠুর স্বভাব! স্নেহ কাহাকে বলে জানে না, কেবল আপন সুখেই সদা সুখী। আমরা অবলা জাতি, অতি সরলা, আমার অন্তঃকরণ চির দিনই চিন্তিত আছে, যেহেতু আমার একটি মাত্র কুমারী, সে অতি সুকুমারী, বিশেষত বয়স হইয়াছে। নাথ! দেখ দেখি তুমি কি নিষ্ঠুর, তাহার বিবাহের কথাও এক বার উল্লেখ কর না, কেবল আমোদ প্রমোদেই মগ্ন আছ, তবে তোমারি রঙ্গ-রসের সময়, তুমিই নাটক লইয়া থাক।

সূত্র। (ঈষদ্ধাস্যমুখে) স্ত্রীজাতি অতি অবোধ। প্রিয়ে! চির দিন চিন্তাকে সহচরী করিয়া সুখমুখা-বলোকনে বিরত হইলে কি হইবে? শুভাদৃষ্ট ব্যতীত কদাচ কোন অভীষ্টই সিদ্ধ হয় না, বিশেষত বিবাহ কার্য্য, আমি তন্নিমিত্ত তৎপ্রতি প্রতীক্ষায় রহিয়াছি, দেখি অদৃষ্টে কি হয়।

নটী। নাথ! তুমি কি আমাকে ভুলাইবার নিমিত্ত মিথ্যা প্রবোধ দিতেছ?

সূত্র। না, না, প্রিয়ে! এমন কদাচ মনে করো না, আমি যথার্থ কহিতেছি।

প্রেয়সি তোমাকে নাহি করি প্রতারণা।
বিবাহ নির্ব্বাহবিধি বিধির ঘটনা ॥

নেপথ্যস্থিত কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায় ইহা শ্রবণ করিয়া

সাধু ভরতপুত্র সাধু, প্রজাপতি নির্ব্বন্ধ ব্যতীত কখন বিবাহব্যাপার সমাধা হয় না।

নটী। নাথ! কি বলিলে, অদৃষ্টে যাহা হয় বলিয়া চেষ্টা না করা কি পুরুষের কর্ম্ম? ছি! ছি! তুমি বিজ্ঞ হইয়া কি কহিতেছ?

সূত্র। প্রিয়ে! তুমি অতি বুদ্ধিমতী, যথার্থ বলিয়াছ, এক্ষণে সঙ্গীত পরিত্যাগ করিয়া দুহিতার হিতকার্য্যে বিহিত মন্ত্রণা করা উচিত। কিন্তু তাহা নিভৃত স্থানেই কর্ত্তব্য, যেহেতু মন্ত্রণা ষট্‌কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে ইষ্টসিদ্ধি হয় না। ঐ দেখ! কে এ স্থানে আসিতেছে, অতএব চল নির্জ্জনে গিয়া মন্ত্রণা করি। [উভয়ের প্রস্থান]।

ইতি প্রস্তাবনা।

অনন্তর কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবেশ।

কুলপা। (স্বগত) "বিবাহ নির্ব্বাহবিধি বিধির ঘটনা" সত্যকথা, যথার্থ, মিথ্যা নয়, সংগত বটে। আমি বন্দ্যঘটীয় কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তান, প্রধান

কুলীন, আমার কন্যাদিগের বিবাহ হয় নাই, অদ্যাবধি বিধি তাহাদিগের প্রতি প্রতিকূল থাকায় সমযোগ্য পাত্র প্রাপ্ত হইতেছি না, তাহাতেই নিতান্ত চিন্তিত আছি। দেখ, আমার সংসার রাজ-সংসার বলিলেও বলা যায়, কিছুই অনটন নাই, কাহারও দ্বারস্থ হইতে হয় না, কিন্তু দেখ দেখি কি দৈববিড়ম্বনা কিছুতেই মনস্তুষ্টি হইতেছে না; কন্যাভারগ্রস্ত হইয়া চিন্তা-নিমীলিত নয়নে বিনিদ্রাবস্থায় যামিনী যাপন করি। হায় কি ক্লেশ! পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন "হ্রস্বগৃহাঃ স্থূলপটা যবগোধূমশালিনঃ। প্রলয়েঽপি ন সীদন্তি যদি কন্যা ন জায়তে ॥" ইহা যুক্তি সিদ্ধ বটে, কন্যাজন্মই গৃহস্থাশ্রমীর অশেষ ক্লেশদায়ক। বিশেষতঃ অস্মাদৃশ কুলীনসন্তানদিগের। প্রত্যুত দেখ বিধাতার কি বিড়ম্বনা! আমার গৃহে কন্যাচতুষ্টয় অবতীর্ণ হইয়াছেন! এক কন্যাই কুলীনদিগের বিপৎপরম্পরা সম্পাদন করে, অধিকের কথা কি বলিব? (প্রকাশে) আঃ পোড়া দেশীয়দিগের কি দুরন্ত প্রথা! অতিমন্দ অতি মন্দ, এমন দেখি নাই।

কুলধন মুখোপাধ্যায়ের প্রবেশ।

কুলধ। কে হে? বন্ধু নাকি, এ রদ্দুরের বেলা মেলা কি বক্‌চো হে, কেন এত রাগত কেন?

কুলপা। বলি, ভাই তোমার দেশের খুরে দণ্ড-বৎ, এমন্ দেশ কোথাও দেখি নাই।

কুলধ। যথার্থ ভাই, এ দেশে খাদ্য কিছুই পাওয়া যায় না ; হাট নাই, বাজার নাই, তরকারির মধ্যে পুঁইশাগ, গব্যের মধ্যে তেঁতুল, দেশে থাকাই দুঃসাধ্য।

কুলপা। না, তা না হে।

কুলধ। তবে, দেশের প্রতি এত ত্যক্ত কেন ?

কুলপা। আমার মেয়েদের বিবাহ হইতে কিছু বিলম্ব হইয়াছে, তা এমন কি কারু হয় না, সংসার করিতে হইলে সকলেরি কি সকল কর্ম্ম সময়ে হইয়া থাকে, কিছুতেই কি বিলম্ব হয় না। তা বিলম্বই বা কি, বৈদিক ব্রাহ্মণের ন্যায় কি গর্ভে গর্ভে বিবাহ দিব ? দেশের লোকেরা তাহা বিবেচনা করে না, নির-পরাধে আমাকে নিন্দাবাদ প্রদান করিতেছে, ভাই তুমি বিবেচনা কর দেখি সমযোগ্য পাত্র না পাইলে কেমনে বিবাহ দি ? কি এখন যার তার সঙ্গে বিবাহ দিয়া চিরন্তন কুলে জলাঞ্জলি দিব ?

কুলধ। হাঁঃ রেখে দেও তুমি দেশের কথা, এ দেশে কেবল দ্বেষ বৈ নেই, কেন তোমার মেয়েরা তো বড়, বড় হয় নাই, তাদের কতো বয়েস্ হয়েছে ?

কুলপা। বয়সের কথা কি বলিব ভাই, বয়স্

কোথা? বড় কন্যার অদ্যাবধি ৩২। ৩৩ বৎসর উত্তীর্ণ হয় নাই; মধ্যমটির ২৬। ২৭। তৃতীয় কন্যাও ১৪। ১৫; আর আমার যে কনিষ্ঠা কন্যা সে অতি শিশু, যাহা এই গত পৌষে সবে আট বৎসরে পড়িয়াছে।

কুলধ। বিলক্ষণ, এত অল্প বয়েসে তুমি তাদের বে দিও না, দেশেল্লোকের কথায় কি করে; আমারে অমনি নিন্দে কচ্চে; আমার একটি মেয়ে, তার বে হয়নি বলে কতো কথাই বলচে, বলুক, বেটারা কি কর্বে।

কুলপা। তোমার মেয়ের বয়স কত ভাই?

কুলধ। বয়েস্ বড় অধিক নয়, সে দিন ঠিকুজি খুলিয়া দেখিলাম বলি দেখি দেখি মেয়েটার বয়েস্ কত, তা ভাই বুঝিতে পারিলাম না, ঠিকুজি খানা জীর্ণ হয়েছে আঁকর বোঝা যায় না, তা নাই গেলো, সে তার বড়পিসীর বইসী।

কুলপা। তা ভাই আমি তথাপি দেশীয়দিগের দ্বেষে ও ব্রাহ্মণীর আদেশে স্বয়ং পাত্রান্বেষণ করিতেছি এবং অনৃতার্য্য ও শুভাচার্য্য নামক দুই ঘটককে ঐ উদ্দেশে দেশে দেশে প্রেরণ করিয়াছি; তাঁহারা উপযুক্ত পাত্র, বরপাত্র পরীক্ষায় বিলক্ষণ পারগ, কিন্তু আমার দুরদৃষ্ট দোষে অদ্যাবধি তাঁহারাও প্রত্যাগত হইতেছেন না, অদ্য প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাদিগের অন্বেষণে

পর্য্যটন করিতেছি। আঃ কি ক্লেশ! সংসারাশ্রম মাদৃশ ব্যক্তির কেবল অবিশ্রাম দুঃখেরি স্থান। এই সংসার-কালরাত্রিতে কতই দুঃখ-দুর্দ্দিন, কিন্তু সুখ-খদ্যোত অতি অল্প। আমি অদ্য প্রাতঃকালাবধি ভ্রমণ করিয়া কি সামান্য পরিশ্রান্ত ও আতপক্লান্ত হইয়াছি?

কুলধ। চল ভাই, এখন ঘরে যাওয়া যাউক, অনেক বেলা হয়েছে?

কুলপা। (ঊর্দ্ধবিলোকন করিয়া) একি মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত, সহস্রকিরণ সূর্য্য প্রচুর কিরণ প্রদানে আপনার সহস্রকিরণ নামই কি সার্থক করিতে উদ্যত হইয়াছেন? এক্ষণ অনবরত পথপরিশ্রান্ত ও দিনকর-কিরণে নিতান্ত ক্লান্ত পান্থ লোকেরা সন্তাপ শান্তি নিমিত্ত ছায়াপ্রধান পাদপতলে পল্লবশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাভজনা করিতেছে। মহীরুহচয় একান্ত পবনপাতবিরহে সজ্জনমানসের ন্যায় চাপল্য পরি-ত্যাগ করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছে। বরাহ-গণ পল্বলপঙ্কে সর্ব্বাঙ্গ নিলীন করিয়া রহিয়াছে। কুররীকুল তরুমূলে শয়ন করিয়া আমীলিত নয়নে রোমন্থ করিতেছে। ভিক্ষোপজীবীরা সাতিশয় বুভু-ক্ষায় ক্ষীণকায় ও ব্যগ্র হইয়া গৃহ হইতে গৃহান্তরে সঞ্চারণ করিতেছে। গৃহিগণ স্ব স্ব ব্যাপারে নিবৃত্ত হইয়া ক্ষুধা নিবারণোপায়ে প্রবৃত্ত হইতেছে। কুল-

বধূরা সুমধুর শাকসূপাপূপাদি নানাবিধ ভোজনীয় বস্তু প্রস্তুত করণে অন্তঃকরণ অর্পণ করিতেছে। অপ্রবাসীরা ভোজনাবসানে সুখাসনে সমাসীন হইয়া কর্পূরপূরসুবাসিত তাম্বূল-পূরিত মুখে সুখে পরিজন সহ আলাপন করিতেছে। প্রবাসীরা জঠর-জ্বালায় ব্যাকুল হইয়া দেহধারণমাত্রোপযোগী দ্রব্যের সংযোগ করিতেছে। সম্পন্ন ব্যক্তিরা মনোরম্য হর্ম্ম্য মধ্যে পয়ঃফেণনিভ পর্য্যঙ্কোপরি পরিচারিকা-করকলিত তালবৃন্তে বীজ্যমান হওত আমীলিত লোচনে ঐশ্বর্য্যসুখ আস্বাদন করিতেছে। অতএব এতাদৃশ সময়েও আমি পরিশ্রম স্বীকার করিতেছি! গৃহে গমন করিয়া মাধ্যাহ্নিক কর্ম্ম সম্পন্ন করি। অথবা এই ক্লেশ নিতান্ত অসহ্য নহে, যেহেতু ;—

তপতু তপন এষ ক্লেশলেশোঽপি নাস্মা-
দ্দহতু চরণদেশে ভূমিরস্মাচ্চ কিম্বা।
বিষমবিষয়চিন্তাত্যন্তসন্তাপিতানাং
প্রচুরমপি হি দুঃখং বাহ্যমল্পং বিভাতি ॥

সূর্য্যের আতপে আর পৃথিবীর তাপে।
নাহিক ক্লেশের লেশ আছি মনস্তাপে ॥
আন্তরিক চিন্তা সদা গ্রাস করে যারে।
বাহ্যদুঃখ তার আর কি করিতে পারে ॥

[উত্তরের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

শুভাচার্য্য ও সুধীরের প্রবেশ।

সুধী। তার পর মহাশয়?

শুভা। নিজাভীষ্টনিক্রান্তচেতা বিনেতা
পুরাসীন্মহীপো মহানাদিশূরঃ।
প্রতীচীদিশঃ পঞ্চ বিপ্রান্ সুধীরান্
সমানীতবান্ যঃ স্বয়ং যজ্ঞযোগ্যান্॥

সেই আপন অভীষ্ট দেবাভিনিবিষ্টমনা আদিশূর রাজা কান্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক বেদবিজ্ঞ পঞ্চ বিপ্রকে নিজ রাজধানীতে আনয়ন করেন। তাঁহারা সদারভৃত্য হইয়া সমাগমন পূর্ব্বক বিজ্ঞবর যজ্ঞশীল মহারাজ আদিশূরের আজ্ঞানুসারে এই গৌড়ভুমিতে বসতি করিয়াছিলেন, পরে তাঁহাদিগের বংশপরম্পরা বিস্তৃত হইলে বল্লাল ভুপাল তন্মধ্যে এই অভিনব কুলপ্রথা প্রচার করেন। যথা; "শাণ্ডিল্যগোত্রে ভট্টনারায়ণ বংশজাত আদিবরাহ বন্দ্য, কাশ্যপগোত্রে দক্ষবংশপ্রসূত সুলোচন ভট্ট; ভরদ্বাজগোত্রে শ্রীহর্ষ-বংশোৎপন্ন ধুরন্ধর মুখয়টী; সাবর্ণগোত্রে বেদগর্ভ-

বংশোদ্ভব বীরব্রত গাঙ্গলী ও সুধীর কুন্দ, বাৎস্য-গোত্রে ছান্দড়বংশ সম্ভূত সুরভি ঘোষবাল কবি কাঞ্জিলাল ও রবিপুতিতণ্ড। এই অষ্টবিধ মুখ্য কুলীন এবং 'ঐ সকল গোত্রজাত ও ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি ঐ সকল ব্যক্তির বংশসম্ভূত গৌণ চতুর্দ্দশপ্রকার শ্রোত্রিয়, এই দ্বাবিংশতি প্রকার কুলীন; আর অন্য অন্য কতিপয় শ্রোত্রিয়, প্রথমত বল্লাল ভূপাল কর্ত্তৃক বিভক্ত হয়, পরে লক্ষ্মণসেন পূর্ব্বোক্ত মুখ্য অষ্টবিধ কুলীনদিগের ঊনবিংশতি পুত্রের সমীকরণ করেন, অনন্তর দেবীবর ফুলিয়া, খড়দহ, বল্লবী, সর্ব্বানন্দী প্রভৃতি ষট্‌ত্রিংশৎ মেল করিয়াছেন।"

অনৃতাচার্য্যের প্রবেশ।

অনৃত। আঃ কে হে ও—এত বকে কেন? মাথা ধরিল যে।

সুধী। ঘটক মহাশয়, পলায়ন করা উচিত, ঐ আসিতেছে।

শুভা। কে ও আসিতেছে?

সুধী। আয়াতি জাতিকুলবিপ্লবধূমকেতুঃ
সেতুর্ব্বিবাহঘটনাম্বুধিপারহেতুঃ।
অর্থামিষার্থমনপেক্ষিতধর্ম্মকর্ম্মা
চূড়ামণির্ব্বিতথবাগনৃতার্য্যশর্ম্মা॥

আসিল পরের জাতি কুল নাশ হেতু।
বিবাহ নির্ব্বাহ বিধি জলধির সেতু॥
অনর্থ অর্থের লাগি ত্যক্ত ধর্ম্মকর্ম্মা।
চূড়ামণি মিথ্যাবাদী অনৃতার্য্য শর্ম্মা॥

শুভা। আসিলই বা, তায় ক্ষতি কি?

অনৃ। আঃ গোবিন্দ, গোবিন্দ, কি কষ্ট, এই সাতিশয় আতপতাপে তাপিত ও পথপরিশ্রান্ত হইয়া নিজ নিকেতনে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক আহারাবসানে শয়নমাত্রেই অতিমাত্র-পরিশ্রম-জনিত নিদ্রা আমার লোচন গ্রাহিণী হইয়াছে, ইতিমধ্যে কাহার এই কর্ণ-কুহর-ভেদী কোলাহল রব? আমার অপক্ক নিদ্রা পরিত্যক্ত হইল! কস্ত্বং, কে হে তুমি?

শুভা। আমি শুভাচার্য্য শর্ম্মা, রাঢ়দেশীয় ত্রিপুরাপুরে নিবাস, কলিকাতার ঘোষাল, সুগৃহীতনাম, আর্য্য কুলাচার্য্যের পুত্র, পশোর সন্তান। আপনি কে?

অনৃ। অহং ঘটক; অনৃতার্য্য চূড়ামণি। তোমার পিতামহের নাম কি হে?

শুভা। মহাশয়! আপনি ঘটকচূড়ামণি, আপনার অবিদিত কিছুই নাই, আপনিই বলুন।

অনৃ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) শুনিবে।—বাপু হে তোমার বংশাবলি ত আমার নয়নপথে রহিয়াছে,

আমরা তেমন ঘটক নই, ফাকিজুকি নাই। চণ্ডীপুরে কিনুরাম ঘোষাল বাস করিতেন, কেমন সত্য কিনা?

শুভা। বলুন্ শুনা যাউক।

অনৃ। সেই কিনুরামের পুত্র হরিনাথ, হরির পুত্র মহেশচন্দ্র, মহেশের পুত্র নিমাইচরণ, নিমাএর পুত্র বলরাম ও রামরাম, বলরাম নিঃসন্তান; রাম-রামের পুত্র গোকুল চন্দ্র, তাঁহার পুত্র কেশব, শঙ্কর ও গঙ্গাধর; তন্মধ্যে গঙ্গাধর নিঃসন্তান, শঙ্করের পুত্র শ্যামসুন্দর, তাঁহার পুত্র বৈদ্যনাথ, তিনিও নিঃসন্তান; অতএব গঙ্গাধর ও শঙ্করের বংশ নাই। কেশবের পুত্র হরিহর ও কবিবর, কবিবর মাতামহ সম্পার্কে গৌহাটীতে বাটী করিয়াছিলেন, হরিহরের পুত্র মাধবচন্দ্র তিনি ত্রিপুরাপুরে উঠিয়া যান, সেই মাধবের পাঁচ পুত্র—শঙ্করাচার্য্য, ব্যাসাচার্য্য, জ্ঞানাচার্য্য, ধর্ম্মা-চার্য্য ও কুশলাচার্য্য, সেই কুশলাচার্য্যই তোমার পিতা-মহ, কেমন হইয়াছে কি না? আমি কি জানি না "পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই ইহা ছাড়া বামণ নাই" আমার অবিদিত কোন্ ঘর আছে?

শুভা। আপনকার পিতৃঠাকুরের নাম শুনিতে ইচ্ছা করি।

অনৃ। আঁ, কি বল্যে হে? কালি রাত্রে নিদ্রা হয় নাই, বড গ্রীষ্ম।

শুভা। মহাশয়ের পিতার নাম কি?

অনৃ। বড় মশা।

শুভা। (উচ্চৈঃস্বরে) বলি আপনি কার পুত্র?

অনৃ। অধিক দিন হইল আমার পিতৃঠাকুরের পরলোক হইয়াছে।

শুভা। (সহাস্য মুখে) আমি পরলোক ও ইহ-লোকের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছি, ইহাতে পরলোক ইহলোকের কথা কেন?

সুধী। বিলম্ব করুন্, অধিক দিন তাঁহার কাল হইয়াছে, তাই নামটাও বুঝি ভুলে গে থাকিবেন, স্মরণ করুন্ তবেত বলিবেন, তাড়াতাড়ি করিলে কি হইবে?

শুভা। ইনি এমনি ঘটকই বটে, নিজ পিতৃনামও বিস্মৃত হন! কিন্তু অন্যের পিতৃপিতামহের নাম ইঁহার মুখাগ্রবর্ত্তী সে সময়ে একটাও ঠেকে না।

সুধী। পরের পিতার নাম কহিতে বিবেচনা কি? যাহা আইসে, একটা কহিলেই হয়।

অনৃ। হাঁ, এঁদের আবার এই যে বক্তৃতা শক্তিও আছে দেখি, (সক্রোধে শুভাচার্য্যের প্রতি) তুমি কোন্ ব্যবসায়ী?

শুভা। আমিও ঘটকতা করিয়া থাকি।

অনৃ। (সগর্ব্বে) হুঁ, তুমিও ঘটক! (স্বগত) একে

না তাড়ালে হবে না (প্রকাশে) ভাল ভাল, বল দেখি ঘটকের লক্ষণটা কি ?

শুভা। আটক কি ? আপনকার নিকটে পরিচিত হওয়া উচিত বটে, তবে শুনুন্ ;—

ধাবকোভাবকশ্চৈব যোজকশ্চাংশকস্তথা।
দূষকঃ স্তাবকশ্চৈব ষড়েতে ঘটকাঃ স্মৃতাঃ ॥

অনৃ। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ (শব্দে হাসিল)

শুভা। মহাশয় ! পরিহাস করিবেন না, আর এক লক্ষণ কহিতেছি, শুনুন ;—

কে নো বিদন্তি পুরুষাঃ পুরুষানুপূর্ব্বী-
মুর্ব্বীতলে কুলভৃতাং কুলবর্ত্তনং বা।
অত্যন্তসূক্ষ্মমপি যে কুলতারতম্যং
জানন্তি তে হি ঘটকা নতু যোজকাদ্যাঃ ॥

অনৃ। (কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) একি ! আ, গোবিন্দ, গোবিন্দ ! কেবল কতকগুলা বকিলেই কি হয় ? এতো হাড়িঝী চণ্ডীর পূজার মন্ত্র।

শুভা। চূড়ামণি মহাশয় ! কুলদীপিকাতে যাহা লিখিত আছে, আমি কহিলাম, আপনি অগ্রাহ্য করিলেন, ভাল আপনিই বলুন ঘটকের লক্ষণ কি ?

অনৃ। হাঁ, বাপুহে পথে আইস, আমার নিকটে শুনিবে ? শুন ;—

প্রবঞ্চনা পরায়ণ মুখে প্রিয় আলাপন
ধর্ম্মাধর্ম্মে নাই বিচারণ।
না পাইলে বলে কটু স্বোদর পূরণে পটু
দৃষ্টিমাত্র করে সম্ভাষণ॥
বাচাল আচার ভ্রষ্ট জাতি কুল করে নষ্ট
দুষ্টমতি মূর্খের প্রবর।
বিবাদে নারদ সম মূর্ত্তিমান্ যেন তম
হয় নয় বল সুধীবর॥

বেল্লিক পুরাণে মাৎলামি খণ্ডে ঘটকের এই লক্ষণ লিখিত আছে; তা বাপুহে, এ সকল জান্‌তে হয়, এ সকল শিক্তে হয়, পেটে থেকে পড়িয়াই ঘটক হইলে হয় না। আমি এ সকল শিখিয়া ও এ লকস গুণে ভুষিত হইয়াই "ঘটক চূড়ামণি" নামে খ্যাত আছি। আমার গুণের কথা কতো কহিব—আমি সাবর্ণ গৃহে কতশত কৈবর্ত্তকন্যা চালায়েছি; শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বরে ক্ষত্রিয়কন্যা, বিষ্ণু ঠাকুরের বংশে বৈষ্ণব কন্যা, শিবচক্রবর্ত্তীর সন্তানে পাত্মরাজদুহিতা ঘটায়েছি; আর কাণা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর, এ সমস্ত ত আমার শরীরের আভরণ। এই ১৪ই মাঘে খাড়ী-বাটীর রুচিরাম চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে এক উন্মাদ দিগম্বর বর প্রদান করিয়া দক্ষিণ হস্তের কিঞ্চিৎ দক্ষিণা পাইয়া মাসাবধি শয্যাগত ছিলাম, কিন্তু আমার এরূপ অপ-

রূপ চাতুর্য্য যে, এতাদৃশ ব্যবহারেও আমি কখন কোথায় অপমানিত হই নাই, তুমি আমাকে কি ঘট-কালি দেখাও? ভাল আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমিও মন্দ নও, বল দেখি কুলীন কাহাকে বলে?

শুভা। যাঁহার কুল আছে, তাঁহাকেই কুলীন কহে, কুলের লক্ষণ শুনুন;—

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥

অনৃ। আঃ কি আপদ্; না বাপু, আর তোমার বিদ্যা প্রকাশে কাজ নাই, বুঝিয়াছি; তুমি কাহার নিকটে পড়িয়াছ? হা রাম, এতো বয়স্ হইল, কিছুই ক্ষর নাই! গোবিন্দ, গোবিন্দ, একি? বরং এটাও এক দিন বলিলে বলিতে পার। যথা;—

বলদং লাঙ্গলং যোলং কর্দ্দমং মইকর্ষণম্।
হ্যাঁচাং ক্ষেত্রং কোদালঞ্চ নবধা কাস্তে লক্ষণম্॥

ইহা কথঞ্চিৎ হইলেও হইতে পারে, ফলতঃ কুলের লক্ষণ জাতিভেদে বিভিন্ন, তন্মধ্যে বর্ত্তমান রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কুলের প্রায়িক লক্ষণ এই;—

দাঁড়িয়া প্রস্রাব করে নিবাস শ্বশুরঘরে
মাদকেতে আমোদ বিস্তর।

সন্ধ্যার নাহিক গন্ধ গায়ত্রীর আট্‌ক্যা বন্ধ
সদানন্দ পূর্ণ কলেবর ॥
মুখে সদা বেরিগুড্ তুড়ি দিয়া বলে হুট্
হাস্য আস্যে দোষে সাধু জনে।
বড় ভক্তি পাঁচালিতে কে আঁটিবে বাচালিতে
এই নয় গুণ লও গণে ॥

ওহে নূতন ঘটক! শুনিলে, বুঝিয়াছ? না আমার বাগ্‌যুদ্ধে তোমার বুদ্ধির ভূতশুদ্ধি হইয়াছে, কেবল নিষ্ঠাবৃত্তি শিখিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। এখন যাও, ভাল লোকের নিকট কিছু কাল মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া পরে ঘটকালি করো।

শুভা। (জনান্তিকে) ওহে ভাই সুধীর! একি? উঃ বেটা কি দাম্ভিক! বোধ হয়, দম্ভই শরীরী হইয়া উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার উদরে ক অক্ষর মহা-মাংস, শুদ্ধ অশুদ্ধ কথাই অনর্গল কহিতেছে! প্রাচী-নেরা কহিয়া থাকেন "বৈয়াকরণকিরাতাদপশব্দমৃগাঃ ক গচ্ছেয়ুঃ। যদি ঘটকচিকিৎসকবৈতালিকবদনকন্দরা ন স্যুঃ ॥" ইহারাই সর্ব্বদা অশুদ্ধ কহিয়া থাকে। এই হস্তিমূর্খ, ইহার কিছুই অকার্য্য নাই, ইহার মতের অন্যথা কহিলে উত্তম মধ্যম হইবারও সম্পূর্ণ সম্ভা-বনা।—

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রোষাদিদোষবসতেরসতঃ প্রচণ্ড-
স্বত্বস্য সর্ব্ববিনয়াম্বুমরুস্থলস্য।
মূর্খস্য দুঃখকরদর্শনভাষণস্য
ক্রূরাত্মনোঽত্র ভুবনে কিমকার্য্যমস্তি॥

বিনয় জলের মরু দুঃখ দানে কল্পতরু
অসত অশেষ দোষ যার।
প্রচণ্ড স্বভাব ধারী ক্রূর মূর্খ বলে তারি
অকার্য্য কি আছে বল তার॥

অতএব এস্থান হইতে প্রস্থান করাই যুক্তিযুক্ত। (প্রকাশে) যে আজ্ঞা মহাশয়! এক্ষণে আমি আর কিঞ্চিৎ পাঠ করিতে যাই।

[সুধীর ও শুভাচার্য্যের প্রস্থান]

অনৃ। আঃ রাম বল, আপদ্ গেল—নিষ্কণ্টক হইলাম; অথবা আমি যে স্থানে থাকি সে স্থানে কি অন্যের আর প্রভুত্ব খাটে। এখন স্বকার্য্যসাধনে যত্ন করি। (পুরোভাগে অবলোকন করিয়া) হাঁ এই যে চিন্তিতান্তঃকরণে বন্দ্যোপাধ্যায় আসিতেছেন।

কুলপালকের প্রবেশ।

কুলপা। (স্বগত) হা বিধে! আমার কি পূর্ব্ব-জন্মার্জিত পুঞ্জ পুঞ্জ মহাপাতক ছিল! কি ক্লেশ! কত দিনে এ দীনের প্রতি দীননাথ দয়া করিবেন;

কবে আমাকে চিন্তাবিহীন করিবেন; শাস্ত্রে কথিত আছে "চিতা চিন্তা দ্বয়োর্ম্মধ্যে চিন্তা নাম গরীয়সী। চিতা দহতি নির্জ্জীবং চিন্তা দহতি জীবিনং॥" আর মনুষ্যদিগের চিন্তাই জ্বর, চিন্তাপেক্ষা ক্লেশদায়ক কেহই নয়। আমি কন্যাভারগ্রস্ত হইয়া রাহুগ্রস্ত দিনকরের ন্যায় চিন্তায় ক্ষীণকায় হইতেছি; কুলকুণ্ডলিনী কবে আমাকে কুলে আনিবেন; কবে কুলরক্ষা করিবেন? আমি, বহু দিন হইল, যে অঘটন-ঘটনা-পটু ঘটকদ্বয়কে ঐ উদ্দেশে পাঠাইয়াছিলাম, তাঁহারাও অদ্যাবধি প্রত্যাগত হইলেন না, কি করি? (সম্মুখে দেখিয়া প্রফুল্ল মুখে, প্রকাশে) এই যে ঘটক চূড়ামণি মহাশয়;—আসিতে আজ্ঞা হয়। মহাত্মব্যক্তির শরীর সর্ব্বদা স্বোপার্জ্জিত পুণ্যে পবিত্র, তাহাতে আধিব্যাধির বাধা কদাচ সম্ভবে না বটে, তথাপি অনিন্দিত শিষ্টাচারানুসারে আপনকার শরীরের কুশল প্রশ্নে আত্মাকে পুনরুক্ত নিযুক্ত করিতেছি,—মহাশয়ের শরীরের কুশল?

অনৃ। হাঁ, তুমি মহাকুল-প্রসূত, তোমার দর্শনেই সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল।

কুলপা। আপনকার যে অসাধারণ স্নেহ আছে, তাহাতেই বোধ হইতেছে, আপনি আমার বিষয় বিস্মৃত না হইয়া থাকিবেন।

অনৃ। (স্বগত) আগে ঘটকালিবিদায়ের বাহুল্য স্বীকার করাই, কি আগেই সে সংবাদ দি? না, আগে ঘটকালিই চুকাই। (প্রকাশে) না, বিস্মৃত হই নাই, কন্যাদিগের দুরদৃষ্ট দোষই বিঘ্নজনক হইয়াছে। তোমার নিদেশে অশেষ দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, কিছুই করিতে পারিতেছি না, দেখি কি হয়।

কুলপা। (সবিষাদমনে) তবে এক্ষণে উপায় কি? কন্যাদিগের কি বিবাহ হইবে না?

অনৃ। জগদীশ্বরের মনে থাকে অবশ্যই হইবে। আমি তোমার অনুরোধে অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়াছি, বিস্তর পর্য্যটনে এক পাত্র পাইয়াছিলাম, সে সর্ব্বগুণাক্রান্ত বটে, তা হইলে কি হইবে? সে আর বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে না। আমি অশেষ প্রকার প্রবোধে সম্মুখীন করিয়াছি, কিন্তু সে বড় কঠিন কর্ম্ম, ব্যয়বাহুল্য করিতে হয়। আর আমারও সাতিশয় আয়াস, অতএব তাহা কি প্রকারে হইতে পারে? দেখা যাউক যাহা হয়।

কুলপা। কুলাচার্য্য মহাশয়! আমি আপনাকে এক শত মুদ্রা পুরস্কার দিব, আর বৈবাহিক ব্যাপারে কৃপণতা করিব না। পাত্র কেমন, কৌলীন্য মান্য কি প্রকার, বলুন?

অনৃ। (সগর্ব্বে) কি? আমি যাহা স্থির করি,

তাহাতে আবার দোষের আশঙ্কা? বিষ্ণুঠাকুরের বংশোৎপন্ন, পরম পবিত্র পাত্র, কুলের মুখটী, বর্ত্তমান কুলীনদিগের প্রায়িক যে সমস্ত গুণ আছে তাহার চতুর্গুণ গুণে ভূষিত, কিন্তু আমি একটা কথা এ সময়ে কহিয়া রাখি, নতুবা শিববিবাহ নির্ব্বাহ কারক নারদ ঠাকুরের ন্যায় যেন পরে আমি অনুযোজ্য না হই।

কুলপা। আজ্ঞা করুন্।

অনৃ। বরের কিঞ্চিৎ বয়োধিকা, আর এমন অধিক বয়সই বা কি? সেই ষষ্ঠীর বৎস এই ষষ্টিবৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। যাহা হউক, তোমার কি অদৃষ্ট, শিবের জামাই শিব ঘটিয়াছে। অতএব তুমি সেই সর্ব্বগুণালঙ্কৃত কুলীন মহারথি-কুমারে কুমারী প্রদান করিয়া চরিতার্থ হও।

কুলপা। যে আজ্ঞা মহাশয়, দিনাবধারণ করুন।

অনৃ। আগামি দিবসীয় যামিনীতে বিবাহ হইবে।

কুলপা। এক ব্যক্তি গ্রহাচার্য্যকে আহ্বান করিলে ভাল হয় না? তাই করুন, আমি ততক্ষণ একটা কর্ম্ম সেরে আসি। (প্রস্থান)।

অনৃ। ভাল ক্ষতি কি? (নেপথ্যাভিমুখে) আচার্য্য ঠাকুর কোথা, গৃহে আছ?

গ্রহা। ওঁ নমঃ শ্রীসূর্য্যায়। অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে। সমস্ত জগদাধারসাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ॥

অদ্য ৩রা বৈশাখ, শনিবার, পঞ্চমী, অনুরাধা নক্ষত্র, যাত্রা নাস্তি। কে গো আমাকে ডাকিলে?

অনৃ। আমি; একটি বিবাহের উত্তম দিন দেখিয়া দাও।

গ্রহা। (পঞ্জিকা দেখিয়া) মহাশয়! ২৯শে বৈশাখ উত্তম দিন আছে।

অনৃ। (স্বগত) এ কি আপদ্ হইল, কুলীন কন্যার বিবাহ তাহার আবার দিন? বিলম্ব হইলে বরের গুণ সকল প্রকাশ পাইবে, তাহা হইলে বিবাহ হওয়া দুষ্কর, অথবা অন্য ঘটক আসিলে, ঘটকালি বিদায়ের সঙ্কোচ হইবে। অতএব কপটতা প্রকাশ পূর্ব্বক গ্রহাচার্য্যকে প্রতারিত করি। (প্রকাশে) কি হে গ্রহাচার্য্য! কি বলিতেছ? ২৯শে বৈশাখ কবে?

গ্রহা। এই বর্ত্তমান বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিবস।

অনৃ। সব্ অশুদ্ধ। এ বৎসরে সংক্রান্তিই নাই; কেবল পৌষমাসে এক পিষ্টক সংক্রান্তি আছে এতাবন্মাত্র, আর শ্রীরামপুরের পঞ্জিকামতে ভাদ্রে অরন্ধন সংক্রান্তির সম্ভাবনা হইলেও হইতে পারে, তদ্ভিন্ন অন্য সংক্রান্তি ত দেখিতে পাই না, তুমি সংক্রান্তি আবার কোথা পাইলে? সে দিনে কি আপনিই সংক্রান্তি হইবে?

গ্রহা। মহাশয়! আপনি কি আমাকে উপহাস করিতেছেন?

অনৃ। না না, তুমি কি উপহাসের যোগ্য পাত্র। ভাল, যাহা কহিয়াছ; বিস্মৃতিক্রমেই হইয়া থাকিবে, ও কথায় আর প্রয়োজন নাই। বল দেখি, আজ কি বার?

গ্রহা। অদ্য শনিবার।

অনৃ। (ঈষৎ ক্রোধে) আঃ শনিবার ত সকলি জানে, শনিবার কত ক্ষণ আছে?

গ্রহা। এ কি, ভাল লোকের নিকটে আসিয়াছি। শনিবার আবার কত ক্ষণ থাকে?

অনৃ। দূর বেটা, গণ্ডমূর্খ পাষণ্ড, পাঁজি দেখিতে জানিস্ না? অদ্য শনিবার ৯ দণ্ড ২৬ পল ছিল, পরে মঙ্গলবার হইয়াছে।

গ্রহা। আপনি কি অনবধানতায় কহিতে-ছেন?

অনৃ। (সক্রোধে) কি বেটা, আমার অনবধানতা? আমি সর্ব্বশাস্ত্র এককালে উদ্‌যাপন করিয়াছি, শাস্ত্রে কহে "শনি মঙ্গল বার, দিনে দিনে স্নার," দেখ্ দেখি শনি মঙ্গলবারের যোগ আছে কি না? তুই বেটা জ্যোতিষ শাস্ত্র জানিস্, আর কেহই কি জানে না? গণ্ডা গণ্ডা খনার বচন আমার কণ্ঠায় কণ্ঠায় রহি-

য়াছে, তুই চাটে ছাড়বো, শুনবি? "শনি রবি মঙ্গলের গুঁড়া, কি কর বসিয়া স্বশুর খুড়া। দশ তিন তেরো এক, পেটের ছেলে গুণে দেখ। সাত ছয় এগার, তিন নয় তের॥" এ সকল ছাড়া কাকচরিত্র গ্রন্থে আমার ব্যুৎপত্তি আছে কি না শুনবি? শোন্, "কাগাতো কাগা, মড়ার মুণ্ডে দিয়া পা, ডেকে বল্‌ছে কেলে মা।" শুন্‌লি? যা বেটা তোর সঙ্গে বিচারে প্রয়োজন নাই, কাল রাত্রিতে বিবাহ হইতে পারে কি না, তুই তাহাই বলে যা।

গ্রহা। (সমীচীন রূপে পঞ্জিকা দেখিয়া) না মহাশয়! কল্য দিন হইবে না।

অনৃ। (ফিরিয়া) কল্য কি সূর্য্যোদয় হইবে না? দিন হইবে না কেন? এ বেটা বাতুল নাকি?

গ্রহা। (ঈষৎক্রোধে) আমি বিবাহের দিন হইবে না, বলিয়াছি।

অনৃ। আঃ কি বিপদ্, ওরে মূর্খ! বিবাহ কি দিনে হয়?

গ্রহা। না না, তা নয়, কল্য বিবাহের নক্ষত্র নাই, তাহাতেই বলিয়াছি, কল্য নিশাতে বিবাহ হইতে পারে না।

অনৃ। এ বেটা রাইতুকাণা নাকি? এ কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রি, কল্য তুই আমার নিকটে আসিস্, তোকে

আকাশে কত নক্ষত্র দেখাইয়া দিব, খুঁজিয়া দেখিস্ একটাও কি বিবাহের হইবে না ?

গ্রহা। কল্য ; সপ্তশলাক, কেমন করিয়া বিবাহ হইবে ?

অনৃ। (স্বগত) শুনিয়াছি সপ্তশলাকে বিবাহ হইলে স্ত্রী বিধবা হয়, কিন্তু কুলীন কুমারীরা ত সর্ব্বদাই বৈধব্য বেদনা সহ্য করে, সুতরাং বিধবার আর বৈধব্যের আশঙ্কা কি ? অতএব ইহাকে বাক্‌ছলে প্রতারিত করিয়া স্বকার্য্য সাধনে চেষ্টা করি। (প্রকাশে) আঃ কি অশুদ্ধ কহিলি ? সপ্তশলাক কিরে মূর্খ ? সপ্তশ্লাঘা বল্, বন্দ্যোপাধ্যায় যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহাতে সহস্র শ্লাঘা আছে, তুই কি সপ্তশ্লাঘা দেখিতেছিস্ ?

গ্রহা। কল্য দশযোগ ভঙ্গ।

অনৃ। কোথা গেলেন মহাশয়! শুনিলেন না, এই মাঙ্গলিক কর্ম্ম অনেক যোগাযোগে ঘটিতেছে, কিন্তু এ বেটা অমঙ্গলে, যোগভঙ্গের অনুসন্ধান করে।

গ্রহা। কল্য মৃতবেধ।

অনৃ। আঃ, কি পাপ! এতো মৃতন্নি কর্ম্ম।— তুই দূর হ, আর দিন দেখিতে হইবে না।

গ্রহাচার্য্যের প্রস্থান ও কুলপালকের প্রবেশ।

কুলপা। কি মহাশয়! কল্য কি দিন নাই ?

অনৃ। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়! আপনি এই অজ্ঞ দৈবজ্ঞের কথায় বিশ্বাস করিবেন না, আমরা ঘটক বটে, তথাপি নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি রাখি, বিশেষতঃ নবদ্বীপ নিবাসী পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, কল্য উত্তম দিন, এবং শতসতত্র বিবাহ কল্য হইবে। আর আপনিই বিবেচনা করুন, যদি কল্য উত্তম দিন না হইত, তাহা হইলে, এতদ্দেশীয় রাজা অমরনাথ বাহাদুর নিজ পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন করিতেন না। অতএব যে দিনে রাজারাজ্‌ড়ারা কর্ম্ম কাণ্ড করে, সেই দিন 'মন্দ' যে কহে, সে অতি মূর্খ। তাহার কথা কখন গ্রাহ্য নয়।

কুলপা। মহাশয়! ভাল, দিনের কথা দূরে থাকুক, একণ দ্রব্যাসাদন ব্যতিরেকে কি প্রকারে এত শীঘ্র কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে, তাহার উপায় কি?

অনৃ। আয়োজনেরই এত বাহুল্য কি!

কুলপা। বরযাত্র, কন্যাযাত্র ও পুরোহিত প্রভৃতি, এ সকলকে ভোজনওতো করাইতে হইবে।

অনৃ। অবশ্য হইবে, বরযাত্র আমি, কন্যাযাত্র তুমি, আর পৌরহিত্যপ্রভৃতি যে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা আমাদ্বারাই সম্পন্ন হইবে।

কুলপা। (সহাস্য বদনে) তবে নাপিতের কর্ম্মও কি আপনি করিবেন!

অনৃ। আপনি এক্ষণে পরিহাস রাখুন, বিবাহের উদ্‌যোগ দেখুন। "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" মঙ্গল কার্য্যে অনেক বিঘ্ন; যদ্যপি সে বর হাতছাড়া হয় তাহা হইলে বড় বিভ্রাট, তাহা ঘটিবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা, এক ঘটক ঐ সন্ধানে ফিরিতেছে।

কুলপা। (সভয়ে) যে আজ্ঞা মহাশয়! আমি আয়োজনে রহিলাম, আপনি কল্য পাত্র লইয়া সত্বর আসিবেন, এক্ষণে বাটীতে যাই বেলা নাই, সন্ধ্যা হইল, দেখুন—

আগ্নেয়পিণ্ডইব চণ্ডকরে প্রতীচী
পাথোনিধেঃ পতিত পাথসি পুষ্করান্তাৎ।
তূর্ণং ততস্তিমিরসন্ততিকৈথিতেব
ধূমাবলী ত্রিভুবনং কবলীকরোতি॥

গগন হইতে রবি অনল সদৃশ ছবি
পড়িল পশ্চিম জলধিতে।
তাহা হতে ধূমাকার অতিগাঢ় অন্ধকার
উঠিতেছে ত্রিলোক গ্রাসিতে॥

অতএব এক্ষণে আপনিও নিজ নিকেতনে গমন করুন।

(উভয়ের প্রস্থান)।

তৃতীয় অঙ্ক।

ব্রাহ্মণীর প্রবেশ।

ব্রাহ্মণী। (অপক্কনিদ্রা-কষায়িত লোচন উভয়করে মার্জ্জন করিতে করিতে)

আজি কি আনন্দ দিন মেয়েদের বিয়ে।
শরীর যুড়াবে মোর জামাই দেখিয়ে॥
চির কাল যত সাধ ছিল মোর মনে।
সে সাধ পুরাব আজি জামাতার সনে।
জামাই এসেছে শুনি আসি প্রতিবাসি।
নানা রঙ্গ রস কথা কবে মৃদু হাসি॥
কার্য্যের ছলনা করি থাকিয়া সেখানে।
শুনিব জামাই বেটা কত কথা জানে॥
যখন জামাই এসে বসিবে বাহিরে।
ধিরে ধিরে যাব আর চাব ফিরে ফিরে॥
স্নেহ করে নানা দ্রব্য জুটায়ে আনিব।
যদি সব না খায় মাথার দিব্য দিব॥
শাশুড়ী হইয়া বসি ঘোমটা টানিব।
ছিটা ফোটা তন্ত্র মন্ত্র কতই ছাড়িব॥

ভেড়া করে সে বেটারে রাখিব বাড়িতে।
যেন আর নাহি চায় ঘরেতে যাইতে॥
এ সবেতে যবে বশ হইবে জামাই।
আর কি থাকিবে তবে সুখের কামাই॥

(চক্ষুরুন্মীলন করিয়া) এ কি, এত বেলা হয়েছে ও মা কি হলো? আজি আমার নানান্ কর্ম্ম। আজি কি এতো বেলা পর্য্যন্ত ঘুমবার সময়? কিন্তু ঘুমেরও দোষ নাই, সমস্ত রাত উয্যুগ সংযুগ কত্তে জেগে ছিলাম, যেমন ভোর বেলা পড়িচি অমনি মরে ঘুমিইচি, তাই-তেই অনেক বেলা হয়েচে; তা এখন আমি কি করি? অনেক কর্ম্ম। আগে কি অধিবাসের বরণডালা সাজাব, কি পাড়ার মেয়েদ্দের নিমন্ত্রণ কত্তে যাব, কি অন্য কোন কর্ম্ম কর্ব্বো? (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) না এ সব পরে হবে, আগে মেয়েদ্দের ডেকে এ সম্বাদ বলি, তাদ্দের 'বে' তারাও এখন টের পায়নি। লোকে বলে "ওট ছুঁড়ি তোর বে" আমার মেয়েদ্দের কপালে তাই ঘটেছে, (উচ্চৈঃস্বরে) কোথা গো মেয়েরা সকল!

জাহ্নবি শাম্ভবি আর কামিনি কিশরি।
এস এস কন্যাগণ সবে ত্বরা করি॥

জাহ্নবী। যাই।

শাম্ভবী। কেন মা ?

কামিনী। ওমা এই যে আমি এইচি, কি মা ?

ব্রাহ্মণী। ওগো, শুন্সে গো তোরা শুন্সে।

জাহ্নবী শাম্ভবী ও কামিনীর প্রবেশ।

জাহ্নবী। ওমা, কি ?

শাম্ভবী। ওমা কেন ডাক্লি ?

কামিনী। ওমা, কেন কেন বাবা কি ডাক্‌চেন্‌ ?

ব্রাহ্মণী। (পরমাহ্লাদে)

এত কালে প্রজাপতি হলো অনুকূল।
কুটিল তোদের বুঝি বিবাহের কুল॥

জাহ্নবী। ওমা, কি বল্লি ?

শাম্ভবী। ওমা বুজ্‌দে পাল্যেম্‌ না।

কামিনী। ওমা, কি বল্‌না মা, আবার বল, বল বল।

ব্রাহ্মণী। ওগো, তোদের 'বে' হবে গো, 'বে' হবে ?

জাহ্নবী। (সবিষাদে)

জাহ্নবী যাইয়া বুঝি জাহ্নবীর ঘাট।
পাইবে সুন্দর বর সুন্দরের কাট॥
বরযাত্র তাহে মাত্র যমরাজ দূত।
বাসর শয়নসুখ হবে অনুভূত॥

শাম্ভবী। (আশ্চর্য্যান্বিতা)

শাম্ভবীর 'বে' এ যে অসম্ভব কথা।
কুলীনকুমারী মোরা 'ঘর' পাব কোথা॥
বল্লাল বিহিত কুল অকূল সলিলে।
পড়েছে যে নারী তার পতি কোথা মিলে॥

কামিনী। (সোৎসুকা)

কি বল্লি কি বল্লি মা গো সত্য করি বল।
শুনিয়া এ শুভ কথা হয়েছি চঞ্চল॥
কোথা বর বাসা কোথা এসেছে কি বর।
কবে হবে আজি নাকি বল গো সত্বর॥
বরের বয়স্ কত দেখিতে কেমন।
যা হোক্ হলেই হয় এই আকিঞ্চন॥

ব্রাহ্মণী। হবে গো হবে, আজি হবে, আমি মিছা কথা কৈনে।

জাহ্নবী। ওমা, আমার আর 'বে' হলে কি হবে মা? আমি ত যৈবনে জলাঞ্জলি দিতে বসেচি, আর কত কালই বা বাঁচবো, কেন আর বুড়ো বয়েসে ধেড়ে রোগ।

ব্রাহ্মণী। বাছা! এমন কথা বল্‌তে আছে! কিসের বয়েস্? কচি ছেলে, ষেটের বাছা, ষষ্ঠীর দাস।

শাম্ভবী। মা! আমাদের 'বে' হবে তা বল্লাল ত টের পাবে না?

ব্রাহ্মণী। টের পেলে কিহবে?

শাম্ভবী। (সভ্রূভঙ্গে) টের পেলে সে টের পাওয়াবে; সে এমন নয়, যেমন মোল্লা বলে, "ইঁদুর পরব্ নাই।" তেমুনি বল্লাল বলে "কুলীন বামণের মেয়ের কপালে বে নাই।" তা দেখিস্. সাবধান সাবধান।

ব্রাহ্মণী। বাছা, এখন কি বল্লাল আছে! সে যে অনেক দিন মরেচে।

শাম্ভবী। সে মলে কি হবে মা! তাচ্চেয়ে তার চেলা বড, তারা মেলা বেড়াচ্চে, দেখিস্।

ব্রাহ্মণী। তোদের ভয় কি মা! আমি কুলরক্ষা কর্ব্ব্যো, কুলীন বর এসেচে।

শাম্ভবী। (সবিষাদে) ওমা তুই কি কুলরক্ষা কর্ব্বি, তবে জাতি রক্ষা কে কর্ব্বে মা?

ব্রাহ্মণী। (অধোমুখে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) ওমা শাম্ভবি! তোর এ কথার উত্তর কি দিব? তার নিমিত্তে আমি বলে ছিলাম গো, বলে ছিলাম, সেই মিন্সেরে, বলি "হেদে ভাল বর দেখে মেয়ে গুলোর বে দিস্" তা বাছা আমি বল্যে কি হবে? সে 'কুল' খোঁজে, বলে 'কুল' থাকুলেই সব থাকে'। আরো দেহ,

মেয়েদের জাত রক্ষা, প্রথমে মা বাপ করে; মা বাপ না করিলে, রাজা; রাজাও যদি জাত রক্ষা না করে, তবে বিধাতা আপনিই রক্ষা করেন। তা বাছা, তোদ্দের তারা কুলের গন্ধে অন্ধ রহিয়াছে! এখনকার যে রাজা তিনি আবার প্রজার ধর্ম্মে হাত দেন না, অভাগ্য আর কি! পূর্ব্বে এক রাজা ছিল তার নাম 'বল্লাল' সে মিন্সে সকলের জাত নষ্ট কত্ত্যেই এই কাল কুলের সৃষ্টি করেচে আর আমাদের জাত যায় বিধাতারও এই ইচ্ছে, সেই ত ঐ জন্যে বল্লালে মিন্সেকে রাজ্য দেয়। তবে মা, বাপ, রাজা ও বিধাতা, এরা সকলে যখন জাতনষ্ট কত্ত্যে বসেচে, তখন জাত রক্ষা আর কে কর্ব্যে মা? শান্তবি! ক্ষমা কর, জাতরক্ষায় কাজ নাই, কুলরক্ষায় সম্মত হ—আবার কেন নিশ্বাস ফেলে অধোমুখে রহিলি? কি কর্ব্যো, মনোদুঃখ করিস্ নি। বাছা কামিনি! তুই যে কোন কথা কচ্চিস্ নে?

কামিনী। না মা, তোর কথায় আর বিশ্বেস নেই, তুই এমন করে আমায় কতোবার ভুলেয়েছিস্।

ওমা আর ভুলাইলে কি হবে তা বল।
কাপড় ঢাকাতে কোথা থাকেগো অনল॥
যৌবন দুঃসহ ভার সহিতে না পারি।
একেত অবলা বালা তাহে কুলনারী॥

বিফল বিফলে যায় যৌবন বহিয়ে।
কত পাপে হইয়াছি কুলীনের মেয়ে ॥
লাজ আসে এ কথা কহিতে তোর কাছে।
কান্ত বিনে কেমনে বসন্তে প্রাণ বাঁচে ॥
বসন্ত অশান্ত বড় দুরন্ত নিতান্ত।
বিরহি বধিতে বুঝি হইল কৃতান্ত ॥
ফুটিল বিরহিমন কুটিল বকুল।
জুটিল মধুপাবলি হইয়া ব্যাকুল ॥
ছুটিল কন্দর্প বাণ কুটিল গমন।
ঘটিল বিপদ বড় লুঠিল ভুবন ॥
জরজর হলো তনু কোকিলের রবে।
কেমনে এমন কালে জাতি কুল রবে ॥
আমুল মুকুল সুশোভিত সহকার।
সহকার হয় আসি মদন রাজার ॥
কামীর হৃদয়রাজ্য করি অধিকার।
অধিকার বাঞ্ছা করে শান্তি নাই তার ॥
এমন দুরন্ত কালে জ্বলি কামানলে।
তিন কুলে কেহ নাই দুটো কথা বলে ॥
সহিতে না পারি আর কর গো উপায়।
কত কাল ভুলাইয়া রাখিবি আমায় ॥

ব্রাহ্মণী। না মা, এবার মিছা নয়, সত্যি গো সত্যি।

কামিনী। ও মা! সত্যি যদি তবে বর কি এসেছে? বাসা দিছিস্ কোথায় মা? চুপি চুপি দেক্তে গেলে হয় না, ক্ষেতি কি মা?

ব্রাহ্মণী! না বাছা, শুভ দিষ্টি হয় নাই, এখন কি দেকতে আচে? পরে দেক্‌বি, এত উতলা হইস্ কেন, তোদের ছোটো বোন্ আদরিণী কিশরী কোথায় রে!

কামিনী। সে রঙ্গিণী সঙ্গিনীগণসঙ্গে পূবপাড়ায় খেল্‌তে গেচে, এখনো আসে নাই।

ব্রাহ্মণী। এক বার ডাক দেখি বাছা তাকে।

কামিনী। (পুর্ব্বমুখে) ওওও কিশরীইইই! কিশরীরেএএএ—! না মা, সে ডাক্ শুন্‌লে না, তার এখন কায নেই, আমারই আগে হোক্. তার পর তবে তার হবে।

ব্রাহ্মণী! আঃ বাছা, ডাক্ আর একবার, ছোট ভগ্নী হয়।

কামিনী। (পুনর্ব্বার চীৎকার রবে) ওওও কিশরী-ইইই! কিশরীরেএএএ! পোড়ারমুখী, শীঘ্রি আয়।

কিশোরী। যাই গো যাই।

কিশোরীর প্রবেশ।

কিশোরী। কেগা আমায় ডাক্‌লে?

কামিনী। মা ডাক্‌চে।

কিশোরী। কেন মা আমায় ডাক্‌লে ?

ব্রাহ্মণী। তুই কোথায় গেছ্‌লি ? দেক্‌তে পাইনে কেন !

কিশোরী। ও মা ও মা, আমি ও পাড়াতে ঘোষেদের বাড়ী লুকোচুরি খেল্‌তে গিছিলাম।

ব্রাহ্মণী। না বাছা, আর এমন্ যেয়ো না, ডাগোর ডোগর হচ্যো আর অমন কি যেতে আছে ? লোকে যে নিন্দে কর্বে, ছি।

কিশোরী। ও মা, কেন নিন্দে কর্ব্যে মা ? কর্ব্যেনা ; হে মা, আবার আমি যাই।

ব্রাহ্মণী। না বাছা, আর যেয়ো না, আজি এক কর্ম্ম আছে।

কিশোরী। কি কর্ম্ম মা ?

ব্রাহ্মণী। বাছা ! আজি আমাদের বাড়ীতে এক শুভকর্ম্ম হবে।

কিশোরী। ও মা, কি শুভ কর্ম্ম, বল্‌না মা। হে মা বল, কি শুভ কর্ম্ম, বল্‌না। বল্‌বিনে বল্‌বিনে ?

ব্রাহ্মণী। কেন গো, বলবো না কেন, আজি তোদের 'বে' হবে।

কিশোরী। (সবিস্ময়ে) 'বে' কাকে বলে মা।

ব্রাহ্মণী। 'বে' কাকে বলে তাও জানিস্‌নে বাছা। প্রধান সংস্কার।

কিশোরী। ও মা! তাকি আমি খাব?

ব্রাহ্মণী। বাছা 'বে' কি খেতে হয়? রাঙা বর আস্‌বে তোদের 'বে' কর্ব্বো, কতো ঘটাঘটি হবে, সে কি বাছা, কিছুই জানিস্‌নে?

কিশোরী। হাঁ হাঁ, সেই 'বে' তা আমি জানি, তা কার হবে মা!

ব্রাহ্মণী। তোমার হবে, তোমার আর তিন বোনেয় হবে।

কিশোরী। ও মা! তবে তোর হবে মা?

ব্রাহ্মণী। (হাস্য করিয়া) বাছা তুই অবোধ, তোর জ্ঞান হয় নেই, তাকি বল্‌তে আছে? আমি মা হই।

কিশোরী। হাঁ হাঁ, হুঁ, বুঝিচি, তোর হয়ে গেছে, ও মা! কার সঙ্গে তোর বে হয়েচে বল্‌না মা?

ব্রাহ্মণী। (সক্রোধে) দূর হ, আমাকে ব্যস্ত করিস্‌নে। মদ্দিচি নানান্‌ জ্বালায়, তোরা সকলে এখন বাড়ীতে যা।

(কন্যাগণের প্রস্থান)।

আমি যাই, আর দাঁড়াব না। পাড়ার মেয়েদ্দের বল্‌তে হবে, বেলা হলো, আমি যা না কর্ব্বো তা হবে না।

(ব্রাহ্মণীর প্রস্থান)।

রসিকার প্রবেশ।

রসিকা। (স্বগত)

বাড়ি মোর বংশীপুরে দেখা যায় কিছু দূরে
ঘেরা ঘোরা ঘর দুই খানি।
নবীন যুবতী আমি মরেছে আমার স্বামী
তবু কভু দুঃখ নাহি জানি॥
জাতিতে নাপিত বটে আছে নানা গুণ ঘটে
আলতা কামান মোর কর্ম্ম।
করি নাই কোন পুণ্য তথাপি পাতকশূন্য
অতিথি না ফেরে এই ধর্ম্ম॥
তৃষিত পথিক গণ এসে করে আকিঞ্চন
যদি পায় মোর ঘরে বাসা।
নাহি যায় অন্য স্থান করে সবে অবস্থান
এমন আমার ভালবাসা॥
কিছু নাই অন্য জ্বালা এক মাত্র পেট্ টালা
দিবসেতে পাড়ায় কামাই।
ভাল বাসে সবে অতি আমি শুদ্ধমতি সতী
রজনীতে নাহিক কামাই॥
এ বয়েসে পতি নাই তাইত পাড়ায় যাই
পোড়া পেট পুরাবার আশে।
বসিয়া না পাই খেতে সেই হেতু হয় যেতে
সে থাকিলে কেটা আর আসে॥

কেহ নাই পরিজন একাকী না টেঁকে মন
  মনের মানুষ যদি পাই।
খুলে সব বলি তায় যদি দয়া করে তায়
  তবে তার সঙ্গে চলে যাই॥

দেবলের প্রবেশ।

দেবল। কে ও, নাপ্‌তেবৌ নাকি?

রসিকা। হাঁ ঠাকুরপো, আমিই বটে।

দেবল। তবে এখন দেক্‌তে পাইনে কেন?

রসিকা। আর ভাই! দেক্‌তে পার না তা দেক্‌তে পাবে কি? দেক্‌তে পাত্যে, তবে অবিশ্যিই দেক্‌তে পেতে।

দেবল। (সহাস্যমুখে) নাপ্‌তেবৌ! তোমাকে দেক্‌তে পারে না এমন লোক কে?

রসিকা। সে কি ভাই, কি বল্যে? সকলে কি সকলকে দেক্‌তে পারে?

কমল কোমল ফুল মধুদানে অনুকুল
  দশ দিক্ করে আমোদিত।
পরাগে পরম শোভা মধুকর মনোলোভা
  হেরি যাহে চক্ষু চমকিত॥
দোষাকর নিশাকর লোকে কহে সুধাকর
  সুধাকর বলি আমি তাকে।

কুমুদে আমোদ মানে দোষ গুণ নাহি জানে
সে পদ্মেতে শত্রুভাব রাখে ॥

শুন্‌লে ঠাকুরপো!

দেবল। হাঁ শুন্‌লেম্ বটে, কিন্তু চন্দ্র ত পদ্মিনীকে কখন দেখে নাই; যদি একবার দেক্‌তে পেতো, তবে বল্‌তে পাত্যে।

রসিকা। ভাল ভাই! চন্দ্র পদ্মিনীকে দেখে নাই বটে, যা বল্যে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, রত্ন কি আপনিই লোকের নিকটে আসে, না লোক যত্ন করে রত্নের অন্বেষণ করে?

দেবল। লোকই অন্বেষণ করে, রত্ন আবার কোথা কাকে তত্ত্ব করে থাকে?

রসিকা। তবে ভাই! দেখ দেখি, যদি চন্দ্র যত্ন করে তবে কি পদ্মিনীকে দেক্‌তে পায় না? অবিশ্যি পায়, তা না করাতে তারি দোষ প্রকাশ।

দেবল। কল বটে, যথার্থ, তাইতো লোকে চন্দ্রকে কলঙ্কী কহে।

রসিকা। হাঁ ঠাকুরপো, এখন পথে এসো, বল্‌তে পারি কি না?

দেবল। (সহাস্য মুখে) নাপ্‌তেবো তোমার কথায় পারা ভার।

রসিকা। (সহাস্য মুখে) ঐ ভার বলে ত কেহ কথা কয় না।

দেবল। এখন আছ ত ভাল?

রসিকা। আর ভাই আছি, ভাল না থেকেই বা করি কি?

দেবল। তাই বলি, এখন পরামাণিক দাদা ত নাই, তোমার চলে কিসে?

রসিকা। চল্‌বার ভাবনা কি ভাই, আমার যে এক চুপড়ি আছে, তাতেই চালাই, আপনি না চালালে কে চালাবে বল?

দেবল। এখন কোথা যাচ্চ?

রসিকা। এই সব কামাতে যাচ্চি ভাই।

দেবল। (পরিহাস পূর্ব্বক) তুমি কি সব কামিয়া-থাক।

রসিকা। (সহাস্য মুখে) না ভাই তা নয়, আজি বাঁড়য্যের বাড়ীতে বে, পাড়ার মেয়েরা জলসেতে যাবে, তা কামিয়ে জুমিয়ে না দিলে কি হবে।

দেবল। উত্তর পাড়ার হয়েছে?

রসিকা। হাঁ, তাদের কামিয়ে এই আস্‌চি।

দেবল। তারা এখন কি কচ্চে, পূজার উদ্যোগ কচ্চে কি?

রসিকা। আজি পূজো মাথার উপর থাক্, পূজোর যো করিবে কি সে যো নাই, তারা যে ব্যস্ত।

দেবল। ব্যস্ত কেন?

রসিকা। জলসৈতে যাবে, সাজগোজ কচ্চে।

দেবল। সাজ গোজ আবার কেমন?

রসিকা। তা শুন্‌বে?

কুলপালকের গৃহে বিবাহ উৎসবে।
প্রতিবাসি রামাগণ নিমন্ত্রিত সবে॥
মনোমত সজ্জা করে বিত্তবানুসারে।
এই কথা সর্ব্বকালে সকল সংসারে॥
মনের আমোদে মত্ত কোন কুলবালা।
কর্ণমুলে পরিল সুবর্ণ কানবালা॥
কেহ কেয়াপাত পরে কেহ বা চৌদানী।
নাছিল পূর্ব্বেতে ইহা হয়েছে ইদানী॥
শ্রবণযুগলে দোলে কাহার কুণ্ডল।
হেরি শোভা চমকিত যুবক মণ্ডল॥
ভালেতে শোভিছে ভাল কারো স্বর্ণ স্মিতি।
যাহা হেরি যুবজনগণের বিস্মিতি॥
মুক্তাফলে শোভা পায় যাহার নাসিকা।
বোধ হয় সেই নারী নিতান্ত রসিকা॥
কেহ করে পরে দিব্য সুবর্ণ বলয়।
তড়িতে জড়িত যেন নব কিসলয়॥

বাহুতে ধারণ করে কেহ বা কেয়ূর।
হেরি সৌদামিনী বোধে হর্ষিত ময়ূর ॥
কেহ কণ্ঠে পরে ডায়মন্ কাটা চিক্।
দেখিতে অপূর্ব্ব যাহা করে চিক্‌চিক্ ॥
পরিল গলেতে কেহ মণিময় হার।
অম্বরে সম্বৃত তবু বাহিরে বাহার ॥
রত্নের অঙ্গুরী কেহ যত্ন করে পরে।
আপন সম্পদ কিছু দেখাইতে পরে ॥
কোন নারী নিতম্বে ধরিল চন্দ্রহার।
বিরহি যুবার মন করিতে সংহার ॥
কাহার চরণে চেয়ু তরঙ্গের মল।
রজত নির্ম্মিত যাহা অতি সুনির্ম্মল ॥
কেহ বা খোপার মাঝে গুঁজিয়া গোলাপ।
কোকিল কুণ্ঠিত কণ্ঠে করিছে আলাপ ॥
করিয়া সুসজ্জা সবে আনন্দিত মন।
বিবাহ বাটীতে দেখ করিছে গমন ॥

ঠাকুরপো! আমি এখন যাই, বাকি জুকি এই সময় চুকাই গে।

দেবল। হাঁ, আমিও ঘরে যাই, এখন পূজা কর্ত্তে যাওয়া হলো না।

[উভয়ের প্রস্থান।

কামিনীগণের প্রবেশ।

মোহিনী। এই তো বে বাড়ী, কৈ কে কোথা গো? কাকেও যে দেক্‌তে পাইনে। ওমা সেএ কি গো? ঐ যে কথায় বলে "যার বে তার মনে নাই, কাট্‌না কামাই পাড়া পড়সীর।"

ভামিনী। মরণ, ও কি হলো, মিল্লো কৈ লো?

মোহিনী। আর ভাই মেলে কৈ?

ভামিনী। গুণ থাক্‌লেই মেলে, "যার বে তার মনে নাই, পাড়াপড়সীর ঘুম নাই।" দেক্‌দেকি মিল্লো কি না।

মোহিনী। ভাল ভাই, তাই যেন মিল্লো, এখন বে বাড়ীর কাকেও যে মেলে না, তার কি বল্‌না?

যমুনা। বলে মন্দ নয়, বে বাড়ী, অচ্চ কিছুই দেক্‌তে পাই নে। বাদ্যি নেই, বাজনা নেই, কিছুই নেই; সে কি, আঁ, ওমা আমি কোথা যাব, ওমা আমি কোথা যাব!

হেমলতা। এই যে ভাই একটা কলাগাছ রয়েচে।

যমুনা। অমন কত গাচ কত দিকে আচে, আসল কৈ লো? বাড়িল্লোক কৈ?

ব্রাহ্মণীর প্রবেশ।

ব্রাহ্মণী। (প্রফুল্ল মুখে) এই যে মা সকল, দিদি

সকল, বাছা সকল, এসেচো এস এস, আস্‌বে বৈ কি; তোমাদের কম্ম, কর্ব্যে কম্মাবে, খাবে খাওয়াবে, নেবে থোবে; তোমরা না কল্যে কে কর্ব্যে? জ্ঞাতি বল, গোত্র বল, সকলি আমার তোমরা।

হেমলতা। ওলো ঠান্‌দিদি, বলি একি লো? মেয়েদ্দের বে দিতে বসেছিস্ তা সব ফাকিজুকি, ঘটা-ঘটি কৈ লো, কিছুই যে দেখিনে?

ব্রাহ্মণী। আর তাই ঘটা? কুলীনের মেয়ের বে ঘটাই ভার, আবার ঘটা পাবো কোথা বোন্! তবে তোরা এসেছিস্ এই ঘটাই ঘটা।

কামিনী। ওলো হেমলতা। জানিস্‌নে বড় গিন্নির সব ফাকি, নিখরচায় জামাই পাবে, ছাড়বে কেন?

ব্রাহ্মণী। দূর ছুঁড়ি, ও কথা কি বল্‌তে আচে? জামাই আর ছেলে ভিন্ন কি? যা, তোরা সকলে মিলে-জুলে জলসৈতে যা দেখি।

চপলা। যে তোর মেয়েদের বর এসেচে।

বাটী মধ্যে ব্রাহ্মণীর প্রবেশ।

তার জন্যে জলসৈতে হবে না, তাকে জলসৈ কল্লিই ভাল হয়—শুনে গেলিনে মাগি?

চঞ্চলা। ওলো কুলবালা কুলো নে লো মাথে করি।
জল সহিবারে যাবে বল হরি হরি॥

সুলোচনা। মরণ্, ও কি লো? শুভ কৰ্ম্মে অমঙ্গুলে কথা?

চঞ্চলা। না ভাই! যে বর এসেচে, তার পক্ষে এ অমঙ্গুলে নয়।

সুলোচনা। কেন? কেমন বর, বল্না শুনি।

চঞ্চলা। শোন্না ভাই! ওদের মুখে।

সুলোচনা। ওলো চপলা, বল্না লো কেমন বর।

চপলা। (সবিষাদে)

আহা মরি আই আই সখি একি শুন্তে পাই
বর নাকি বায়াত্তুরে বুড়ো।
কপাল নিতান্ত পোড়া কোথা হতে এলো মড়া
ঘটাইল ঘটক আঁটকুড়ো॥

সুলোচনা। বুড়োবর? এতো ভাল, মন্দ কি? আমার যেমন কপাল, তাতো নয়?

চঞ্চলা। তোর আবার কপাল মন্দ কেমন লো, বল্না?

সুলোচনা। তবে শোন্;—

কি জানিবি ওলো ধনি এ বর মাথার মণি
মোর পতি দেখে বুক ফাটে।
বয়স্ খতালে পর নাতি ভেবে এসে জ্বর
কোলশোভা হয়ে রাত কাটে॥

এ পতি মাথার চূড়া বুড়াত রসের গুঁড়া
কাছে থাকে তবু শোভা হয় ।
সে যে অতি শিশু ছেলে কেঁদে উঠে ভয় পেলে
শান্ত করে রাখি তবে রয় ॥

চন্দ্রমুখী ! (সবিষাদে)তবে আমিও বলি, লোকের কাছে বল্যেও কতক নিবিত্তি হয়। ভাই ! সে তো তোর মন্দ নয়, কখন কাবে লাগ্‌বে, আমার শুন্‌বি ?

পতির রমণীগণ কিছু কম এক পণ
তবু বিয়া করে পেলে চাকি ।
যৌবন বিফলে যায় বারেক না দেখি তায়
জীয়ন্তে মরার কিবা বাকি ॥
আসিবেক করি আশ তাহার বিবাহ চাস
মাস মাস ফেরে নানা দেশ ।
ব্যবহার দিতে নারি তাই মোরে বিভা করি
স্বপনেও না করে উদ্দেশ ॥

যমুনা। (ঈষৎ ক্রোধে)

আমি কি বলিব বাণী প্রাচীনা সভার মানী
অভিমানী কথায় কথায় ।
বয়স্ হইল যাট বিবাহের নাই পাট
আছে কাট শেষের উপায় ॥

বাপের প্রধান ঘর নাহি মেলে যোগ্য বর
কুলের বড়ই আঁটাআঁটি।
মনে সদা এই চাই বাহির হইয়া যাই
পড়ে কুলে কালি পরিপাটি ॥
আইবুড়ো থেকে মোর বয়স্ হইল ভোর
নুড়ো দিই মুখে বল্লালের।
বহু শিবপূজা গুণে জন্ম গেল মনাগুনে
কপালে আগুন সে হরের ॥

হেমলতা। (সহাস্যমুখে) ভাই! আমারও সেই রূপ।

যৌবন দুঃসহ ভার সহিতে না পারি আর
এ শরীরে কত জ্বালা সয়।
বয়স্ হইল বিশ ইচ্ছা হয় খাই বিষ
মনে মনে কত রীষ হয় ॥
বিয়ার নাহি প্রসঙ্গ অনঙ্গেতে জ্বরে অঙ্গ
রঙ্গ দেখে লোকে ব্যঙ্গ করে।
মনেতে ভেবিছি সার স্বুধিব বল্লালি ধার
কুলে জলাঞ্জলি দিয়া পরে ॥

যশোদা। ‘ওলো তোদের দুঃখুগুনে মোর বুক্ ফাটে, তোরা খাস ভাঁড়ে জল আমি খাই ঘাটে।’ তোরা ছেলে মানুষ, তোদের কাছে বলা নয়, যদি

বল্লি, তবে শোন্, আমার কথা শুন্‌লেই তোদের দুঃখ দূর হবে।

ভগিনী আমার ছয় আমারে নে সাত হয়
সবার বিবাহ এক দিনে।
কি কব বরের কথা মনে হলে মর্ম্ম ব্যথা
এই হেতু কহিতে পারিনে॥
তার বয়সের সম পাহাড় পর্ব্বত কম
আছে কি না ভুবন ভিতরে।
উহার চরম কালে বন্ধুরা না ফেলে খালে
গঙ্গাতীরে আনিল সত্বরে॥
পাইয়া সুযোগ্য ঘর বরি মোরা সেই বর
অতঃপর সে পায় পঞ্চত্ব।
তখনি বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হই সপ্তস্বসা
কিবা কব কুলের মহত্ত্ব॥
বল্লাল হইয়া কাল দিয়াছে কুলের শাল
সামাল সামাল ডাক ছাড়ি।
না হলো বাসনা পূর্ণ কেবল বৈধব্য তূর্ণ
মন্ত্রের প্রভাবে উদ্‌ম রাঁড়ি॥
কোথায় মঙ্গলধ্বনি করিবেক যত ধনী
হরিধ্বনি হইল তথায়।
শঙ্খ বাদ্য যেথা খাটে তথা মহাশঙ্খ কাটে
বুক্ কাটে মরি হায় হায়॥

পতির করিয়া গতি পরে নিকেতনে গতি
দুর্গতির নাহি হলো শেষ।
কোথা ছিল একাদশী আসিয়া পাইল বসি
সর্ব্বনাশী নাহি ছাড়ে দেশ॥

তা বলে আর কি হবে? আমি সে সকল পাঁকে পুতিছি, সে কথায় আর কায নাই, দূর হোগ্‌গে, যা তোরা যাজ্জন্যে এসেছিস্‌ যা, জলসৈতে যা।

বিজয়া। বড়দিদি! তুই যাবি নে?

যশোদা। ভাই! আমি গে কি কর্ব্বো? রাঁড় মানুষ, ছোব না, নেপ্‌বো না।

বিজয়া। আচ্ছা চল্‌ লো তবে আমরাই যাই।

চপলা। (উলু উলু শব্দ করিয়া) বাজানা লো, শাঁকটা বাজা।

চঞ্চলা। (শঙ্খবাদ্য করিয়া) বরণ্ডালা কোথা লো?

কামিনী। চাইতে গিছিলাম্‌ তা বড়গিন্নী বল্যে "এখন বেলা হয় নি, দিচ্চি এই সাজিয়ে গুজিয়ে, দাঁড়া এটু।"

মোহিনী। ওলো, বড়গিন্নী আপনার বেলা বুজ্‌তে পারে, মেয়েদের বেলা তার বেলা হয় না, না হোগ্‌গে।

হেমলতা। এই নে লো, শ্রী নে।

ভামিনী। (করতালি দিয়া) ওমা আমি কোথা যাব! এই কি শ্রী।

চপলা। নে বেনে, যেমন বরের শ্রী তেমনি শ্রীরও শ্রী, সকলি বিশ্রী কাণ্ড, কেবল শ্রী কি সুশ্রী হবে? চল্ চল্, আবার ঘরকন্না আছে শীঘ্রি শীঘ্রি জলসৈয়ে আসিগে।

কামিনিগণের জল সহিতে প্রস্থান।

যশোদা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, স্বগত) এই যে সকলেই গেল। যাবে না কেন? ঈশ্বর যেতে দিচ্চেন তাই যাচ্ছে; আমি যে আহ্লাদ আমোদ কর্ব্বো তারতো যো নেই। যাই ঘরে যাই, এখানে দাঁড়িয়ে আর কি কর্ব্বো। (কিঞ্চিৎ গিয়া এই যে কুলকুমারী আশ্চে, যাবে বুঝি জলসৈতে।

কুলকুমারী। (কিঞ্চিৎ দূর হইতে) দাঁড়া গো, ঠান্দিদি দাঁড়া।

কুলকুমারীর প্রবেশ।

যশোদা। কি লো, নাতনি! সব মেয়েরা জলসৈতে গেছে তোর এতো বেলা কেনলো? কালি বুঝি নাতজামাই এসেছিল, তাই বেলা পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে ছিলি—এই যে দুই চোক লাল করে বসেছিস, সেকি লো? বড় খিদে হলে কি দুহাতে খেতে হয়?

ফুলকুমারী। (সবিষাদে)

বোলো না ঠান্‌দিদি আর সে কথা বোলো না।
জ্বলন্ত অনলে মোর আহুতি দিয়ো না॥
কালামুখো বিধি ভাল মিলাইল ভালে।
এসেছিল বটে সেটা কালি সন্ধ্যাকালে॥

দিদি সে কথা আর বলিস্‌ নে! জ্বলে পুড়ে মচ্চি, আবার তুই কেন জ্বালাস্‌? গেড়েচ্চ্যাও্‌ কি স্বর্গ দেখে? তেমন কপাল হলে কি কাল কুলীনের হাতে পড়িতাম্‌! আমাদ্দের যেমন কপাল তেমনি মিলেছে! তা ও কথায় আর কায নাই।

যশোদা। (মুখ কিরাইয়া) মরুগ্‌গে বল্লিইবা খেতি কি? আমিতো ও রসে বঞ্চিত, তা পরের কথা শুন্তেও কি নেই? নেই নেই, বল্লিনে, নাই বল! (অভিমান)

ফুল। না ঠান্‌দিদি! তা না, তোকে বলিনে কেন, বলি বল্লিই তোর দুঃখু হবে, নাত্‌নী নাত্‌নী করিস্‌।

যশোদা। আমাদের যখন যে দুঃখু হয় সম্পর্ক বুঝে বলে থাকি—বল্লিই ভাল, যত মনে রাক্‌বি ততই মন্দ, বলে ফেল্যে মন খোলসা পায়—তা বলি-স্‌তো বল্‌? কি রকম এলো কি কল্যে?

ফুল। তবে শোন্‌ ঠান্‌দিদি!

কাপোড় কাচিতে গিয়া সমাচার পাই।
লোকে বলে আসিতেছে ওদের জামাই॥
সে কথা শুনিয়া ভাসি সুখের সাগরে।
পথ না দেখিতে পাই আনন্দের ভরে॥
থাকিল কাপড় কাচা সত্বর বাড়িতে।
আসি পথে কত ভাব ভাবিতে ভাবিতে॥
বহুদিন পরে নাথ আসিল ভবনে।
সাধিব মনের সাধ যত আছে মনে॥
ভবনে সে পূর্ণ শশী দেখিয়া উদিত।
নয়ন চকোর মোর হবে হরষিত॥
উথলিবে প্রেম সিন্ধু সুখের সঞ্চার।
দূরে যাবে দুঃখময় মহা অন্ধকার॥
মানস কুমুদ ফুটে হইবে প্রকাশ।
নির্ম্মল হইবে তবে হৃদয় আকাশ॥
বিরহ ব্রতের আজি উদযাপন করে।
যৌবন দক্ষিণা দিব গিয়া তার করে॥
মনোমত বেশ করি নিকটে যাইব।
প্রথমে বাড়াতে মান মান প্রকাশিব॥
কাঁদাব ধরাব পায়ে নাহি অনুরোধ।
পেয়েছি যতেক দুঃখ তার পরিশোধ॥
পরেত কহিব কথা বদন তুলিয়া।
একেবারে ভুলাইব নয়ন ঠেরিয়া॥

বড় যত্নে শিখিয়াছি যতো কাব্যরস।
কহিলে তাহার কাছে হইবে সুরস ॥
মন্মথেরে মনোমত শিখাব তখন।
কোথা পালাইবে মোরে করে জ্বালাতন ॥
দুরন্ত বসন্ত সখা সামন্ত সহিত।
নিতান্ত প্রাণান্ত সম করেছে অহিত ॥
বিহিত করিব তার করিয়াছি মনে।
কি করিবে আর মোরে মলয় পবনে ॥
কোথায় থাকিবে সেই কাল পিকবর।
কোথাবা রহিবে দুষ্ট ভ্রমরী ভ্রমর ॥
এই রূপ অহঙ্কার মনে মনে করে।
গৌরবে গর্ব্বিণী বড় আসিলাম ঘরে ॥

ভাই! তার পর তার রঙ্গ দেখে হরিভক্তি উড়ে গেল।

যশোদা। কেন্‌লো, কি হলো বল্‌ দেখি শুনি?

ফুল। (সাক্ষেপে)

শশব্যস্ত হলো সবে জামাই দেখিয়া।
বাহিরে বসিতে দিল গালিচা পাতিয়া ॥
ধনুর্ভঙ্গ পণে কহে সবা বিদ্যমানে।
ব্যাভার পাইলে তবে পা ধোবো এখানে ॥

শুনিয়া জননী মোর বড়ই দুঃখিনী।
খাড়ু বাঁধা দিয়া কিছু আনিল আপনি॥
টাকা হাতে করি কাকা গিয়ে তারে দিল।
এমনি কুলের ধর্ম্ম তরে পা ধুয়িল॥
অল্প হলো বলে তবু মুখ ঘুরাইয়া।
কহিল দুর্ব্বাক্য কতো বাটালি কাটিয়া॥
জলপান সহ পান সাজায়ে পাঠাই।
সে এমন তার মন তবু পেতে নাই॥
জামায়ের আগমনে জননী তৎপর।
খাদ্যদ্রব্য আয়োজন করিলা বিস্তর॥
যতন করিয়া দিদি বাড়িলেন ভাত।
দাদা গিয়া আনিলেন ধরে তার হাত॥
পেতে দিল বড় পিঁড়ি তাহায় বসিয়া।
ইহা খায় উহা ফেলে নবাবি করিয়া॥
অতঃপর বলিতে আমার বুক ফাটে।
সে পারে বলিতে যেবা দড় আটেকাটে॥
যামিনীতে একাকিনী শয়ন করিয়া।
পতির ধ্যানেতে আছি নয়ন মুদিয়া॥
কতক্ষণে প্রাণনাথ আসিবেন কাছে।
কহিব সকল দুঃখ যত মনে আছে॥
মনে মনে এই রূপ বাসনা করিয়া।
কপট নিদ্রায় আছি নয়ন মুদিয়া॥

কিছু পরে আসিলেন মোর প্রাণ কান্ত।
তা হেরে অমনি হই মানিনী নিতান্ত॥
দেখিয়া নিদ্রিতা মোরে পাষণ্ড পামর।
অনায়াসে ঢ্যাকা মেরে জাগায় সত্বর॥
ইথে অভিমান আর ক্রোধ উপজিল।
তবু সে বেহায়া মিন্সে কহিতে লাগিল॥
শীঘ্র করি অর্থ মোর হাতে দেও আনি।
নতুবা অনর্থ হবে বুঝ অনুমানি॥
এ কথায় যদি মানভরে আমি থাকি।
ভাবিলাম চলে যাবে দিয়া মোরে ফাকি॥
কত স্তব বিনয় করিয়া ধরি কর।
তবু সে দুর্ব্বাক্য বিষে করে জরজর॥
শপথ করিনু কত স্বপথে আনিতে।
কুপথিক কোথা পায় সুপথ দেখিতে॥
অবশেষে এই যুক্তি মনে করে স্থির।
কাট্‌নাকাটা কড়ি যত করিনু বাহির॥
যা ছিল আমার পুঁজি দিলাম সকল।
তথাপি অধিক দাও কহিল পাগল॥
তাতে কহিলাম নাথ তুমি জ্ঞানবান।
কেন কর অধীনীরে এত অপমান॥
কহ দেখি কোথা আছে বিধান এমন।
পত্নীর নিকটে পতি লইবে বেতন॥

ইহা শুনি গুণমণি ক্রোধেতে মহেশ।
নারী হয়ে মোরে তুমি দেও উপদেশ॥
এত বলি ক্রোধভরে উঠিয়া চলিল।
বাবার টৌলেতে গিয়া বিটোল শুইল॥
দরমা পাতিয়া তথা করিল শয়ন।
মশাতে চাসাকে শিক্ষা দিল বিলক্ষণ॥
প্রভাতে চলিয়া গেল করে অতি রোষ।
অমৃতে উঠিল বিষ কপালেরি দোষ॥
যত আশা মনে ছিল সব গেল দূর।
দর্প চূর্ণ করি মোর গেল সে নিষ্ঠুর॥
মম সম অভাগিনী আছে কোন্ দেশে।
হাতে দিয়ে নিধি বিধি হরে নিল শেষে॥
একাকিনী বিরহিণী যামিনী জাগিয়া।
নয়ন করেছি রাঙা কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥

যশোদা। নাতনি! আর বলিস্ নে—বলিস্ নে, বুক কেটে যায়। (সজল নয়নে) হাঁরে কঙ্গাল, তুই কাল হয়ে এসেছিলি? কে তোকে কুলের ছিষ্টি কত্ত্যে বলে ছিল? কুল ত নয় এ কুলের আঁটি—বড় কঠিন। যার কুল আছে তার কি দয়া নেই? ধর্ম্ম নেই? কর্ম্ম নেই? আহা! আহা! কি দুঃখু কি দুঃখু! নাতনি! তুই আর কাঁদিস্‌নে। যা, মেয়েদের সঙ্গে যা; আবার

আসবে, ভাবনা কি? রাগ করে গেচে কি কর্ব্বি? এ বার এই অবদি কাট্‌নাটা মাট্‌নাটা কেটে কিছু হাতে করে রাখ—। তবু কাঁদ্দে লাগ্‌লি? আহা ছেলে মানুষ! বোন্! কি কর্ব্বি তা বল? এই দেক্‌দেখি আমরা কি কচ্চি তোত্তো আছে আমার যে নেই—তা কি কর্ব্বো!

কুল। (চক্ষুর জল মুছিয়া) ঠান্‌দিদি! এ থাকা-চ্চেয়ে না থাকা ভাল! না থাক্‌লে মনকে প্রবোধ দেওয়া যায়, এ থেকে নেই, একি সামান্যি দুঃখু! ঐ যে কথায় বলে "দুষ্ট গরু থাকাচ্চেয়ে শূন্যগোল ভাল।"

যশোদা। (হাস্যমুখে) ও কথা বল্‌তে আছে? খাড়ু গাচ্‌টা হাতে আছে, তবু ভাল। আর সে নাতজামাই শালাও আবার এই ফিরে আসে, রাগ করে কদ্দিন থাক্‌তে পার্ব্বে? (পথে একটা কুকুর দেখিয়া সপরিহাসে) ঐলো নাত্‌নি! ঐ, আবার ফিরে আশ্চে।

কুল। (হাস্য মুখে) ঠান্‌দিদি, তোত্ত নেই, তা লোকে বলে "নাপেতে নাতজামাই ভাতার" তা তুই নে যা।

যশোদা। না ভাই, আমাত্তো নেই বটে, আমি ও রসে বঞ্চিত, তবে "পরেদ্ধনে পোদ্দার নাটে" কায কি?

ফুল। ঠানদিদি! তোর আবার হয় এই, ও পাড়ায় শুনলেম রাঁড়ের বে নাকি চলতি হবে; তবেই ত তোর হলো।

যশোদা। (সবিষাদে) আর ভাই, হবে হবেই শুঞ্চি, হয় কৈ? আমি থাক্তে আর হবে? আমার তেমন অদেষ্ট নয়, না হোগ্‌গে, আর কাযও নেই। এখন ঘরে যাই ভাই, বেলা হয়েচে।

ফুল। আমিও আসতেম্‌ না, বড়গিন্নীর অনুরোধেই এলেম্‌; আমি বল্যেম জলসৈতে যেতে পারবো না, তা সে বল্যে "না যাস্‌ না যাবি তুই ঝালিঝাড়া বাটুসে" তা যাই, না গেলে ভাল হয় না।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

~~~~~~~~~~~~~~

ভোলার প্রবেশ।

ভোলা। (স্বগত)

মোগার কোপালে ভুক নেকেচে গোঁসাই।
খাট্টি খাট্টি মনু এট্টু বষ্টি পাই নাই॥
বসি ঘরে প্যাটভরে খাত্তি নাই পাই।
চাকুরি ঝকমারি কাম করি মুই তাই॥

ঐ ওস্তরের বাড়ির মুই খ্যানাকাট্টি গেহালাম, এস্তে এস্তেই বড়মোশাই বল্যে "ওরে ভোলা, তুই যা, পুরুঠ্‌ঠাকুরের ডাকি আন," তা এই মুই অদ্দুরে থাকি আলাম্‌, তামুক খাত্তিও পালাম্‌ না, এট্টু জিক্‌-ত্তিও পালাম্‌ না, তাই ত মোদের বৌ বলেহালো, বলে "চাকুরি না কুকুরি" তা খাত্তিপত্তি পাইনে, না করে কি কর্ব্যো? মুনিব ঝা বলে তা না কল্যে মেইনে দেবে কেন? খ্যাদায়ে দেবে যে, তাই যাচ্চি, আসি তবে তামুক খাব। (কিঞ্চিৎ গমন করিয়া) ঐ ঝাঃ কেচ্চেখানা ভুলি আলাম, দাদাঠাকুর বল্যে "এস্‌বের বেলা এট্টা খোঁড়ের গাচ আনিস্‌" তা কিদি কাট্‌বো?
~~~~~~~~~~~~~~

আবার ফিরি যাব ? (চিন্তা করিয়া) না বেনে, পদে-দ্বারে মোর ঝীয়ের ঘর, সেইস্হেই ষ্যাবো। (কিয়দ্দূর গিয়া) এই মোর ঝীয়ের ঘর, এখন ঝী মোর হেতা নেই তা বীনুকে ডাকি। (প্রকাশে) ও বীনু! বীইনু ! একবার তোগার কেচে খাম দিবি ? (আকাশে কর্ণ দিয়া) আঁ কি বল্যি ? হেরিয়ে গেচে ? ঝাকুগে, আবার মোরে ফিরি এস্তে হলো; যাই তবে (অধিক দূর গিয়া, স্বগত) ঐ পুরুঠ্ঠাকুরের বাড়ি দেকৃতি পাচ্চি, শালার বামুণ কদ্দূরে ঘর বেনিয়েচে ? (নিকটে গিয়া, প্রকাশে) ও পুরুঠ্ঠাকুর ! ঘরে, গো !—না গো, আর পুরুঠ্ঠাকুর বল্‌বোনা, সেবার বলে হেলাম্, তা সে বামুণ কুধ্যু করে (উচ্চৈঃস্বরে) ও বাবাঠাকুর, বাবা-ঠাকুর ! ঘরে গো ? কৈ ওত্তর দেয় না ঝে ? কোথা বুঝি ছরাদ কত্তি গেচে বামুণ্‌দের কি ? বড় মানষির বাড়িই ছায়ায় বসি, গোলবালিশে ঠ্যাশ মারি গুড়ুক তামুক খায়, গপ্পি করে, তাই বুঝি গেচে। ওও মা ঠাকুরুন্ ! মা ঠাকুরুন্। তোমার বাবাঠাকুর কোতা গো ?

ধর্ম্মশীলের প্রবেশ।

ধর্ম্ম। (সক্রোধে) আঃ কেরেও। রাম রাম, প্রস্রাব করিতে বসিছি এতো চীৎকার কর্ত্তেছে কেন ?

ভোলা। মুই, বেড়ুয্যের বাড়ির মেন্দের-ভোলা।

ধর্ম্ম। (সহাস্য মুখে) কিরে ভোলা ?

ভোলা। এজ্ঞে হাঁ বাবাঠাকুর, পেন্নাম।

ধর্ম্ম। কিরে, কেন এসেছিস্? ভাল ত সকল ?

ভোলা। এজ্ঞে, বড়মোশাই তোমারে এস্তে বল্যে, তার মেয়েগার ব্যা।

ধর্ম্ম। বিবাহ! কি অদ্যই হইবে ?

ভোলা। হাঁ বাবাঠাকুর, আজি সঞ্জেব্যালা ব্যা হবে। তিনি আমায় বল্যে "ভোলা, তুই আজি নাত্তিরে যয্যাস্নে, তোর দিদি ঠাগ্রুণীদ্দের ব্যা।"

ধর্ম্ম। হাঁ, হাঁ, শুভাচার্য্যের মুখে শুনিতেছিলাম বটে। তাঁর চারিটি কন্যারি কি বিবাহ একেবারে হবে ?

ভোলা! এজ্ঞে মশাই।

ধর্ম্ম। (স্বগত) এ বারকার দক্ষিণার টাকায় ব্রাহ্মণীর নত গড়ান হইতে পারিবে। (প্রকাশে) তবে তুই যা, আমি পুঁথি লইয়া যাইতেছি।

ভোলা। যে এজ্ঞে—মুই তবে যাই।

ভোলার প্রস্থান।

ধর্ম্ম। একাকী যাওয়াটা ভাল হয় না, ছাত্রেরা কোথায় ?—

তর্কবাগীশের প্রবেশ।

এই যে তর্কবাগীশ বাবা, ওহে একবার আমার সঙ্গে যাইতে পারিবে?

তর্ক। কোথায় যাইব?

ধর্ম্ম। আমার যজমানের বাটীতে বিবাহ, তুমি গেলে চাইল কলা সব আসে, যাও তবে এস।

তর্ক। যে আজ্ঞা, চলুন তবে; (পথে গমন) মহাশয়! আজিত বিবাহের দিন নাই!

ধর্ম্ম। বাপু হে! সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমার যজমান কুলপালক বাঁড়ুয্যে, তিনি বল্লালকৃত কুলকল্লোলে পতিত; তাঁহার চারিটি কন্যা; তন্মধ্যে কনিষ্ঠা কন্যাটির কেবল কন্যাকাল আছে, তৃতীয়াটি যুবতী, দ্বিতীয়া আর জ্যেষ্ঠা তারা অনূঢ়াবস্থায়ই যৌবন যাপন করিয়াছে। তিনি এতাবদ্দিবস সমযোগ্য কুলীন বর প্রাপ্ত হন নাই, কুলভঙ্গ ভয়ে তাহাদের বিবাহ দিতেও পারেন নাই। (কিঞ্চিৎ নয়ন মুদ্রিত করিয়া) আহা! হা! কি মহাপাতক— রাম! রাম! রাম! বিষ্ণুস্মৃতিতে কথিত আছে।

যাবত্তু কন্যামৃতবঃ স্পৃশন্তি
তুল্যৈঃ সকামামপি যাচ্যমানাং।
তাবন্তি ভূতানি হতানি তাভ্যাং
মাতাপিতৃভ্যামিতি ধর্ম্মবাদঃ॥

অবিবাহিতাবস্থায় কন্যার যতবার রজোযোগ হয় তাহার পিতা মাতা তত প্রাণিহত্যার পাপে পাপী হয়, এবং পৈঠীনসি কহিয়াছেন। 'যাবন্নোদ্ভিদ্যেতে স্তনৌ তাবদেব দেয়া, অথ ঋতুমতী ভবতি, তদা দাতা প্রতিগ্রহীতা চ নরকমাপ্নোতি পিতৃপিতামহপ্রপিতা-মহাশ্চ বিষ্ঠায়াং জায়ন্তে তস্মান্নগ্নিকা দাতব্যেতি।'

কুচযুগল মুকুলিত না হইতে হইতেই বিবাহ দিবে, এই বিধি; কিন্তু যদি অনূঢ়াবস্থায় ঋতুমতী হয়, তবে কন্যাদাতা, বর, উভয়ে নরকে গমন করে, আর তাহার পিতা, পিতামহ প্রভৃতি সকলে বিষ্ঠার হ্রদে কীট-ভাব লাভ করে। অতএব ঋতু হইবার পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ দিবে, এই শাস্ত্র; কিন্তু এক্ষণে বল্লালকৃত কুল-গৌরব-সৌরভ-লোভে কুলপালক এই সকল যুক্তি—সিদ্ধ বিশুদ্ধ শাস্ত্রকে অশ্রদ্ধা করিয়া কতশত পাতক না স্বীকার করিয়াছে? এত দিনের পর কোথা হইতে অশেষ দোষাকর কুলীন এক পাত্র পাইয়া অদ্য অদিনে, অক্ষণে, তাহাকে কন্যাচতুষ্টয় প্রদান করিবে। করুক, যাহার যাহা অভিমত,—দক্ষিণা প্রাপ্তি হইলেই আমার অভিমত সিদ্ধ হয়, দিনের কথায় কায কি?

তর্ক। ভট্টাচার্য্য মহাশয়। ভাল এক কথা জিজ্ঞাসা করি যাহার কন্যা সে কুলীনপাত্র না পাইলে

কুলভঙ্গভয়ে বিবাহ দিতে পারে না; সুতরাং তাহাতে পাপ স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু রজোযোগ হইলে সে কন্যাকে কে গ্রহণ করিয়া এমন পাপে লিপ্ত হয়?

ধর্ম্ম। সেও ঐ কুলীন মহাত্মারা; তাঁহারা ধর্ম্মা-ধর্ম্মের প্রতি নেত্রপাত করেন না, অর্থ পাইলে পর-মার্থ বোধে সকল দুষ্ক্রিয়াই করিয়া থাকেন। তাঁহা-দিগের বয়োবিবেচনা, গুণপর্য্যালোচনা, সৌন্দর্য্যা-ভিলাষ, জাতিবিনাশশঙ্কা, লোকাপবাদভয়, কিছুই নাই; অর্থলোভে এক ব্যক্তি একশত পর্য্যন্ত পরি-ণয়ে প্রণয় বদ্ধ করেন, কাহার বা বিবাহব্যাপারে আলস্য নাই।

অধর্ম্মরুচির প্রবেশ।

অধর্ম্ম। কে হে তুমি বেত্তে আলিস্যির কথা বল্‌চো? বে কর্ত্তে কি আলিস্যি হয়? গেলেম্—বেকল্লেম-যৎকিঞ্চিৎ-কাঞ্চনমূল্য পেলেম্—চল্যেম্—আর কি? বে অরুচির রুচি, যদি পাই রূপার কুচি, তবে মুচিকেও করি শুচি, তাতে কি আলিস্যি আছে?

ধর্ম্ম। (জনান্তিকে) তর্কবাগীশ! এই দেখ, এক মহাপুরুষ। (প্রকাশে) না তাহা নয়, আমি একটা কথার কথা কহিতেছিলাম;-আপনার নিবাস কোথায় মহাশয়?

অধর্ম্ম। শ্বশুরবাড়ী।

ধর্ম্ম। শ্বশুরবাটী নিবাস, ইহা কেমন কহিলেন্ ?

অধর্ম্ম। যেখানে থাকতে হয়, সেই নিবাস।

ধর্ম্ম। আপনি কি ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায় করেন্ ?

অধর্ম্ম। (সক্রোধে) আঃ আমি কি তোম; যে ধর্ম্মশাস্ত্র শিখে ধর্ম্মপণ্ডিত হব ?

ধর্ম্ম। আপনি ক্রোধ করিবেন না, জিজ্ঞাসার এমন রীতি আছে—লোকে করে থাকে, তায় ক্ষতি কি ? বলুন না কেন কি ব্যবসায় করেন ?

অধর্ম্ম। আমার বিবাহ ব্যবসা, আর কি ব্যবসা ?

ধর্ম্ম। বিবাহ ব্যবসায়ে কি দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হয় ?

অধর্ম্ম। হাঁ, হয়ে থাকে। মহারাজাধিরাজ বল্লাল-সেন আমাদিগকে যে নিষ্কর তালুক দিয়া গেছেন, তার হাজাশুকো নাই—তাতেই আমরা সুখে আছি। আমরা রাজারও রেয়েত নই, শেঠেরও খাতক নই, আপনি কি কুলীনেছেলের বিষয় জানেন্ না ?

ধর্ম্ম। হাঁ জানি, বিশেষ জানি না, আপনারা শ্বশুর বাটীতে কিরূপ থাকেন ?

অধর্ম্ম। শ্বশুরবাড়ীর সুখের কথা এক মুখে কত কব ?

বরকী ভুলিয়া হাতে দাঁত দিয়া কাটি।
পায়স আঙুলে করে বসে বসে চাটি॥

ভোজনে ওজন বুঝে ঘন দুধবাটি।
শয়নে কেমন সুখ পরিপাটি পাটি॥
আলাপে শীলতা বড় কথা কাটাকাটি।
সম্বল কিছুই নাই মুখে মালসাটি॥
বসিয়া মজাগি করি কখন না খাটি।
অহঙ্কারভরে মোরা না মাড়াই মাটি॥

ধর্ম্ম। হাঁ, হইতে পারে, আহারাদির ক্লেশ ঘটে না বটে, কিন্তু সংসারি মানব মাত্রেরই অর্থ প্রয়োজনীয়। যদি কোন কারণে ধনের প্রয়োজন হয়, কি করেন?

অধর্ম্ম। তাহাও সেথায় পাওয়া যায়,—দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণে না পেলে কি সেথা থাকি? কেন থাক্‌বো? বরং অতিভ হয়ে অন্যের বাড়িই সিদ্ধপক্ক করি— তা ভাল; মশা তাড়াই—সেও আচ্ছা; আমরা এমন গুরুর শিষ্য নই, কুলমর্য্যাদা না পেলে কদাচ সেথায় থাকিনে;—আরও কোন রকম সকম আছে।

ধর্ম্ম। কিরূপ রকম সকম?

অধর্ম্ম। পেটের দায়ে আমাদের এসে ধরে, আমরাও পেটের দায়ে কিছু নে থাকি।

ধর্ম্ম। পেটের দায়ে কিরূপ, বুঝিতে পারিলাম না।

অধর্ম্ম। (অট্টহাস্য করিয়া) ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কিছুই বোঝেন না।

ধর্ম্ম। হাঁ বাপু, আমরা ওরূপ কথা বুঝিতে পারি না।

অধর্ম্ম। আমরা কুলীনের ছেলে, অনেক গুলো বে, সর্ব্বত্র ত যাওয়া হয় না, তা যদি কোথাও বেঁধে যায় আর নিকাশ প্রকাশ না হয়—বুঝ্‌তে পেরেছেন কি ?

ধর্ম্ম। হাঁ বুঝিছি। তবে কি হয় ?

অধর্ম্ম। তবে তারা লোকনিন্দে ভয়ে এসে আমাদের নে যাওয়ার চেষ্টা করে, আমাদেরও ঝোপ্ বুঝে কোপ, মট্‌কা মেরে বসে থাকি। সুতরাং তারা ১০|২০|৩০ দিয়া লইয়ে যায়।

ধর্ম্ম। ভাল বুঝিয়াছি, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, শ্বশুরালয়ে অধিক দিন থাকিলে তোমাদের আদর ও গৌরবের কিছু হানি হয় কি না ?

অধর্ম্ম। (ঈষদ্ধাস্য মুখে) না মহাশয়, কুলীনের ছেলে যত অধিক কাল শ্বশুরবাড়ী থাকে, তত অধিক আদর বাড়ে,—তা থাক্তে পাই কৈ ? বচ্ছরে তিন শ বাটি দিন বৈ ত নয় ?

ধর্ম্ম। (উচ্চহাস্য মুখে) আপনি কত সংসার করিয়াছেন ?

অধর্ম্ম। আমাদের কুলীনেচ্ছেলে অনেক বে করে থাকে, কিন্তু, আমি ধর্ম্মভীত অধর্ম্মরুচি মুকুযে, আমি অধিক করি নাই।

ধর্ম্ম। তবু কত, শুনিতে পাই না?

অধর্ম্ম। শুন্তে পাবেন না কেন? আমি সাড়ে আঠার গণ্ডা বৈ আর বে করি নাই;—কত গুলো বে কর্ল্যে কিহবে? আমাদ্দাদা মহাশয় চারি কুড়ি পো-নের টা বে করেছেন, এখন তিনি অন্তদন্তহীন হয়ে-ছেন তবু পেলে ছাড়েন না।

ধর্ম্ম। (সহাস্য মুখে) আপনি এত অল্প বিবাহ করিয়াছেন? ভাল একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আপনি আপন বিবাহিত ৭৪ টি স্ত্রীর প্রত্যেকের কি ধর্ম্মরক্ষা করিতে পারেন?

অধর্ম্ম। ধর্ম্মই ধর্ম্ম রক্ষা করেন, আমরা ধর্ম্মা-ধর্ম্মের ধার ধারি নে, অথবা যার ধর্ম্ম সেই রক্ষা করে? আমাদের ধর্ম্ম এই যে, আমরা কুলীনের ছেলে ধর্ম্মে ধর্ম্মে কিছু পেলে ছাড়িনে, সে কথায় কায কি? নম-স্কার মহাশয়, আমি পিতার তত্ত্বে এসেছি, দেখি তিনি কোথায়।

[ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া অধর্ম্মরুচির প্রস্থান।

ধর্ম্ম। শুনিলে তর্কবাগীশ?

তর্ক। আজ্ঞা, শুনিলাম; কি চমৎকার, চমৎ-

কার! কি ভয়ানক ব্যাপার! বল্লালসেন গৌড়-রাজ্যে ধর্ম্মনির্ম্মূলনার্থ ধূমকেতুস্বরূপ উদিত হইয়াছিল, যথার্থই বটে।

ধর্ম্ম। বাপু হে! বলিব কি? পূর্ব্বে কুলীন শব্দে নবগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি বুঝাইত, এই ক্ষণে আর তাহা নাই; কুকার্য্যে যে লীন তাহাকেই কুলীন কহে। হা বিধাতঃ! তোমার সুদৃশ্য বিশ্বরাজ্য পরিণামে কি পর্য্যন্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিল! হে বসুন্ধরে! বিবাহ করিয়া পত্নীর ভরণপোষণ ও ধর্ম্মরক্ষা করিতে হয়, ইহা যাহাদিগের কর্ণকুহরেও কদাচ স্থান পায় না—সর্ব্বদাই বিবাহবাণিজ্যে দীক্ষিত থাকে, তাহাদের পাপভরেই তুমি ভারাক্রান্তা রহিয়াছ! স্ত্রীজাতির ইন্দ্রিয়বিশেষ পুরুষাপেক্ষা অষ্টগুণ শাস্ত্রে কথিত আছে, কিন্তু এই সকল বল্লাল-দত্ত-কৌলীন্য-চিহ্ন-ধারী কুলীন মহা-রথিরা ইহা বিবেচনা না করিয়া শতাধিক বিবাহ করেন, ইহাতে ঐ বিবাহিত কুলকামিনীগণের প্রত্যে-কের কি ধর্ম্মরক্ষা হয়? বিবাহের পর জীবনকাল মধ্যে কোন শ্বশুরালয়ে ইঁহারা দ্বিবার, কোথায় ত্রিবার পদার্পণ করিয়া থাকেন, তাহাতে তাহাদিগের পাতি-ব্রত্য ধর্ম্ম কি রূপে রক্ষিত হইবে? বর্ত্তমান কালে স্ত্রী-জাতির বিদ্যাশিক্ষার সম্যক্ প্রথা নাই, সুতরাং তাহারা অন্তঃকরণকে বিষয়বিশেষে ব্যাপৃত করিতে

পায় না, চিরকাল পিত্রালয়ে অবস্থান করে, দুঃসহ যৌবনযাতনা উপস্থিত হইলে নিতান্তই হিতাহিত বিবেচনাবিহীনা হইয়া স্ব স্ব সমীহিতসাধনে যত্নবতী হয়, তাহাতে জাতিপাত ও জনাপবাদ প্রভৃতি বিবিধ ব্যাপার তাহাদের ব্রতভঙ্গের আনুষঙ্গিক ফল হইয়া উঠে। মনু কহিয়াছেন।

বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্॥

বাল্যকালে পিতা, যৌবনে পরিণেতা, এবং পতির লোকান্তর হইলে পুত্রগণ, স্ত্রী জাতির আবরক হইবে।

পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোঽটনম্।
স্বপ্নোঽন্যগেহবাসশ্চ নারীসংদূষণানি ষট্॥

মনু এই শ্লোকে স্ত্রীজাতির ষট্প্রকার দূষণ গণনাতে পতির সহিত চিরবিরহেরও পাতিব্রত্যনাশকতা কহিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গালি প্রথায় কুলীনকন্যা ও কুলীন কর্ত্তৃক বিবাহিত বনিতাদিগের প্রায় অহরহই বিরহবেদনা সহ্য করিতে হয়, ও চিরদিনই পিত্রালয়ে থাকিতে হয়, সুতরাং তাহারা কিরূপে সতীত্ব রক্ষা করিবে? ব্যভিচারদোষে অবশ্যই লিপ্ত হইয়া থাকে।

তর্ক। যথার্থ মহাশয়!

ধর্ম্ম! আমরাও সেই সকল ব্যক্তির যাজনকার্য্যে

ভূরি ভূরি মহাপাতক স্বীকার করিতেছি! কি করি? কাল ধর্ম্ম সহকারে সকলি করিতে হয়।

নিরূপিতা বিবাহবণিকের সহিত অধর্ম্মরুচির পুনঃপ্রবেশ।

বিবাহ। তার পর বাপু! কি হলো?

অধর্ম্ম। তার পর মাধবপুরে যাচ্ছিলাম, এই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ; ভাল হলো, তবে একটা মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করি, কি কর্ব্যো বলুন দেখি?

বিবাহ। কি বল?—কেন এত বিষণ্ণমুখে রহিলে?

অধর্ম্ম। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) জৈত্রপুরের দোকানে বসে আমি মৌতাৎ কচ্ছিলাম, এমন সময়ে এক বেটা নাপ্‌তে নকুলপুর থেকে এক খানা পত্র এনে দিলেক।

বিবাহ। নকুলপুরে তুমি কি বে করেছিলে?

অধর্ম্ম। আপনি কি করে জানিলেন?

বিবাহ। বলি, এ আর জান্তে কি? কুলীনের ছেলের তিন কুলে কে আছে যে চিঠী লিখিবে? তা পত্রে কি লেখা আছে?

অধর্ম্ম। আমি ত লেখা পড়া শিখি নি, সেই দোকানি তা পড়িল।

বিবাহ। কি বৃত্তান্ত?——কেন বাপু অধোমুখে নিরুত্তর হইলে? কোন অমঙ্গল সম্বাদ না কি? বল বাবা কি হয়েছে?

অধর্ম্ম। (অধোমুখে) হাঁ—এক প্রকার অমঙ্গলই বটে, সেথায় আমার একটি মেয়ে হয়েছে, তার অন্ন-প্রাশনের নিমিত্তে আমার সম্বন্ধী আমাকে সেথায় যেতে লিখেচে, দোকানি বেটা ত এই বল্লো।

বিবাহ। আ—হা! কন্যা হলো! পুত্র সন্তান হলে ভাল হতো! ঈশ্বরের ইচ্ছা, এত অন্যের সাধ্য নয়, তা কি কর্ব্বো, তবে কিনা আমাদের কন্যাগত কুল; তাহার বিবাহ সময়ে কুলকর্ম্ম কত্তো হবে, না পারিলে কুলভঙ্গের সম্ভাবনা বটে, তা কি কর্ব্বো বাপু! যাও অন্নপ্রাশন দেও গে।

অধর্ম্ম। বাবা! তার নিমিত্তে বল্‌চি না।

বিবাহ। তবে কি নিমিত্ত?

অধর্ম্ম। কি বল্‌বো বাবা, লজ্জা হয়; সে দেশে প্রায় তিন বচ্ছর যাই নাই, তাই বলি-মেয়েটা হলো!

বিবাহ। (উচ্চহাস্য করিয়া) বাপুহে! তাতে ক্ষতি কি? আমি তোমার জননীকে বিবাহ করিয়া তথায় একবারও যাই নাই, একেবারে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তা বাপু! আমরা কুলীনের ছেলে, আমাদের ও রকম হয়ে থাকে, তাতে ক্ষতি কি? যাও বাপু! তারা আমোদ করে লিখেছে, যাও, লজ্জা কি?——

[অধোমুখেই অধর্ম্মরুচির প্রস্থান।

(স্বগত) আমার কিছু টাকা চাই; কোথা যাই, বেলাও অনেকটা হয়েছে, নিকটে কি কোন শ্বশুর-বাড়ী নাই? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, যেন মনে হচ্চে, এখান হইতে এক ক্রোশ হইবে বিমলাপুর, সেখানে বুঝি এক বার বে হয়ে ছিল (চিন্তা করিয়া) আমিই সেথায় বে করেছি, না পুত্রের বে দিছি? ভাল মনে হচ্চে না— পুত্রকে ডেকে জিজ্ঞাসা করিব? (কিঞ্চিদ্ভাবিয়া) না, আমার কাছে ত ফর্দ্দ আছে তাই দেখি না কেন? (ফর্দ্দ খুলিয়া) হাঁ, এই যে "১২৪২ সাল, ৩রা মাঘ, বিমলাপুরের কমল ন্যায়ালঙ্কারের কন্যাকে আমিই বে করেছি" হুঁ, দেখেছ? লেখা পড়া রাখা ভাল, মনে করে কত রাখা যায়? লেখা ছিল, এইত মনে হলো, নৈলে কি হতো? যাই, এখন সেখানেই যাই; কিন্তু সে বামণ বামণ-পণ্ডিত, কিছু দিতে পারে এমন বোধ হয় না। ভাল, ব্রাহ্মণীর কাটনা কাটাও কি কিছু নেই? দেখে আসিনে কেন? কিন্তু যদি বাবাজীর মত আমারও সেথায় কন্যা হয়ে থাকে, তবেইত বিভ্রাট। (কিঞ্চিদ্গমন করিয়া) কোন্ পথটা দে যাব, কাহাকেও যে দেখিতে পাই না, জিজ্ঞাসা করি কাকে?—

উত্তম মুখোপাধ্যায়ের প্রবেশ।

(প্রকাশে) ওহে! কে হাঁ তুমি! বিমলাপুরে কোন্ পথে যাব, বলিতে পার?

উত্তম। বিমলাপুরে যাবেন। আমার সঙ্গে আসুন। আপনি বিমলাপুরে কার বাড়ীতে যাবেন?

বিবাহ। কমল ন্যায়লঙ্কারের বাড়ী।

উত্তম। তথায় কি প্রয়োজন?

বিবাহ। আমি তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছি তাই একবার তত্ত্বাবধান করিতে যাই।

উত্তম। মহাশয়ের নাম কি?

বিবাহ। আমার নাম শ্রীবিবাহবণিক্ মুখোপাধ্যায়।

উত্তম। তবে আমি প্রণাম করি। (প্রণিপাত)

বিবাহ। বাপু তুমি কে আমাকে প্রণাম করিতেছ?

উত্তম। আমি মহাশয়ের পুত্র, আমার নাম উত্তম মুখোপাধ্যায়।

বিবাহ। পুত্র! সে কি। তুমি কাহার দৌহিত্র?

উত্তম। আমি বিমলাপুরের শ্রীযুক্ত কমল ন্যায়লঙ্কার মহাশয়ের দৌহিত্র?

বিবাহ। তবে যথার্থইত বটে, এস এস বাছা এস, (মস্তকে হস্তার্পণ)

উত্তম। আমি আজি কৃতার্থ হইলাম—জন্মাবধি পিতৃদর্শন পাই নাই।

বিবাহ। (স্বগত) তুমি দর্শন পাবে কি, তোমার

মাও আমাকে কখন দেখে নাই—সেই শুভ দৃষ্টি মাত্রই যা হউক। কৈ, অধর্ম্মরুচি বাপা এখন কোথায়, —কন্যা হয়েছে বলে বড় ভয় পেয়েছিলেন; দেখুন এসে, আমার এক কালে কুড়ি বৎসরের ছেলে হয়েছে! (প্রকাশে) হাঁ, আমারও আজি পরম আহ্লাদ—পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

উত্তম। মহাশয়ের শরীর ভাল আছে?

বিবাহ। হাঁ বাপু, তোমাদের সকল মঙ্গল?

উত্তম। আজ্ঞা শ্রীচরণপ্রসাদাৎ সকলই মঙ্গল।

বিবাহ। (স্বগত) দূর হউক, আর সেথায় যাব না। (প্রকাশে) উত্তম,—বাপু তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল হলো, সেথাকার সংবাদ পাইল্যাম, তবে আর যাইবার আবশ্যকতা কি? তুমি যাও, আমার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে, তথায় যাই।

উত্তম। না মহাশয়, আপনাকে যেতে হবে, চলুন।

বিবাহ। কেন আর মিছে কর্ম্ম ভোগ? সংবাদ ত পেলেম।

উত্তম। না না, তা হবে না; যেতেই হবে।

বিবাহ। কেন? তুমি এত আকিঞ্চন করিতেছ কেন?

উত্তম। আজ্ঞে, আমি আকিঞ্চন করিতেছি, তাহার কারণ আছে।

বিবাহ। কি কারণ বল, শুনি।

উত্তম। মহাশয়! আজি তিন বৎসর হইল আমরা মহাশয়ের শরীরের অমঙ্গল সংবাদ পেয়েছিলাম, এখন বুঝিলাম, সে সংবাদ মিথ্যা; কিন্তু তাহাতেই আমার মাতৃঠাকুরাণী বিধবা হইয়াছেন। অদ্য আপনকার সহিত যে আমার সাক্ষাৎ হইল, পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আমি এই সংবাদ বাটীর সকলকে জানাইলে তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন না, তাই মহাশয়কে এত আকিঞ্চন করিয়া লইয়া যাইতেছি;—তাঁহারাও তুষ্ট হইবেন, মাতৃঠাকুরাণীরও বৈধব্য দূর হইবে।

বিবাহ। (হাস্যমুখে, স্বগত) স্বামী স্ত্রীর সকল দেখিতে পায়, কিন্তু বৈধব্যদশা কদাচ দর্শন করিতে পায় না। দেখ, আমি কি ভাগ্যবান্! তাহাও স্বচক্ষে দেখিব,—হা অদৃষ্ট! (প্রকাশে) চল বাপু তবে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

গর্ভবতীর প্রবেশ।

গর্ভ। (রোদন করিতে করিতে)

সংসারেতে ছিল সাধ তাহে হলো বিসম্বাধ
বিধাতা সাধিল বাধ পুরাল না সাধনা।

বাঁচিয়া নাহিক সুখ কেবল সতত দুখ
দেখাইতে কালামুখ আর নাহি বাসনা॥
একোটা এক প্রকার দেখে হই চমৎকার
গুণকথা কহি কার কেহ ভাল বাসে না।
শাশুড়ী বাঘিনী প্রায় ননদী নাগিনী তায়
যদি কোন ছল পায় তবে রক্ষা থাকে না॥
প্রতিবাসী যদি আসি হয় মোরে মিষ্টভাষী
অমনি সে সর্ব্বনাশী প্রকাশিতে ছাড়ে না।
শাশুড়ী তা শুন্তে পেলে ভূতছাড়া করে গেলে
দিতে এসে নুড়ো জ্বেলে বিবেচনা করে না॥
পেলে অপরাধ তিল তালের সমান কীল
বুকে পিঠে লাগে খিল নাহি থাকে চেতনা।
ভাতারের মুখে ছাই তাহার মরণ নাই
তা হলে নিকুলে যাই ঘুচে সব যাতনা॥
মরি সদা মনস্তাপে কি দেখে দিয়েছে বাপে
খাকু তাকে কাল সাপে যে করেছে ঘটনা।
মরণ হইলে হয় পোড়া প্রাণে কত সয়
যম গেছ যমালয় একবার ডাক না॥

আমিত আর সহিতে পারিনে, বিধাতা যদি দিন দেয়, তবেই দিন পাব। যাই দেখি পুরুতের বাড়ী, (পথিমধ্যে) এই যে পুরুত ঠাকুর এই দিকেই আস্চেন।

(নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া রোদনারম্ভ করিল)

ধর্ম্ম। কেও? হরির মা! রোদন করিতেছ কেন বাছা? বালকেরা তো ভাল আছে?—কেন মা? কেন কেন? বড় রোদন করিতে লাগিলে, কি জন্যে? চক্রবর্ত্তি বাপা কি কিছু বলিয়াছেন?

গর্ব্ভ। আমার আর কেউ নেই, আপনি রক্ষা করুন। (চরণধারণ।)

ধর্ম্ম। কেন কেন মা? ছাড় ছাড়, আমাকে যাহা বলিবে, তাহাই করিব;—বল কি করিতে হইবে?

গর্ব্ভ। এবার যেন আমার একটি মেয়ে হয়, এই সংকল্প করে কালি কিছু স্বস্ত্যেন করিবেন বলুন, নৈলে আমি তোমার কাছে স্ত্রীহত্যা হব।

ধর্ম্ম। অবশ্য করিব, এই বৈত নয়, তাহার নিমিত্ত আর চরণধারণ কেন? ছাড়।

গর্ব্ভ। (চরণ ত্যাগ করিয়া) তবে আমি উয্যুগ করি গে?

ধর্ম্ম। হাঁ, যাও। একটি কন্যা কি ইচ্ছা করিয়াছ? (হাস্যমুখে) হাঁ, হাঁ, অভিলাষ হইতে পারে, কন্যা সন্তানটা বড় স্নেহপাত্র বটে, বিশেষত "দশপুত্রসমা কন্যা যদি পাত্রে প্রদীয়তে" কন্যা যদি সৎপাত্রে প্রদান করা হয়, তবে সে কন্যা দশপুত্রতুল্যা। আর কন্যাদানের ফলও বড়—ক্রিয়া যোগসারে কথিত আছে "কন্যাদানকৃতো নাস্তি স্বর্গাদাগমনং পুনঃ" যে

ব্যক্তি কন্যাদান করে তাহার অক্ষয় স্বর্গ হয়। এই সসাগরা ধরা দান করিলে যে পুণ্য হয় সেই পুণ্যে কন্যাদাতার অধিকার, ইহার প্রমাণ বচনটা তর্ক-বাগীশ স্মরণ হয় হাঁ ?

তর্ক। আজ্ঞা, বড় মনে হইতেছে না।

ধর্ম্ম। নাই হলো, ভারতেও লিখেছেন।

"দৌহিত্রস্য মুখং দৃষ্ট্বা কিমর্থমনুশোচতি।" এবং,
"তেন দৌহিত্রজান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়ামিতি মে মতিঃ।"

কন্যা সন্তান দ্বারা দৌহিত্রমুখ দর্শন হয়, তাহা-তেই দৌহিত্রজ নামে স্বর্গ লাভ হয়, সুতরাং এই সকল ফল অনুসন্ধান করিলে কন্যা সন্তান প্রসবে অভিলাষ হয় বটে।

গর্ভ। তাজন্যে বড় নয়।

ধর্ম্ম। তবে কি নিমিত্ত কন্যার প্রার্থনা ?

গর্ভ। (সজলনয়নে) সেই পোড়ার মুকো মিন্সে আমাকে মেরেছে। (উচ্চৈঃস্বরে রোদন।)

ধর্ম্ম। রাম রাম! স্ত্রীলোকের নিগ্রহ, একি! "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।" দেবতারা কহি-য়াছেন "পৃথিবীস্থ সমস্ত স্ত্রীলোকই ভগবতীর অংশ।" তৎপ্রতি দণ্ড, একি! বিশেষত মনু কহিয়াছেন,

"শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলং।
ন শোচন্তি হি যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥"

যে কুলে কুলকামিনীরা রোদন করে সে কুল শীঘ্রই বিনাশ পায়, আর যে কুলে তাহারা আহ্লাদিতা থাকে সে কুল সর্ব্বদা বর্দ্ধনশীল হয়। অতএব চক্রবর্ত্তী কেন ধর্ম্মাতিবর্ত্তী হইয়া তোমাকে নিগ্রহ করিলেন? বাছা তুমি কি কোন অপরাধ করিয়াছ?

গর্ভ। এমন কিছু করি নাই, কেবল পুত্র প্রসব করেছিলাম।

ধর্ম্ম। তাহাতে অপরাধ কি? সৌভাগ্যবতী নারীই পুত্র প্রসব করে; বিশেষত "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনঃ।" পুত্রের নিমিত্তই দার গ্রহণ করিতে হয়, নতুবা ভার্য্যার প্রয়োজন কি? বিষ্ণুসংহিতাতে লিখিত আছে,

"পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা॥"

পুত্রমুখ দর্শন করিলে পুন্নাম নরকে গমন করিতে হয় না। যাহার দুরদৃষ্ট দোষবশে পুত্রমুখ নিরীক্ষিত না হয়, তাহাকে পুন্নাম নরকভোগ স্বীকার করিতে হয়। অতএব পুত্র প্রসব করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছ, তাহাতে অপরাধ কি?

গর্ভ। না, এক পুত্র না, অনেক পুত্র প্রসব করেছি।

ধর্ম্ম। তাহা ত অতি উত্তম, "এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ।" সংসারীরা বহু পুত্র ইচ্ছা করিবেক; যেহেতু অনেক পুত্র হইলে যদি কেহ গয়াধামে গমন করে, তাহা হইলেই চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত অনায়াসে উদ্ধার হইতে পারে। আর এক পুত্রে বংশরক্ষারও সন্দেহ। ভারতে কথিত আছে,

"একপুত্রো হ্যপুত্রো মে মতঃ কৌরবনন্দন।
একচক্ষুর্যথা চক্ষুর্নাশে তস্যান্ধএব সঃ॥"

যেমন কাণ ব্যক্তির বর্ত্তমান যে এক চক্ষু, তাহে আস্থা নাই, তন্নাশ হইলে অন্ধ হইতে হয়, সেইরূপ এক পুত্রীর সে পুত্র বিনাশ হইলে তাহার বংশ নির্মূলিত হইয়া যায়। বিশেষত নিমিত্তনিদানে কথিত আছে, "বহুপুত্রবতী নারী সুখসৌভাগ্যশালিনী।" যে স্ত্রী বহুপুত্রপ্রসবিনী সে লক্ষণাক্রান্তা, অতএব হরির মা! বাছা তুমি অনেক পুত্র প্রসব করিয়া সৌভাগ্যশালিনী হইয়াছ, ইহাতে তোমার অপরাধ আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

গর্ভ। তবে আপনি শুনুন, আমাদের বংশে সকলেই মেয়ে ব্যাচে, আমার বড় ভাসুর পাঁচটা মেয়ে বেচে কোটা করেছেন, আরো এখনো দুটো আছে। আমার চারিটিই ছেলে, মেয়ে হয় নি তাই আমাদের

সেই মিন্‌সে আমারে সর্ব্বদা তাড়না করে, বলে 'এমন হতভাগিনী তুই একটাও মেয়ে বিউতে পাল্লিনে।' এবার আবার সেই অলক্ষণে পেট উপস্থিত হয়েছে, আজি কোথা থেকে এসেই আমারে নিগ্রহ কল্যে, আর বল্যে 'এবার যদি না মেয়ে হয়, দূর করে দিবো?' তাই আপনি দয়া করে কিছু স্বস্ত্যেন করুন, যেন এবার মেয়ে হয়—আর আমি জ্বালা সৈতে পারিনে! (উচ্চৈঃস্বরে রোদন)

ধর্ম্ম। (কর্ণে হাত দিয়া) আঁা একি শুনি? রাম, রাম, রাম! নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ! কন্যা বিক্রয়! যাহা শ্রবণেও পাপস্পর্শে, এতাদৃশ ব্যাপারেও প্রাণিদিগের অভিরুচি! হা ভগবান্, এ কি! পদ্মপুরাণে কথিত আছে "কন্যাবিক্রয়িণো নাস্তি নরকান্নিষ্কৃতিঃ পুনঃ।" যে ব্যক্তি কন্যা বিক্রয় করে নরক হইতে তাহার নিস্তার নাই, সে চিরকাল নিরয়গামী হইয়া থাকে। এবং ক্রিয়াযোগসারে কথিত আছে "যঃ কন্যাবিক্রয়ং মূঢ়ো লোভাৎ প্রকুরুতে দ্বিজ। স গচ্ছেন্নরকং ঘোরং পুরীষহ্রদসংকুলং।" যে ব্যক্তি নিতান্ত ধনগৃধ্নুতা প্রযুক্ত অযুক্ত কন্যাবিক্রয়রূপ দুঃসহ পাতক স্বীকার করে তাহাকে বিষ্ঠাহ্রদ নরকে গমন করিতে হয়। এবং "কন্যাবিক্রয়িণঃ, পুংসো মুখং পশ্যেন্ন শাস্ত্রবিৎ। পশ্যেদজ্ঞানতোবাপি কুর্য্যাদ্ভাস্করদর্শনং॥"

যে ব্যক্তি অজ্ঞানত কন্যাবিক্রয়ীর মুখাবলোকন করে সেও সূর্য্যদর্শনস্বরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবেক। "যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম কন্যাবিক্রয়িণঃ পুনঃ। শুভং তৎ সকলং বিপ্র গচ্ছেদ্বিফলতাং প্রতি। কন্যাবিক্রেতা যদি কোন সৎকর্ম্ম করে তাহাও তাহার বিফল হয়। আর অধিক কি বলিব "তদ্দেশং পতিতং মন্যে যত্রাস্তে শুক্রবিক্রয়ী।" কন্যাপুত্রবিক্রেতা যে স্থানে বাস করে, সে দেশ পর্য্যন্ত পতিত হয়। অপর কুল-সর্ব্বস্ব গ্রন্থে লিখিত আছে "ন কুর্য্যাদর্থসম্বন্ধঃ কন্যা-দানে কদাচন"। কন্যাদাতা কন্যাগ্রহীতার সহিত কদাচ অর্থসম্বন্ধ করিবে না, করিলে কন্যাবিক্রয় দোষে লিপ্ত হয়, এই শাস্ত্রানুসারে অদ্যাবধি সজ্জন-গণ কদাচ বরপক্ষের দ্রব্যসামগ্রীও গ্রহণ করেন না এবং দৌহিত্রমুখ নিরীক্ষণের পূর্ব্বে জামাতৃগৃহে অভ্য-বহারেও বিমুখ থাকেন। শাস্ত্রে এইরূপ শুক্র বিক্র-য়ীর অশেষ প্রকার নরক লেখে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, পামরপ্রকৃতি প্রাণিগণ সেই সমস্ত দুর্দ্ধর্ষ পাপপুঞ্জ স্বীকারে বসুমতীকে দূষিত করিতেছে! বাছা হরির মা! তুমি এক্ষণে গৃহে যাও, আমি আশীর্ব্বাদ করি-লাম তোমার কন্যা হইবে, আর স্বস্ত্যয়ন করিতে হই-বেনা।

[গর্ভবতীর প্রস্থান।

তর্কবাগীশ! শুন্‌লে, কি কদর্য্য ব্যবহার! কন্যা-বিক্রয়, কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য!!!

তর্ক। সম্পন্ন ব্যক্তিরা কি করে? যাহারা দরিদ্র তাহারা কি করিবে, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ নিমিত্তই এই সকল পাপ স্বীকার করিয়া থাকে।

ধর্ম্ম। রেখে দেও তুমি সংসারযাত্রা। বৃক্ষে কি পত্র নাই?—নদীতে কি জল নাই?—অরণ্যভূমিতে কি স্থান নাই?—পল্লবে কি শয্যারচনা হয় না?—বামবাহু কি উপধান হইতে পারে না?—বল্কল কি পরিধেয় নহে? এই পৃথিবীতলে জগদীশ্বরদত্ত অযত্ন-সুলভ কি না আছে? কি না পাওয়া যায়? সকলই প্রাপ্ত হওয়া যায়—সকলই মিলে—তবে কি নিমিত্ত এই মহাপাতক?

তর্ক। মহাশয়! বর্ত্তমানকালীন মানবগণমধ্যে শাস্ত্রে শ্রদ্ধা অত্যল্প লোকের আছে, অলৌকিক যে পাপপদার্থ তাহা কত লোকে বিবেচনা করে? সুতরাং তাহাতেই এই দুষ্কার্য্যের প্রচার আছে।

ধর্ম্ম। তা শাস্ত্রই যেন না মানিলেক, কন্যা বিক্রয়ের দৃষ্টদোষও দর্শন করে না?

তর্ক। দৃষ্টদোষ শুনিতে ইচ্ছা করি।

ধর্ম্ম। শুন্‌বে, শুন; আজন্ম পর্য্যন্ত স্নেহ পূর্ব্বক যে কন্যার লালন-পালন করা যায়, পোষিত গৃহ-

কুক্কুটের ন্যায় তাহাকে বিক্রয় করা কি বিহিত কার্য্য? বিশেষত কন্যাবাণিজিকেরা পাত্রের বিদ্যা, বুদ্ধি, রীতি, চরিত্র, কিছুই বিবেচনা করে না? যাহার নিকটে অভিমত পণ প্রাপ্ত হয় সে ব্যক্তি জরাজীর্ণ, ব্যাধিশীর্ণ, বিবর্ণ, বিরূপ, নির্গুণ হইলেও তাহার করে ঐ স্নেহময় কন্যারত্নকে বিসর্জ্জন করে,—আহা! তাহারা কি নির্দয়!! কি নিষ্ঠুর, কি নিষ্ঠুর!!! এই সকল ব্যাপারেই এতদ্দেশে মহা অমঙ্গল ঘটিতেছে।

তর্ক। দেশের অপকার কি?

ধর্ম্ম। নয় কেন? কোন ব্যক্তি, রুগ্ন, ভুগ্ন, অন্ধ, বধির হইয়াও ধনগৌরবে কোন সুরূপা কামিনীর কর গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার অমূল্য যৌবনধারণের বৈফল্য বিধান করিতেছে, কোথাও বা উত্তম বিদ্বান্, রূপবান্, চরিত্রবান্ যুবক নির্ধনতায় বিবাহ করিতে অসমর্থ হইতেছে, ইহাতে এ প্রদেশে কত অনিষ্ট ঘটিতেছে, দেখ দেখি।

তর্ক। ভাল, প্রজার পক্ষে এমন অনিষ্ট, রাজা কেন বিবেচনা করেন না?

ধর্ম্ম। ঐত আক্ষেপের বিষয়! বঙ্গালি কুপ্রথার পরিবর্ত্তনে ও অপত্যবিক্রয়বারণে যদি রাজ-পুরুষেরা মনোযোগী হন তবেই বঙ্গভূমির সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়; কিন্তু তাঁহারা প্রজার ধর্ম্মে হস্তার্পণ করেন না।

তর্ক। মহাশয়! এতো ধর্ম্ম নয়, যাহা বিহিত কার্য্য তাহাই ধর্ম্ম। এক ব্যক্তি যত অভিলাষ ততই বিবাহ করিবে, কেহবা বিবাহ করিতে পারিবে না— ইহা কি প্রকারে বিহিত হয়? বিশেষত "রাজ্যে মনুষ্য-বিক্রয় লইবে না" এরূপ রাজনিয়ম আছে, এ নিয়মানুসারে কন্যাবিক্রয়নিষেধ হইতে পারে এবং "স্ত্রীকে ভরণ পোষণ করিতে হয়" এ নিয়মেও ফলে ফলে বিবাহবাণিজ্যনিবারণ হইতে পারে।

ধর্ম্ম। হাঁ বাপু, ভাল বলিয়াছ। আমিও এই বঙ্গ-রাজ্যের সাময়িক উন্নতি দেখিয়া বোধ করি, ক্রমশঃ রাজপুরুষেরা এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন।

তর্ক। ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আপনি ত কন্যাবি-ক্রয়ের দোষোদ্ঘোষণ করিলেন, ভাল, কন্যা ক্রয় করিয়া যাহারা বিবাহ করে তাহাদিগের কিছু দোষ আছে কি না?

ধর্ম্ম। কিছু কেমন?

তর্ক। বলুন না কি দোষ, শুনিতে শুনিতে যাই— জানা থাকা ভাল।

ধর্ম্ম। ক্রয় করিয়া বিবাহ করিলে বিবাহই সিদ্ধ হয় না, অন্যে পরে কা কথা,

"ক্রয়ক্রীতা তু যা নারী ন সা পত্ন্যভিধীয়তে।
ন সা দৈবে ন সা পৈত্রে দাসীং তাং কবয়ো বিদুঃ॥"

ক্রীত বিবাহিত স্ত্রী দাসীতুল্যা, পত্নী নহে। আর তাহার পুত্রও 'দাসপুত্র' বলিয়া শাস্ত্রে খ্যাত আছে।

"ক্রীতা যা রমিতা মূল্যৈঃ সা দাসীতি নিগদ্যতে।
তস্মাৎ যো জায়তে পুত্রো দাসপুত্রস্তু স স্মৃতঃ ॥"

এবং বিক্রীত কন্যার পুত্রসকল ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত, তাহাকে চণ্ডালতুল্যও কহিয়াছেন।

"বিক্রীতায়াশ্চ কন্যায়াঃ পুত্রো যো জায়তে দ্বিজঃ।
স চণ্ডালইব জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥"

অপর রাজা যদি ক্রয় করিয়া বিবাহ করেন, তাহা হইলে সে স্ত্রীর পুত্র রাজ্যাধিকারী হয় না;—ব্রাহ্মণ যদি ক্রয় করিয়া বিবাহ করেন, তবে সে স্ত্রীর পুত্র তাহার শ্রাদ্ধাধিকারী হয় না, সে পুত্র সকলপুত্রের অধম।

"ন রাজ্ঞো রাজ্যভাক্ স স্যাদ্বিপ্রাণাং শ্রাদ্ধকৃন্নচ।
অধমঃ সর্ব্বপুত্রেভ্যস্তস্মাত্তং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥"

তর্ক। মহাশয়! এ সকল প্রমাণ কোথাকার?

ধর্ম্ম। কেন? অতি প্রাচীন দত্তক মীমাংসাতে ধৃত হইয়াছে।

তর্ক। তবেত ক্রয় করিয়া বিবাহ করাও অতি মন্দ!

ধর্ম্ম। হাঁ (শঙ্খবাদ্য শুনিয়া) চল চল আমরা যাই (কিয়দ্দূরে যাইয়া) এই যে কুলপালকের বাটী, চল প্রবিষ্ট হওয়া যাউক।

তর্ক। যে আজ্ঞা, আপনি অগ্রসর হউন।

[বাটীর মধ্যে উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

শিশুকে সঙ্গে লইয়া সুমতির প্রবেশ।

সুমতি। (শিশুর প্রতি) বাছা একবার ডাক্‌না, মদ্যে গেল কোথা? কলারের নেমন্তন্ন হয়েছে, বেলা-বেলি ছেলেটা নে যাকু না কেন?

শিশু। ওমা, তুই আমাকে কলারে নে যা, আমি তোর সঙ্গে যাব।

সুমতি। বাছা! আমি কি সেথায় যেতে পারি।

শিশু। কেন পারিস্ নে—তুই পার্‌বি।

সুমতি। আমি যে মেয়ে মানুষ, কেমন করে যাব?

শিশু। না, তুই মেয়ে মানুষ নয়—তুই যাবি—আয়, আমার সঙ্গে আয় (অঞ্চলাকর্ষণ)।

সুমতি। না বাছা, আমি গেলে লোকে নিন্দে কর্বে, তুই ডাক্, সে এখন তোকে নে যাবে।

শিশু। ওমা! কাকে ডাক্‌ব? কে নে যাবে মা!

সুমতি। সেই মিন্সেকে ডাক্,—থাকে থাকে নি-উদ্দেশ হয়।

শিশু। কোন মিন্সেকে মা? যে আমাদের ঘর ছেয়েছিল?

সুমতি। না না, তাকে কেন?

শিশু। (সজলনয়নে) তবে আবার কোন মিন্সেকে ডাক্‌বো?

সুমতি। সেই কত্তাকে রে কত্তাকে; ছেলেটাও তেম্নি!

শিশু। কোত্তাকে, তাই বল্‌না কেন।—আয় তূ তূ তূ।

সুমতি। (সক্রোধে) না রে পোড়া কপালে ছেলে, কুকুরকে কেন?

শিশু। (সরোদনে) আঁ, আঁ। তুই যে বল্যি কোত্তাকে, তবে আবার কোত্তা কে?

সুমতি। সেই তোদের তাকে।

শিশু। (সাভিলাষে) ওমা! আমাদের তাকে কি আছে মা? বল্‌না, মা বল।

সুমতি। কি দায় হলো! এখানেও কেউ নাই যে বলে দেয়।

উদরপরায়ণের প্রবেশ।

উদর। কালে কালে সব গেল কি হইল ভাই।
পূর্ব্বমত ফলার নয়নে দেখি নাই॥

থাকিত ঘরেতে মোর হাঁড়িপোরা লুচি।
খাইতে খাইতে তাহা হইত অরুচি॥
দিন দিন কত কত জুটিত ফলার।
এখন মণ্ডার গন্ধ আর মিলা ভার॥
এমন দুর্ভাগা দেশে মারী ভয় নাই।
ভাবি তাই কোথা গেলে আদ্য শ্রাদ্ধ পাই॥
বিবাহের দফা রফা বল্লালে করেছে।
খাতা পত্র যাহা ছিল হারিয়ে গিয়েছে॥
তাই আমি দৈয়ে হাটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
ফলার সন্ধান করি খুঁজিয়া খুঁজিয়া॥

হায় কিছুই হলো না! এতটা পরিশ্রম করিলাম।

পরিশ্রম হলো সার নাহি মিলিল ফলার
ফল আর জীবনে কি আছে।
গৃহঅন্নে নাই রুচি ত্যজিছি লক্ষীর খুচি
লুচি বিনে কিসে প্রাণ বাঁচে॥

শিশু। (আহ্লাদে) ওমা, ওমা, এই যে বাবা এয়েচে! আমি বাবার সঙ্গে যাব।

উদর। কি রে তুই এখানে কেন? একা এসেছিস্ নাকি?

শিশু। (শীঘ্র গিয়া পিতার অঙ্গুলি ধারণ পূর্ব্বক)

এই যে বাবা এয়েচে, এই যে বাবা এয়েচে, ও বাবা! ও বাবা! আমি মার সঙ্গে এইচি, ঐ মা দাড়িয়ে আছে।

(হস্তদ্বারা দর্শায়)

উদর। (সুমতির প্রতি সক্রোধে) কি! এমন যোগ্যতা একেবারে রাস্তার উপর! লজ্জা নাই! ভাদ্র মাসের তালের মত কীল না পেলে বুঝি হবে না? এই চারিদিগে পুরুষ, এখানে আসা, দেক্‌বি একবার?

শিশু। বাবা, মা তোকে ডাকুতে এয়েচে।

উদর। আমাকে ডাক্‌তে এসেছে কি আর কাকে ডাকুতে এসেছে, তার নিশ্চয় কি?

সুমতি। (সভয়ে) ফলারের কথা বলুতে এসেচি।

উদর। (সানন্দে) আঁ, কি বল্যি? নিকটে আয়, নিকটে আয়, এখানে কেহই নাই, এত লজ্জাই কি? ভাল তুইত আর নবধ্বাগমনের বৌ নোস্, (সুমতিকে নিকটে আনিয়া) কি বল-দেখি, ফলার জুটেছে, বলিস্ কি! নিমন্ত্রণ না অনিমন্ত্রণ?

সুমতি। অনিমন্তন্ন আবার কি?

উদর। তুই মেয়ে মানুষ কি বুঝিবি? নিমন্ত্রণ অপেক্ষা অনিমন্ত্রণে অধিক মজা, নিমন্ত্রণে পেটে হয়, অনিমন্ত্রণে পেটে পিটে দুয়েতেই হয়।

সুমতি। তা এত আমি জানিনে ; বাড়ুয্যের বাড়ী নিমন্তন্ন হয়েছে, সেথায় বে।

উদর। ঐ ও পাড়ায় কুলপালকের বাড়ী? ফলার কেমন রকম্ ?

সুমতি। (সাঙ্গভঙ্গে) ফলার আবার কেমন রকম্, কথা শুন্‌লে গা জ্বালা করে।

উদর। হা ক্ষেপি, কিছুই জানিস্‌নে! ফলার তিন প্রকার; উত্তম, মধ্যম, আর অধম। ইহাদের প্রত্যে-কের লক্ষণ শুন্‌বি? শুনে রাখ, যদি কখন কাযে লাগে।

উত্তম ফলার।

ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি দুচারি আদার কুচি
কচুরি তাহাতে খান দুই।
ছকা আর শাক ভাজা মতিচুর বঁদে খাজা
ফলারের জোগাড় বড়ই ॥
নিখুতি জিলাপি গজা ছানাবড়া বড় মজা
শুনে সক্‌সক্ করে নোলা।
হরেক রকম মণ্ডা যদি দেয় গণ্ডা গণ্ডা
যত খাই তত হয় তোলা ॥
খুরি পুরি ক্ষীর তায় চাহিলে অধিক পায়
কাতারি কাটিয়ে শুকো দই।

অনন্তর বাম হাতে দক্ষিণা পানের সাতে
উত্তম ফলার তাকে কই॥

মধ্যম ফলার।

সরু চিড়ে শুকো দই মর্ত্তমান ফাকা খই
খাসা মণ্ডা পাতপোরা হয়।
মধ্যম ফলার তবে বৈদিক ব্রাহ্মণে করে
দক্ষিণাটা ইহাতেও রয়॥

অধম ফলার।

গুমো চিড়ে জলো দই তিত গুড় ধেনো খই
পেট ভরা যদি নাহি হয়॥
রৌদ্দুরেতে মাথা কাটে হাত দিয়ে পাত চাটে
অধম ফলার তাকে কয়॥

এইত তিন প্রকার ফলার, তা সেথায় কোন প্রকার?

সুমতি। তা আমি কি জানি? আমি ত সেথায় যাই নাই।

উদর। পায় পায় যেতে পারিস্‌নে? এবার অবধি যাইস্।

সুমতি। (সহাস্য মুখে) ভাল তাই হবে, এখন তুমি যাও আর রঙ্গে কায নাই।

উদর। চল্যেম—দুর্গা দুর্গা।

শিশু। ও বাবা! আমি যাব।

উদর। (সক্রোধে) আঃ পেচু ডাক্‌লি, দূর হ, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছায় একটি কলার পেলাম, এই তার দফা রফা হলো।

সুমতি। ছেলে মানুষ, জ্ঞান কি? তুমি ওকে সঙ্গে নে যাও।

উদর। হাঁঃ, একেত সেই থুব্‌ড়ো মেয়েদ্দের বে, তায় আবার এই অযাত্রা। তুই ওকে নে ঘরে যা।

শিশু। (সরোদনে) অঁা অঁা অঁা—ওমা আমি যাব।

সুমতি। (ঈষৎক্রোধে) আঃ, নে যাওনা কেন—ও কি তোমার ভাগ কেড়ে খাবে? ছেলে মানুষ, কাঁদ্‌চে।

উদর। মর মাগি, ওকে নে গে কি হবে ও কি কলার কত্তো শিখেছে? (শিশুর প্রতি) কেমন্ রে, কলার কত্তো পার্‌বি?

শিশু। হা আমি পার্‌বো।

উদর। ভাল, কৈমন্ পার্‌বি বল্ দেখি, কখানা পাত পাতবি?

শিশু। আমি এক খানা পাত পাত্‌বো।

উদর। (সভ্রূভঙ্গে) এক খানা পাত? তবে খাবি বা কিসে—নিবি বা কিসে বল দেখি?

শিশু। আমি সব্ খাব।

উদর। তবেই হলো, আজিও তুই কিছুই শিখ-লিনে?

সুমতি। আঃ, শিকিই কেন দেও না? তুমি কি পেটে থেকে পড়েই শিকেচ? ছেলে মানুষ, কি জানে, এত তাড়না কর কেন।

উদর। আঃ মলো, এ মাগী বলে কি? কলার কি কেউ কাক শেখায়? আমি আপনাহতেই শিখিছি, কিন্তু ছেলেটা আমার তেমন হলো না! হবে কি, তুই যে প্রতিদিন সকালে পাতের তাড়ি, দোত, কমল দে সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠশালে পাঠাইস্, তাতেই উচ্ছন্ন গেল। কালির আঁক পাড়লে ধার কর্জ্জ হয় জানিস নে? আমারও ঐরূপ কিছু দিন হয়েছিল, মা বাপ্ আমাকে গুরু মহাশয়ের কাছে দশ বার দিন প্রায় পাঠায়েছিল, তাতেই আমি নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছিলাম, কিন্তু আমার অদৃষ্ট ভাল, সেই মা বাপ্ অমনি অক্কা পেলে, আর আমায় পায় কে। তুই তেমনি এ ছেলেটার মাথা খেতে বসিছিস্, ওকে নষ্ট কর্‌বি?— যা ইচ্ছে। আমি ওরে নে যেতে পারিবো না।

শিশু। (সরোদনে) আমি যাব, আঁ আঁ।

সুমতি। ভাল মন্দ সামগ্রী খেতে পায় না, নে যাও, খেয়ে আস্‌বে।

উদর। ভালই খেতে পায় না—মন্দ সামগ্রী খেতে

পাবে না কেন? তুই মাগি ভারি দুষ্ট, আমার অখ্যাত কচ্চিস্।

সুমতি। তুমি একে নে যাও, আর রঙ্গে কায নাই।

উদর। কি আপদ্, ওকে নে গে কি হবে? ও কি খেতে শিখেছে? (শিশুর প্রতি) কেমন রে, তুই ফলার কত্তো শিখিছিস্?

শিশু। (চক্ষুর জল মুছিয়া) হাঁ শিকিচি।

উদর। আচ্ছা, বল্ দেখি কেমন শিখিছিস্, ফলারে গে কি খাবি?

শিশু। বাবা! আমি পরমান্ন খাব।

উদর। দেখ্লি মাগি, দেখ্লি; ও বানর সন্তান— ওর কি বুদ্ধি আছে, ফলারে কি পরমান্ন থাকে? (শিশুর প্রতি) ওরে লুচি, মতিচুর, সন্দেশ, দই, এই সকল আছে, এর মধ্যে আগে কি খাবি?

শিশু। আমি আগে দই খাব।

উদর। (শিশুকে চপেটাঘাত পূর্ব্বক) মরে যা, এমন সন্তান থাকা চেয়ে না থাকা ভাল! আগে দই খেলে কি আর কিছু খেতে পারে?

(রোরুদ্যমান শিশুকে অভিমানে ক্রোড়ে লইয়া গৃহে সুমতির প্রস্থান)

থাক্ উৎপাত গেল, এখন আমি যাই (পথে গমন) কৈ

কাহাকেও যে দেখি না, একলাই যাব? (অগ্রে দেখিয়া) এই যে ন্যায়লঙ্কার মহাশয় আসিতেছেন।

ন্যায়ালঙ্কারের প্রবেশ।

ন্যায়া। কে হে তুমি, কোথায় যাইতেছ?

উদর। আমি, মহাশয় বের নিমন্ত্রণে যাবেন না?

ন্যায়া। (নস্য লইয়া অট্টহাস্য মুখে) বিবাহ কোথায় হে? ও পাড়ায় একটা বৃষোৎসর্গ।

উদর। আমি শুনিলাম বাঁড়য্যের বাড়ী নাকি বে।

ন্যায়া। হাঁ হাঁ, তাই বটে। কুলপালক একটা বৃদ্ধ বর আনিয়াছে তাহাকে চারিটা মেয়ে দিবে, তাই বলি বৎসতরী চতুষ্টয় সহিত বৃষোৎসর্গ। তা সে স্থানে গমন করিয়া কি হইবে? কিছুই না, চতুষ্পাঠীর অর্দ্ধ মুদ্রাও পাওয়া দুষ্কর। কুলীন বরের বিবাহ কি বিবাহ?

উদর। আমি কুলীন মৌলিক খুঁজি না, চৌপাড়ীর টাকারও অনুসন্ধান করি না; বুঝিতে পারি, ফলার ভাল হলেই বে ভাল হয়।

ন্যায়া। হাঁ, তাহা তোমার পক্ষে বটে।

"কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতং।
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ॥"

অর্থাৎ কন্যা—বরের উত্তম রূপ হইলেই ভাল

বিবাহ বোধ করে; কন্যার মাতা—যে বরের ঐশ্বর্য্য আছে তাহাতে কন্যার বিবাহ হইলেই কৃতার্থা হয়; কন্যার পিতা—বিদ্বান্‌কে জামাতা করিতে নিতান্তই অভিলাষী থাকে; এবং কন্যার ভ্রাতা, পিতৃব্য-ভ্রাতা প্রভৃতি বান্ধবগণ—বরের কৌলীন্য বিবেচনা করে; অন্যান্য ব্যক্তিরা—উত্তম মিষ্টান্ন পাইলেই অত্যুত্তম বিবাহ বোধ করে থাকে। সুতরাং তোমার পক্ষে ফলার হইলেই বিবাহ ভাল হয়।

উদর। আজ্ঞা, ঠিক্ বলেছেন। তবে যাবেন না কি?

ন্যায়। চল যাওয়া যাকু, যাওয়াটা ভাল।

উদর। আসুন মহাশয়! (উভয়ের কিঞ্চিদ্গমন)।

ন্যায়। নাহে, ওপথে স্ত্রীলোকে গমনাগমন করিতেছে, এই পথেই যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

জলকলস কক্ষে মাধবী ও মহিলার প্রবেশ।

মাধবী। (স্বগত) আঃ, এ পোড়া বসন্তকাল আর কত কাল থাকিবে? যায় যায় তবু যায় না, আর যে বাঁচি না?

দুরন্ত বসন্ত কাল এযে যুবতীর কাল
কাল পেয়ে কি কাল ঘটায়।

পতির বিচ্ছেদবাণ কত আর সহে প্রাণ
বুঝি ত্রাণ নাহি ইথে পায় ॥
কলঙ্ক শশাঙ্কোপরে সুধাময় বিষকরে
বরিষণ করে নিরন্তর।
নাম তার নিশাকর লোকে কহে সুধাকর
আমি বুঝিলাম বিষাকর ॥
মঞ্জরিল তরুগণ ফলপুষ্পে সুশোভন
লতায় বেষ্টিত হয়ে শোভে।
হেরিয়া চূতমুকুল অলিকুল অনুকূল
ব্যাকুল হইল মধুলোভে ॥
বিহঙ্গম ঝাঁকে ঝাঁকে শাখায় শাখায় ডাকে
কল কল ধ্বনি অবিরত।
অতি সুমধুর স্বরে গান করে পিকবরে
কুহূ কুহূ শব্দ করে কত ॥
পাখি বহুকথাকহ বলে বহু কথা কহ
শুনি মনে শোক উপজিল।
বনের পাখীর কথা, শুনে মনে পাই ব্যথা
কালে কালে কি কাল ঘটিল ॥
কুরঙ্গ কুরঙ্গী সঙ্গে মত্ত হয়ে রস রঙ্গে
অনঙ্গের যজ্ঞ পূর্ণ করে।
সারি সারি শুক সারি গান করে কত সারি
মরি মরি কি হলো অন্তরে ॥

মরাল মরালবধূ কেলি করে পেয়ে বঁধু
দেখি মোর বঁধু মনে হয়।
দিবে কি সে দিন বিধি পাব কি সে গুণনিধি
পাইলেও না হয় প্রত্যয়॥
সরোবর সুনির্ম্মল শত শত শতদল
তাহে আর নানা জলফুল।
কমলিনী সুসংমানে নিরন্তর মধুদানে
পরিতোষ পায় অলিকুল॥
মাধবীর মকরন্দ ভরে হয়ে মন্দ মন্দ
গন্ধবহ বহে নিরন্তর।
মলয় আলয় ছাড়ি সদা ফেরে বাড়ি বাড়ি
বিরহীর দহিতে অন্তর॥
এ সব সামন্ত যার বসন্ত নাম তাহার
অনুমানি মদনপ্রেরিত।
ছাই হয়ে ছাই হলো মরে বাঁচে দেখা গেলো
হায় হায় একি বিপরীত॥
এবার করেছি পণ পূজে সেই ত্রিলোচন
বর মেগে লব মনোমত।
কন্দর্পের দর্প চূর্ণ পুন হলে আশাপূর্ণ
এবার না বাঁচে হলে হত॥

মহিলা। (পশ্চাদ্ভাগে দেখিয়া) কেও? ওলো মাধবি দিদি! চলে আয় আয়, একা একা কি বল্-

চিস্?—এট্টু শীগ্রি আয়্, কলসীই কি এত ভারী? জল বৈ তো নয়।

মাধবী। যাই গো যাই, এট্টু দাঁড়া। (নিকটে আগমন)

মহিলা। আছিস্তো ভাল? অনেক দিন দেখিনি কেন? (দেখিয়া) কেম বৌন্ এত কাহিল হয়েচিস্ কেন? মুখ মলিন, এমন বিশ্রী কেন হলি?

মাধবী। আর সখি বিশ্রীর কারণ জিজ্ঞাসা কি করিতেছিস্? এই সরস মধুসময়ে মধুকরের সম্পর্ক না থাকিলে মাধবীর কি মনোহর শোভা হয়?

মহিলা। না ভাই, তোর কথা বুঝা যায়্ না, তুই খান্‌দুই বহি পড়েছিলি; তাই একবারে অধ্যাপক ভট্টাচায্যির মত কথা কইস্। ভাল করে না বল্যে আমি বুঝ্‌তে পারি নে।

মাধবী। সখি! তোর মন এমন সরল যে আমার কথাও বুঝিতে পার না? বলি কি, কৃতান্ত তুল্য দুরন্ত এই বসন্তকাল, এ সময়ে কান্ত বিরহে অন্তঃ-করণ অশান্ত হইয়াছে, তাহাতে কি রূপে সরসবদনে মদনবাণ সহ্য করি? তাই ম্লানমুখে আছি।

মহিলা। ভাই, তুই মদন মদন কচ্চিস্ মদন আবার কে? আমাতো এত বয়েস্ হয়েছে আমি কখন মদন খাইও নি, ছুঁইও নি; তা বল্‌না ভাই মদন কেমনতর?

মাধবী। (হাস্য মুখে) মদন কি খেতে ছুঁতে হয়? সে এক জন দেবতা, কিন্তু পূজা করিলে তুষ্ট হয় তেমন দেবতা নয়।

মহিলা। তবে কেমন দেবতা? অপদেবতা? এই ভূত টুত যেমন তেমনি নাকি?

মাধবী। ভূতই এক প্রকার বটে, কিন্তু অন্য ভূতে পেলে মন্ত্র তন্ত্রে ছাড়ে, ইহার আর সে যো নাই।

মহিলা। (সভয়ে) ওমা কি হলো? পাছে আমায় পায়। ওলো মাধবি দিদি! কোথা যাব? রাম রাম।

মাধবী। মরণ্ আরকি, এই যে কথায় বলে "হস্তীর কাঁধে এসে যায়, হাম্বা দেখে ভয় পায়" তাই যে দেখি।

মহিলা। না দিদি যথার্থ আমার ভয় হয়েছে।

মাধবী। ভয় কি লো? সেকি সত্য সত্যই ভূত! ভূত নয় রে সে অদ্ভুত।

মহিলা। তবে সে কি করে? তার ক্ষমতা কি?

মাধবী। তার অসাধারণ ক্ষমতা। তার বিক্রম অতি আশ্চর্য্য।

মলয়ের সমীরণ রণরথ যার।
পঞ্চাধিক নাহি শর যুদ্ধ করিবার॥
নিজে সে অতনু কাম ফুলধনু করে।
যে ধনুর ছিলা বাঁধা মত্ত মধুকরে॥

বসন্ত সামন্ত মাত্র নাহি অন্য মিত্র।
তথাপি সে বিশ্বজয়ী এ বড় বিচিত্র॥
নির্জ্জরও যার বাণে সদা জর জর।
কার সাধ্য তার বাণে হয় আগুসর॥

সে দুর্জ্জয় মদন কি না করিতে পারে? এই বিশ্ব-সংসারে তাহার অসাধ্য কি আছে?

মহর্ষি ব্রহ্মর্ষি দেব দেবর্ষি দানব।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ রাক্ষস মানব॥
কন্দর্প করিয়া দর্প বাণ যদি ধরে।
অনায়াসে ত্রিভুবন পরাজয় করে॥

মহিলা। সেকি সই! বলিস্ কি? মুনিঋষিগণ যাঁরা বড় জ্ঞানী, তাঁরাও কি তার বাণে মুগ্ধ হয়?

মাধবী। তার আশ্চর্য্য কি?

পুরাণ প্রবন্ধে শুনি বিশ্বামিত্র মহামুনি
যিনি তপোধনের প্রধান।
বিদ্যাধরী মেনকার রূপ হেরি চমৎকার
তিনিও ধরিতে তারে যান॥
সর্ব্বদেব পুরোহিত হিতাহিত সুবিদিত
বৃহস্পতি সদা ধর্ম্মে রত।
ভেয়ের রমণী পেয়ে নিজ ধর্ম্ম পাসরিয়ে
হন তার সঙ্গমে উন্মত॥

বয়সে প্রবীণ অতি পরাশর মহামতি
দাস কন্যা করেন দূষণ।
শুনি সখি একি রঙ্গ অত্রি করে মৃগীসঙ্গ
স্মরের এমন শরাসন॥
শচীপতি দেবরাজ শুনলো তাহার কায
লাজ নাই দেবতা হইয়া।
কুটীরে না হেরে মুনি প্রবেশিয়া সে অমনি
রঙ্গ করে অহল্যারে নিয়া॥
বিধাতা হইয়া কামী আপন তনয়াগামী
সূর্য্য করে বড়বা লঙ্ঘন।
গুরুপত্নী হরে ইন্দু ধরেছে কলঙ্কবিন্দু
আছে দেখ তার নিদর্শন॥

সই! সেই পোড়া মদন সব পারে, তার আশ্চর্য্য কিছুই নাই।

মহিলা। তাকে কি কেউ শাসন কত্যে পারে না?

মাধবী। কখনই কেহ পারে নাই, কিন্তু একবার মহাদেব সেই কন্দর্পের দর্প চূর্ণ করেছিলেন।

মহিলা। খুব্ করে চিলেন। একেবারে মেরে ফেল্লেই ভাল হতো।

মাধবী। হাঁ, একেবারেই নষ্ট করেছিলেন, কিন্তু তাহার স্ত্রী রতির বড় করুণ রোদন শুনিয়া তাকে আবার প্রাণ দান দেন!

মহিলা। হাঁ দিতে পারেন, লোকে তাঁহাকে আশুতোষ কহে।

মাধবী। সে কন্দর্প তদবধি সেই ভয়ে আর পুরু-ষের নিকটেও যায় না, কেবল অবলা স্ত্রীজাতির প্রতিই দৌরাত্ম্য প্রকাশ করে। বিশেষত বিরহিনী দেখিলে তাহার অধিক প্রতাপ প্রকাশ পায়। অতএব আমি কান্তবিহীনা, সুতরাং তাহার দুঃসহ বাণে দেহ দাহ হই-তেছে, আর আমার দুঃখের কথা কি জিজ্ঞাসা করিস্?

মহিলা। তুই ভাই আপনার রূপের গৌরবেই মচ্চিস্, তোর উপযুক্ত কান্ত কি এ পৃথিবীমধ্যে নাই? এতো লোক আছে কেহই তোর কান্ত হইতে পারে না? আমার ভাই, তেমন রূপ নাই আমার কত শত কান্ত গড়াগড়ি ছড়াছড়ি যাচ্যে।

মাধবী। মহিলে! কি কহিলে? পরপুরুষাভি-লাষ করা কুলকামিনীদিগের অতি অনুচিত। পতি-ব্রতোপাখ্যানে দেখিয়াছি "পতিসেবাই আমাদিগের প্রধান ধর্ম্ম।"

মহিলা। (সোৎসুকা হইয়া) অলো সই, পতি কি? কাকে বলে বল্‌না শুনি? আমরা ত কুলীনের মেয়ে, পুরাণ শুন্তে গে কথকের মুখে এক বার পতিশব্দ শুনেছিলাম, আর এই তোর কাছে শুন্‌ছি, কখন ত দেখি নাই সে কেমন।

মাধবী। যে পুরুষ যাহাকে বিবাহ করে সেই তার পতি। কেন সখি! তোর কি বে হয় নাই?

মহিলা। হাঁ, অনেক কাল হলো আমার বে হয়েছিল বটে, তা সে যিনি বে করে ছিলেন, সেই তি নিই কি আমার পতি?

মাধবী। হাঁ সখি! সেই তোর পতি।

মহিলা। সে আমার পতি ত নয়, সে কেবল অধর্ম্মেই পতিত।

মাধবী। কেন ভাই! এমন কথা বল্যি?

মহিলা। বলি কেন, বলি সে ত আমার নয়নপথে কখন পতিত হলো না; তাহাদ্বারা দুঃসহ যৌবন যাতনা হইতে ত নিস্তার পেলেম না, তবে সে কি পতি? তাকে পতি বল্‌বো কেন?

মাধবী। (সপরিহাসে) তবে কাকে বল্‌বি বল?

মহিলা। কেন? বল্‌বার আবার ভাবনা কি? কত লোক আছে। আমি ত তোর মত নৈ, কেন হবো? লোকে বলে "আম ফুরালে আমৃসি, যৌবন ফুরালে কাঁদ্যে বসি" এমন সুখের সময় কেন দুঃখে কাটাব? তুইও আমার মতে আয়, কেন যৌবন বিফল করিতেছিস্?

মাধবী। মহিলে! কি কহিলে? কুলকামিনীদিগের পুরুষান্তর অভিলাষ করা বড়ই মন্দ। যদি বিধি

নিরবধি সেই গুণনিধিকে বঞ্চিত করেন, কি করি। এই অকিঞ্চিৎকর যৌবন তার চির দিন কি সঞ্চিত থাকিবে? কখনও কালের মুখে পড়িবে না? না পড়ুক পরপুরুষের প্রতি কদাচ দৃষ্টি প্রদান করিব না।

মহিলা। তোর ভাই! যেমন কথা,—পরপুরুষ আপনপুরুষ, কি লো? পুরুষ হলেই হয়, আমি যা বুঝি।

আপনার বল কারে আপন নাহি সংসারে
শুন সই বলি কিছু সার।
সকলি জেন লো পর পর বিনা হিতকর
কেহ নহে কদাচ কাহার॥
জন্ম হয় পর ঘরে বিবাহ করিয়া পরে
পরে দেশান্তরে নিয়া যায়।
পরঘরে হয় বাস পরদ্রব্যে অভিলাষ
পরবৈ কে কারে কোথা পায়॥
পরে প্রেম করে দান পর প্রতি অভিমান
হয় সবে পর সুখে সুখী।
পরদুঃখে দুঃখ পায় পরের প্রেমের দায়
পরস্পার দেখ বিধুমুখি॥
অমূল্য যৌবনধন পরে হবে বিতরণ
পর নিয়া থাকা চির দিন।

পরের সঙ্গের সঙ্গী　পররঙ্গে সদা রঙ্গী
দেখ সখি পরে পরাধীন॥

শুন্‌লি, আর কেন? এখন আয় আমার সঙ্গে।

মাধবী। সখি! লোকে বলে "কুকর্ম্ম করিলে পরকাল যায়" তাই ভাবি, অল্পকালের নিমিত্ত পরকালটা নষ্ট করিব?

মহিলা। (হাস্যমুখে) মাধবি! তোর বোধ নাই "পরকাল পরের কথা" তা বলে কি এখন উপস্থিত সুখে বিমুখ হওয়া যায়?

মাধবী। হঁা তাও বটে, কিন্তু আপাতত এই যে পোড়া পাড়ার লোকে অখ্যাতি করিবে তার কি করি দিদি?

মহিলা। কে জান্তে পারিবে? তুইও যেমন বোন্।

মাধবী। প্রথমে নাই জানুক, কিন্তু 'তা হয়' তবেই বিভ্রাট্।

মহিলা। বিভ্রাট্ কি? 'তা হয়। অপূর্ব্ব একটি মুখুয্যা হবে'।

মাধবী। ছি সখি! সে কেমন? লোক হাসিবে, তাচ্চে ত তা ভাল?

মহিলা। ভাল বটে, কেন কর্ব্বি? এতেই লোক-নিন্দা কি? কুলীনের মেয়ে গঙ্গাজল ধুয়ে খায় এমন্ন কটা আছে।

মাধবী। ভাই! মা বাপ্ কিছু মনে কর্য্যো না।

মহিলা। (হাস্য মুখে) তুই বড় নেকা, তাঁরা কি জানেন না? যখন কুলীনকে দেন তখনি জেনে থাকেন। তা করিস্, আপনারই ভাল, ভালজন্যে বলিলাম তা আমি এখন যাই ভাই।

মাধবী। (সকরুণবাক্যে) দাঁড়া দিদি! যদি সব বলিয়ে তবে একটা কথা বল এখন আমি কি করি?

মহিলা। (সক্রভঙ্গে) পারিস্ত আমার সঙ্গে শ্রীহরি, আর কি করি?

মাধবী। তুই আমায় রক্ষা কর, তুই না করিলে কে করিবে। চল তোর সঙ্গে যাই, যা করিস্।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক

জাহ্নবী ও শাম্ভবীর প্রবেশ।

জাহ্নবী। অলো শাম্ভবি! একি শুন্তে পাই লো, সত্যি সত্যিই নাকি রে?

শাম্ভবী। হাঁ দিদি! বুঝি সত্যিই হলো গো, সব উয্যুগ হচ্যে দেখিলাম।

জাহ্নবী। হায় কি বলিব!

নির্বাণ হইলে দীপ করে তৈল দান।
পলায়িত হলে চোর হয় সাবধান॥
যৌবন বহিয়া গেলে বিবাহ বিধান।
মিথ্যা নয় লোকে কয় এতিন সমান॥

ভাই! এখন আমার বিবাহ হলে কি হবে?

যখন সে সরোবর তুল্য কলেবর।
নির্ম্মল লাবণ্য জলে ছিল মনোহর॥
চিক্কণ চিকুরচয় শৈবাল সমান।
ভ্রূভঙ্গ তরঙ্গ রঙ্গ সদা বিদ্যমান॥

কুচ কুমুদের কলি বদন কমল।
তৃষিত পথিক মন মধুপ চঞ্চল॥
নয়ন শফরী প্রায় কটাক্ষ মরাল।
সুশোভিত ভুজযুগ মৃদুল মৃণাল॥
যৌবন জলদ কাল অতীত দেখিয়া।
অমনি সে সরোবর গেল শুকাইয়া॥
এখন আইল পান্থ সন্তাপ পাইয়া।
উহাকে শীতল তবে করিব কি দিয়া॥

শাম্ভবী। হোক্ না, দেখা যাকু।

জাহ্নবী। তোর বরং হয় হোক্, আমার কি আর বের সময় আছে? আমি অস্তুদন্ত হীন হলেম, এখন তীর্থে যাওয়াই আমার উচিত।

গায়ে দিয়া নামাবলি মুখে হরি হরি বলি
চলে যাব নানা তীর্থ স্থান।
দেব দ্বিজে যথাশক্তি পূজিব করিয়া ভক্তি
মুক্তি পথ করিব বিধান॥
এবার সেথোর সাথে যাইয়া ক্ষেত্রের রথে
জগন্নাথ করিব দর্শন।
পরে বারাণসী বাস করেছিনু অভিলাষ
বুঝি তার হইল খণ্ডন॥

ভাল শাম্ভবি! কি এখন আমি 'শিংভেঙে' বাছু-রের পালে মিশ্‌বো?

শাম্ভবী। দিদি! ক্ষতি কি হলোই বা।

জাহ্নবী। ছি! ছি! বলিস্‌নে! বলিস্‌নে! লজ্জা করে।

হেন কথা কেবা কোথা কবে শুনিয়াছে।
বুড়োমাগী বাসরে আসর করে আছে॥
পোড়ামুখে আসে হাসি এ কথা শুনিয়া।
কেমনে বাসরে শুয়ে রব বর নিয়া॥
বাঁধিতে হইবে নাকি খোঁপা পাকা চুলে।
দাঁত গেল মিষি কি ঘষিব দন্তমূলে॥
আহা কি কুলের গুণ পরিসীমা নাই।
হায়রে বল্লাল তোরে বলিহারি যাই॥

অলো শাম্ভবি! সে যা হোক, কামিনী কোথায়, কিশোরীই বা কোথায়, জানিস্? আমিত অনেক ক্ষণ তাদের দেখি নাই?

শাম্ভবী। এখনকার মেয়েছেলের কথা কি বল্‌বো দিদি! শুন্‌লেম তারা নাকি বর দেক্তে গেছে।

জাহ্নবী। মরণ আর কি, না দেক্তে গেলে হয় না?

শাম্ভবী। আমি দেখি তারা আশ্চে কি না (কিঞ্চিৎ গিয়া) ঐ যে কামিনী, কিশোরীকে সঙ্গে করে আশ্চে।

কামিনী ও কিশোরীর প্রবেশ।

কামিনী। প্রফুল্ল বকুল ফুল গন্ধে অন্ধ অলিকুল
অনুকুল মলয় পবন।
প্রবোধ না মানে মন সদা করে আকিঞ্চন
বল্লালিকে দিতে বিসর্জ্জন॥
কুলে কালি দিয়ে কালী বলে চলে যাব কালি
ঘটকালী কি করিবে আর।
যৌবন অমূল্য ধন করিব গে বিতরণ
নাহি ভয় থাকিবে কাহার॥

(শাম্ভবীকে দেখিয়া) ও মেজ্‌দিদি! দেখিচি' দেখিচি, দেখিচি।

শাম্ভবী। কি দেখিচিস্ রে কোথা গিছিলি!

কামিনী। যা দেখ্‌বার তাই দেখিচি, দিদি! তোর চর্ম্ম চক্ষের সার্থক হলো না আমি বর দেখ্‌তে গিছিলাম আমার বাবা বর এনেচে।

শাম্ভবী। বল্‌না বোন! কেমন বর—কি কচ্যে—কোথা আছে।

কামিনী। দিদি! শুনবি?

দেখিলাম বাসায় বসিয়া আছে বর।
প্রবীণ বয়স শীর্ণ জীর্ণ কলেবর॥

রূপের কি কব কথা অতি অপরূপ।
ভুবনে তাহার কেহ নহে অনুরূপ॥
সিদ্ধিতে না হয় সিদ্ধি আকিঞ্চন গাঁজা।
ঢুলু ঢুলু আঁখি মুখে উঠিতেছে গাঁজা॥
শূল ধরে সে বাতুল কপালে আগুণ।
গুণের মধ্যেতে তার আছে তমোগুণ॥
গঙ্গাকে ধরিয়া শাদা হয়েছে কি কেশ।
এ বর সে দিগম্বর খেপা ব্যোমকেশ॥
তমাক টানিয়া মরে কাশিতে কাশিতে।
বোধ হয় হয় গয়া এবার কাশিতে॥
মরণ পোড়ার মুখো কেনবা এসেছে।
চিত্রগুপ্ত বুঝি খাতা ভুলিয়া বসেছে॥

শুনলি বরের কথা, আর বেতে সাধ আচে দিদি! তা আমাদের যা হোক, বড়দিদির কি কপাল!

শাম্ভবী। কেন লো! তার কি হয়েচে?

কামিনী। (নিকটে দেখিয়া সপরিহাসে) হাঁ এই যে নাম কত্যে না কত্যে বড়দিদি এয়েচে।

জাহ্নবী। কিলো কামিনি! কি বল্‌চিস্ বল্ না শুনি।

কামিনী। বড়দিদি! বলি এমন কিচু নয়, তোর কথাই বল্‌চি, বলি তোর কি কপাল!

জাহ্নবী। কেন লো, আমার আবার কপাল কেমন?

কামিনী। (করতালি প্রদান পূর্ব্বক) এই "যেমন দেবা তেম্নি দেবী" মিলেচে ভাল।

শাম্ভবী। (জাহ্নবীকে আধোমুখী দেখিয়া) তা চল্না ভাই! ঘরে গে বাবাকে বলি, এমন বে কি না দিলেই হয় না!

কামিনী। বাবা কি কর্ব্বে ভাই! তাঁর দোষ কি! সেই বল্লালে বেটাই যতো নষ্টের গোড়া।

শাম্ভবী। সে কি? ও কথা বলিস্নে বাবারই সব দোষ; তিনি কেন কুলের কাঁটা ফেলে যোগ্যবরে আমাদিগকে দিলেন্ না; তা যা হোক্ বড়দিদি! এ বের ফল কি বল দেখি শুনি।

জাহ্নবী। ফল নাই এমন কথা! দ্বাদশীর দিন শ্বকালেই নারিকেল, শশা, কলা, কত ফল আছে।

শুনিতে পারি না আর ঘরে যাই চল।
এ বিয়ে হইলে মাত্র একাদশি ফল।

[সকলের প্রস্থান।

বিরহিপঞ্চাননের প্রবেশ।

বিরহী। এই যে বেলা অবসন্না হইয়াছে। এক্ষণ ভগবান্ মরীচিমালী বিশ্বসংসারব্যাপিনী কিরণ-মালাকে সংহরণ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব শান্তমূর্ত্তি ধারণ করি-

য়াছেন,—সূর্য্যদেব জলধিবলয়িত বসুন্ধরামণ্ডল বেষ্টন করিয়া পথশ্রান্ত পথিকের ন্যায় আতিথ্যাভিলাষে কি পশ্চিমাচলচূড়ার প্রতি ধাবমান হইতেছেন? একি আশ্চর্য্য! যে সহস্রাংশুমণ্ডল, দুর্লক্ষণীয় কিরণমণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া প্রাণীদিগের দর্শনপথাতীত ছিল, তাহা এক্ষণ সুদৃশ্যভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সুশোভিত করিতেছে। (সবিস্ময়ে) এই যে সূর্য্যমণ্ডল দেখিতে দেখিতে আরক্তবর্ণ হইল এই কমলিনীনায়ক নিজ নায়িকা কমলিনীর প্রতি যে অনুরাগ রাশি অপ্রকাশিত রূপে স্বকীয় মানস মন্দিরে রাখিয়াছিলেন, সম্প্রতি ভাবী বিয়োগ ভাবনায় হৃদয় বিদীর্ণ হইবাতে ঐ সঞ্চিত অনুরাগরাশি গলিত হইয়া প্রকাশ পাইল, তাহাতেই কি আদিত্যমণ্ডল আরক্তবর্ণ হইতেছে? এই যে রবিমণ্ডল পশ্চিম সিন্ধু সলিলে পতিত হইল।

অতিরক্তবপুঃস্খলদ্গতির্বসুহীনো বিগতাম্বরো রবিঃ।
পততি প্রতিবারি বারুণী বহুসেবাফলমেতদেব হি॥

শরীর লোহিত বর্ণ স্খলিতগমন।
বসু* হীন হলো রবি করি বিতরণ॥
অম্বর† ত্যজিয়া পড়ে জলধির জলে।
কেবল বারুণী ‡ বহু সেবনের ফলে॥

* কিরণ ও ধন। † আকাশ ও বস্ত্র। ‡ পশ্চিমদিক্ ও মদ্য।

অতি বেগে সূর্য্যমণ্ডল সুদূর গগনতল হইতে সমুদ্র জলমধ্যে পতিত হইলে তাহার অভিঘাত জন্য সমুত্থিত জলবিন্দু সকল কি তারাকারে পরিণত হইয়া আকাশমণ্ডল সুশোভিত করিতেছে ?

অয়মেতি বিস্তৃতকরঃ পুরতো
দ্বিজরাজ ইত্যতিভয়াৎ কৃপণঃ ।
বিরলীবভূব রবিরাত্তবসুর্নহি
যাচকেঽভিমুখতা সুলভা ॥
দ্বিজরাজ* সমাগত কর† প্রসারিয়া ।
দেখি বসু ‡ নিয়া রবি গেল পলাইয়া ॥
একথা যথার্থ বটে নাহিক সংশয় ।
কৃপণ যাচকে দেখি সংকুচিত হয় ॥

জগতীতল এক্ষণে অস্মাদৃশ বিয়োগী ব্যক্তির হৃদয়ে নিজতাপ সমূহ সমর্পিত করিয়াই কি স্বয়ং সুশীতল হইল ? অহহ ! বিরহিজন সন্তাপনে কাহারও সংকোচ নাই । যিনি নির্ম্মল কাবেরী বারিপুরে আপ্লুত হইয়া পরম পবিত্র হইয়াছেন, যিনি অসামান্য দাক্ষিণ্য ও পরগুণগ্রহণাদিরূপ বিবিধ গুণে জগতে যশোরাশি সমুপার্জ্জন করিয়াছেন, যাঁহার লোকত্রয়-চমৎকারী ধীরত্ব, এবং যিনি জগতের প্রাণস্বরূপ,

* চন্দ্র ও ব্রাহ্মণ । † কিরণ ও হস্ত । ‡ কিরণ ও ধন ।

তিনিও মাদৃশ ব্যক্তির প্রাণ প্রয়াণে প্রয়াসী হইয়া অক্লেশে প্রচুর ক্লেশ প্রদানে উদ্যত!

পিকবর!—তুমি মিষ্টভাষিতাদিগুণে ভূষিত হইয়াও আমাদিগের অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছ, সপক্ষ হইয়াও বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ; অথবা তুমি বনচর সামাজিক নহ, তোমার হিতাহিত বিবেচনা কি?

হে মীনকেতন!—তোমার এমন বিসম্বাদিনী প্রবৃত্তি কেন, তোমার যে নিজ নিকেতন মাদৃশবিয়োগি-মানস, তাহারই বিনাশে উদ্যত হইয়াছ; জান না যদি ঐ মনোমন্দির ভগ্ন হয়, তাহা হইলে তুমি স্থানভ্রষ্ট হইয়া মহাকষ্ট পাইবে; বিশেষতঃ তুমি নিজ দেহ জনিত দুঃখ স্বয়ং অনুভব করিয়াও যে পরদেহ দহিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ ইহা আশ্চর্য্য!

ভাল মন!—তোমাকেই অনুযোগ করি, তুমি শীঘ্র গমনে সমর্থ, তোমার পাথেয় বা সহচর সাপেক্ষ নহে,—তোমার পরাধীনতা নাই তথাপি তুমি কেন সেই সুলোচনা গোচরে গমন করিতেছ না? অথবা প্রিয়তমা ব্যতীত তুমি অবস্থান করিতে কদাচ পারগ নহ, তুমি অবশ্যই সে স্থানে গমন করিয়াছ, ইহা নিশ্চিত রূপে প্রতীত হইল।

হে অন্তঃকরণ!—তুমি সেই রম্ভোরু সম্ভোগে সদা

সন্তোষী রহিয়াছ কিন্তু এই সহজাব, সহ বর্দ্ধমান, পরমপ্রেমাস্পদ এবং তোমার বিরহে অহরহ ম্রিয়মাণ যে এই শরীর ইহার প্রতি উপেক্ষা করিয়া সেই অচির-পরিচিত চারুলোচনার অনুগমনে তুমি কি নিতান্ত নিন্দনীয় হইতেছ না ?

সেই ইন্দীবরাক্ষীর অপ্রত্যক্ষে নয়নযুগলে জলধারা গলিত হইতেছে, তাহার পীযূষ সদৃশ মধুরালাপ শ্রবণাভাবে কর্ণকুহর ক্লেশ পাইতেছে, এবং তাহার শরীরস্ত সম্ভোগ না থাকায় কায়যষ্টি সাতিশয় শীর্ণ হইয়াছে ; কিন্তু মন ! তুমি সে রঙ্গিনীর সততসঙ্গী হইয়াও যে প্রচুর দুঃখ প্রকাশ করিতেছ তাহা আশ্চর্য্য ! বিশেষতঃ সঙ্গমাবস্থা অপেক্ষা বিয়োগাবস্থাতেই তুমি সুখী ;—সকল ইন্দ্রিয়কে বঞ্চনা করিয়া এক্ষণে তাহার অসামান্য রূপ লাবণ্য নিরীক্ষণ,—মধুরালাপ-লহরী শ্রবণ,—অধর-সুধাস্বাদন,—সুগন্ধি-নিশ্বাস সমীরণাঘ্রাণ এবং সেই অনন্যাদৃশ সুশীতল শরীর স্পর্শ ইহা সমস্তই তুমি অনুভব করিতেছ, তবে তোমার ক্লেশ কি ? অথবা তুমি নিতান্ত লঘু-প্রকৃতি, অনুযোগযোগ্য নহ।

বিধাতাকেই ভর্ৎসনা করা বিধেয়। ভো ভগবন্ বিধাতঃ ! তুমি কি হেতু আমার ললাটপটে নিষ্ঠুরাক্ষর বিন্যাস করিয়াছ ? আমি তোমার কোন অপরাধ

করি নাই! নিরপরাধে ক্লেশ দেওয়া বিবেচকের কর্ম্ম নহে।

বিবাহবাতুলের প্রবেশ।

বিবাহ। কেহে তুমি? বিধাতার বিবেচনার কথা কহিতেছ, তাহার কি বিবেচনা আছে? থাকিলে সে আপন সৃষ্টি বিনষ্ট করিতে কখন উদ্যত হইত না! তাহার প্রজা পালন করা দূরে থাকুক, সে তাহাদিগের ভুরি ভুরি ক্লেশ ধার্য্য করিয়াই অনার্য্য বল্লাল রাজাকে রাজ্য দিয়াছিল,—বিবেচনা থাকিলে কি এমন হইত?

বিরহি। কে হে, বন্ধু নাকি?

বিবাহ। হাঁ ভাই, যাবে কি? চল না যাই।

বিরহি। কোথা হে?

বিবাহ। কুলপালকের বাড়ী, বিবাহনিমন্ত্রণে।

বিরহি। না ভাই! আর বিবাহ দেখিবার প্রয়োজন নাই।

বিবাহ। দেখিতে যাওয়া ভালো হে, যদি প্রজাপতির গন্ধ গায়ে লাগে।

বিরহি। আর ভাই প্রজাপতির গন্ধে কায নাই, ঐ গন্ধেই অন্ধ হইয়া সর্ব্বস্ব বিক্রয় পূর্ব্বক সেই বিবাহবিষ ক্রয় করিয়াই এই যাতনা পাইতেছি।

বিবাহ। ভাই! বুঝনা, তবু ভাল, হইয়াছে ত, আমার যে এক বারও হইল না।

এবার মরিয়া আমি হইব বৈদিক্।
মারিব বল্লালে ঝাঁটা ভাবিয়াছি ঠিক্॥
কাণা খোঁড়া আতুর বা হই যদি অন্ধ।
তবু গর্ব্ভে গর্ব্ভে মোর হইবে সম্বন্ধ॥
পেটে থেকে পড়িয়া করিব গিয়া বিয়া।
সংসারের সুখ হবে গৃহিণীকে নিয়া॥
খাড়ু নাড়া ব্যঞ্জনের কতো বা আস্বাদ।
দেখিতে হইবে ভাই মনে বড় সাদ॥

বিরহি। (তৎকথায় বিরক্ত হইয়া) ভাই! রাত্রি হইল, ক্রমশঃ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গাঢ়তরতিমিরে অবগুণ্ঠিত হইতেছে।

কমলিনী ব্যথিতা না হেরে দিনমণি।
মানিনী হইয়া মুখ মুদিল অমনি॥
নিশাকর নিজ করে প্রকাশিত করে।
তথাপি আবৃত ক্ষিতি তিমির অম্বরে॥

আহা! বন্ধো! দেখ দেখ, এই প্রদোষ কালে নিশাকরের উদয় হওয়াতে কি অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। বাসর গৃহাগত বরপাত্রের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী

কুলকামিনীকুলের ন্যায় তারাগণ নিশাকরকে সুশোভিত করিতেছে!

বিবাহ। বন্ধো! তুমি বিবাহ দেখিতে যাইবে না? তবে আমি চল্লেম। [বিবাহবাতুলের প্রস্থান।

বিরহি। (স্বগত) সায়ং সন্ধ্যাবিধি সমাপিত হইয়াছে (শঙ্খ বাদ্য শ্রবণ করিয়া) শুনিলাম কুলপালকের কন্যাদিগের বিবাহ তাহারি বুঝি শঙ্খবাদ্য? যাহা হউক সে অনুসন্ধানে আমার প্রয়োজন কি, আমি এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান করি। [বিরহিপঞ্চাননের প্রস্থান।

কুলপালক ও ধর্ম্মশীলের প্রবেশ।

কুলপা। পুরোহিত মহাশয়! বুঝি বর আসিতেছেন, আপনি সত্বর অগ্রসর হইয়া আনয়ন করুন। আর যাহাতে কোন প্রকারে বিবাদ বিসম্বাদ না হয়, দেখিবেন।

ধর্ম্ম। হাঁ আমিই যাই বটে, তুমি বরসজ্জা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া সম্প্রদানস্থানে অবস্থান কর। (বাটীর বাহিরে গমনোদ্যত হইয়াই) এই যে আসিতেছেন! (স্বগত)

আয়াতি জাতিনিরপেক্ষকুলাবলম্বী
ধর্ম্মানুপেক্ষ্য চ ধনে পরমার্থবোধঃ।
দুর্দ্দর্শনো গতবয়াঃ শতশো বিবাহ-
বাণিজ্যদীক্ষিতমতির্বর এষ তূর্ণম্॥

জাতিতে উপেক্ষা করি দীক্ষিত কুলেতে।
ধর্ম্মেতে অরুচি রুচি কেবল ধনেতে॥
দেখিতে কুৎসিত বুড়ো বিবাহ লালসা।
এই বর রঙ্গ স্থলে আসিল সহসা॥

বর ও অনৃতাচার্য্যের প্রবেশ।

কুলপা। আসিতে আজ্ঞা হয়, আসুন আসুন (ধর্ম্মশীলের প্রতি) মহাশয়! আমি এক বার শীঘ্র আসি, আপনি ইঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনাদি করুন।

[বাটীমধ্যে কুলপালকের প্রস্থান।

ধর্ম্ম। হাঁ যাও (স্বগত) এই বর! কুলপালক ইহাকে কন্যা দিবে! তাহাতেই কুলরক্ষা হইবে। হে বল্লাল! লোকে তোমাকে যে 'কলির চেলা' কহে তাহা যথার্থ। হে ভগবন্ জগদীশ্বর! তোমার সুদৃশ্য বিশ্বরাজ্য পরিণামে এতাদৃশ দুরবস্থাগ্রস্ত হইল!!!

অভব্য চন্দ্রের প্রবেশ।

অভব্য। ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। (উপবেশন)

ধর্ম্ম। আপনি কে?

অভব্য। আমি পুরুৎ।

ধর্ম্ম। কাহার পুরোহিত আপনি?

অভব্য। ঐ যাঃ! নাম ভুলে গিছি! (চিন্তা করিয়া) হাঁ হাঁ, মহাশয় বলিতে পারেন, ঐ যে মেয়েরা যাতে চাইল ঝাড়ে।

ধর্ম্ম। কুল।

অভব্য। হাঁ হাঁ, ঐ বটে ঐ ব্যক্তিই আমার যজমান, তার কি এই বাড়ী?

ধর্ম্ম। কুল কি? কুলপালক;—সে এই বটে, সে যে আমার যজমান।

অভব্য। কি? সে আমার যজমান।

ধর্ম্ম। আমি তার কুলপুরোহিত চিরকাল আছি।

অভব্য। আমি তার কুল, ডালা, ধুচুনি, সব পুরোহিত, বহু দিন আছি।

ধর্ম্ম। (সক্রোধে) পরিহাস কর যে? তুমি কোন সম্পর্কে তাহার পুরোহিত?

অভব্য। মাতামহসম্পর্কে আমি তার পুরোহিত।

ধর্ম্ম। কিরূপ?

অভব্য। কিরূপ আবার কি? আমার মাতামহ-ঠাকুর সেই গ্রাম দিয়া কখন কখন গঙ্গাস্নানে যেতেন, যে গ্রামে কুলপালক বে করে।

ধর্ম্ম। এ অতি অসঙ্গত কথা।

অভব্য। কিসে অসঙ্গত হলো?

ধর্ম্ম। কাহার মাতামহ কাহার শ্বশুরের গ্রামে কখন গমন করিয়াছে, ইহাতে যে সে তাহার যজমান হয় ইহার প্রমাণ কি?

অভব্য। "মাতামহস্য দোষেণ রাক্ষসোঽভূদ্দশা-ননঃ" এই শাস্ত্রই প্রমাণ।

ধর্ম্ম। এ বচনের অর্থ কি ?

অভব্য। (সহাস্য মুখে) অর্থ থাকিলে কি যজমানের দ্বারে আসিতাম্ ?

ধর্ম্ম। (সহাস্যমুখে) আপনার নাম কি ?

অভব্য। শ্রীঅভব্যচন্দ্র দেবশর্ম্মা।

ধর্ম্ম। আপনি ত পণ্ডিত ভাল, উপাধি কিছু আছে ?

অভব্য। হাঁ আছে বৈকি, উপাধি 'জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন'।

ধর্ম্ম। 'জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন' উপাধি ? সে আবার কেমন? নাম শুদ্ধ বলুন দেখি ?

অভব্য। (উচ্চৈঃ স্বরে) 'শ্রীঅভব্যচন্দ্র দেবশর্ম্মা জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন' শুনিলেন ?

ধর্ম্ম। (সহাস্য মুখে) হাঁ শুনা গেছে, আমি কালা নই। আপনার বাটী কোথা ?

অভব্য। এখন বাটীর প্রয়োজন কি ? যখন ডাউল খাই, তখনি তার দরকার।

ধর্ম্ম। বলি তা নয়, আপনার নিবাস কোথা ?

অভব্য। আঃ, ওসব্ কথায় কায্ কি ? পেটে বিত্তেসাধ্যে থাকে এসো, লাগা যাউক।

ধর্ম্ম। (সভ্রূভঙ্গে)। হাঁ, বিচার আচার করিতে পারেন ?

অভব্য। (সগর্ব্বে) পারিব না কেন? আচার পেলেই বিচার হয়।

ধর্ম্ম। সে কেমন?

অভব্য। তবে শুনুন।

পান্তাতে আচার পেলে বড় মজা হয়।
পর্ষ্টি ভাতে পাতিলেবু সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥
কড়কড়ো হলে কাঁচা তেঁতুলের ঝোল।
তপ্ত ভাতে মজা বড়ো যদি মিলে ঘোল॥

ধর্ম্ম। (উচ্চ হাস্যে) বা, বা, উত্তম বিচার হলো।

অভব্য। একবারেই যে, "বাবা" বল্যে গাছে না উট্‌তেই এক কাঁদি।

ধর্ম্ম। হাঁ, আবার রসিকতাও যে আছে? আপনি কিছু পড়ে শুনে থাকেন?

অভব্য। (সগর্ব্বে) কিছু কেমন? রেতে পড়ে থাকি, দিনে শুনে থাকি।

ধর্ম্ম। কোন শাস্ত্র জানেন?

অভব্য। সব রকম, কি না জানি?

ধর্ম্ম। ব্যাকরণ, সাহিত্য, কিছু বলুন শুনা যাউক, এও ত বিবাহের সভা।

অভব্য। হাঁ বলা ভাল বটে, বিদ্যা যতো প্রকাশ হয় ততই লাভ, কিন্তু বুঝে এমন লোক কে?

ব্যাকরণে মোর বিদ্যা বুঝিবে কি পরে।
ভবতি পচন্তি পেটে গজ গজ করে॥

যত্নে নাই স্বত্ব মোর গত্বতে অনত্ব ।
আঙ্ক আঙ্ক সিদ্ধিফলা কেবা করে তত্ত্ব ॥
যে করে বিচার তার বুদ্ধি লোপ করি ।
খ্যাত আছি শব্দ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন কেশরী ॥
কাব্যেতে অভব্য নাম দেখ মোর আছে ।
শ্লোক পড়ি হাড়ি মুচি চণ্ডালের কাছে ॥
অলঙ্কার শাস্ত্রে বিদ্যা বলিব কি বল ।
আমি নাহি ছুঁই পরে ব্রাহ্মণী সকল ॥
কবিতা করিতে শক্তি অতি অনুপম ।
বাবা কেন না রাখিল কালিদাস নাম ॥
কবিতাতে যদি নাহি মিলে চতুষ্পদ ।
মিলাইয়া দিই তাহে আমি চতুষ্পদ ॥
পাষণ্ড পণ্ডিত আমি নানা শাস্ত্র জানি ।
স্মৃতিতে বিস্মৃতি নাই দেখ অনুমানি ॥
গোবধে ছপণ কড়ি ব্যবস্থা আমার ।
অবিচারে কেবা পারে হেন শক্তি কার ॥
জ্যোতিষ শাস্ত্রেতে মোর বিদ্যা আছে ভারি ।
এক হাতে দশ অঙ্ক গণে দিতে পারি ॥
অনায়াসে দেখে বলি গর্ভবতী হাত ।
হয় ছেলে নয় মেয়ে নয় গর্ভপাত ॥
ন্যায়েতে অন্যায় বিদ্যা বিদ্যমান আছে ।
ঘটত্ব পটত্ব ভয়ে নাহি এসে কাছে ॥

গর্ব্বেতে পর্ব্বত ধূমে কর অনুমান।
কপালে আগুন মোর আছে বিদ্যমান॥

ধর্ম্ম। (হাস্যমুখে) আপনি অতি উত্তম পণ্ডিত। পুরাণে কিছু দৃষ্টি আছে কি?

অভব্য। পুরণো নতুন সকলি পারি।

ধর্ম্ম। পারেন কেমন?

অভব্য। বলি আপনি ত নতুন চাইল পুরণো চাইলের কথা বল্‌চেন?

ধর্ম্ম। না না, তাহা নয়, পুরাণ শাস্ত্র, প্রাচীন বৃত্তান্ত জানেন।

অভব্য। (সভ্রূভঙ্গে) পুরাণ ইতিহাস, তাই বলুন, আমি আর এট্টা বুঝেছিলাম।

পুরাণে নবীন বিদ্যা হয়েছে আমার।
রাবণ উদ্ধবে কহে শুন সমাচার॥
দ্রৌপদী কান্দিয়া বলে বাছা হনুমান।
কহ কহ কৃষ্ণ কথা অমৃত সমান॥
পরীক্ষিত কীচকেরে করিয়া সংহার।
সিংহাসন অধিকার করিল লঙ্কার॥
জানকীর কথা শুনে হাসে দুর্য্যোধন।
সপ্তাহ মধ্যেতে হবে তক্ষক দংশন॥

ইতিহাস কিছু বলিব?

শ্রীমন্ত করিয়া কোলে বেহুলা নাচনী।
রথের তলায় ওই দেখলো সজনি॥

পঞ্চানন বলে সত্যপীরের বারতা।
ব্যাধের রমণী আমি হবে মোর সতা ॥

ধর্ম্ম। আর বিদ্যা প্রকাশে কায নাই, বুঝেছি।

অভব্য। বুঝেছ তো মজেছ,—যে বুঝেছে সেই মজেছে—

ধর্ম্ম। কুলপালকের বাটীতে এসেছেন কি করিতে?

অভব্য। কেন? বে দিতে।

ধর্ম্ম। বিবাহ দিবার মন্ত্র জানেন?

অভব্য। বিবাহ 'দিবার' মন্ত্রজানি না কিন্তু বিবাহ 'রাত্রের' মন্ত্র জানি।

ধর্ম্ম। হাঁ, তাই বলুন দেখি?

অভব্য। বল্যে কি দেক্‌তে পাবেন? শুন্তেই পাবেন।

ধর্ম্ম। স্বগত) অভব্যের নিকটেও অভব্য হইলাম? (প্রকাশে) তা বলুন।

অভব্য। শুনুন—"প্রথমে সংকল্প। বিষ্ণুর্নমোস্থ কলারে মাসি কাড়াকাড়ি পক্ষে পুটুলি তিথৌ গোলমাল গোত্রস্য শ্রীমোণ্ডাচন্দ্র—"।

ধর্ম্ম। হয়েছে, হয়েছে, আর বল্‌তে হবে না, এ ত সংকল্প, তার পর?

অভব্য। তার পর মেয়ে গুলো নাইয়ে এনে "ওঁ যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী। এবং শ্মশা-

নামলদগ্ধোসি পরিত্যক্তোসি বান্ধবৈঃ” ইহা বলিয়া বিবাহ দিবে।

ধর্ম্ম। হাঁ, এই বের এই মন্ত্রই বটে। আর কিছু আছে?

অভব্য। পরে গাঁটি ছড়া বাঁধিয়া এই মন্ত্রে আশীর্ব্বাদ করিবে “সর্ব্বনাশো মনস্তাপঃ গৃহদাহস্তথৈব চ। সর্ব্বাঙ্গে ধবলাকারঃ অপ্পায়ুর্ভব সম্প্রতি।”

তর্ক। (ধর্ম্মশীলের প্রতি) মহাশয়! ইনিই এ বিবাহের পৌরোহিত্য কর্ম্মে উপযুক্ত, আমাদের এস্থানে থাকায় আর প্রয়োজন কি?

ধর্ম্ম। ভাল বলেছ, চল আমরা গৃহে যাই।

কুলপালকের প্রবেশ।

কুল। (পুরোহিতের গমনোদ্যম দেখিয়া) না মহাশয়! যাবেন কেন? আমার অদৃষ্টাধীন উনি এসেছেন, ভালই, আমি উঁহাকে স্বতন্ত্র দক্ষিণা দিব? বিবাহ নির্ব্বাহ না হইলে আপনি যাইতে পারিবেন না।

ধর্ম্ম। ভাল, তোমার কথাতেই থাকিলাম।

কুল। মহাশয়! যদিও আমাদিগের জাতিতে বিবাহ বিষয়ে কৌলীন্যই অপেক্ষণীয় বটে, তথাপি শিষ্টাচার দৃষ্টান্তে আপনি বরের পরিচয় লোন।

ধর্ম্ম। (স্বগত) পরিচয় তোমার মাথা আর তোমার বল্লালের মণ্ড। (প্রকাশে) হাঁ. উচিত বটে। কেমন

হে! বাবাজী লেখা পড়া কি করিয়াছ?—কৈ? কিছুই যে বলেন না? (স্বগত) বধিরতাও আছে নাকি?

অনৃ। আঃ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলে কি বিষয়বুদ্ধি মাত্র থাকে না? বিবাহ রাত্রে বর আর চোর—তুল্য; আজি বর কি কোথাও কথা কয়?

ধর্ম্ম। (সক্রোধে) তুমি কেমন ঘটক হে; পরিচয় লব না?

অনৃ। অবশ্য—পরিচয় লবেন্ বৈ ত নয়, আমিই পরিচয় দিতেছি, 'বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান, কুলের মুখটী; আর কি পরিচয়?

ধর্ম্ম। আমি, 'বিষ্ণুঠাকুর কি কৃষ্ণঠাকুর—ফুলের মুখটী কি কলের মুখটী' তাহা জিজ্ঞাসা করি নাই, লেখা পড়া জিজ্ঞাসা করিতেছি।

অনৃ। হাঁ লেখার বিষয়টা বিস্মৃতিক্রমে হয় নাই বটে।

ধর্ম্ম। সে কি? জন্মাবচ্ছিন্নে কেহ কি লিখিতে বিস্মৃত হয়, এ কেমন কথা?

অনৃ। হবে না কেন? বিধাতাই ভুলেছেন;—তিনি যদি ইহাঁর ললাটে লিখিবার কথা লিখিতেন, তাহা হইলে ইনিও লিখ্‌তেন, তাঁহারি ভুল, ইহাঁর দোষ কি? আর আপনি পড়ার কথা জিজ্ঞসা করিলেন, তা যেথায় পড়ামেয়ের বে, সেথায় বরের পড়ার কথায় প্রয়োজন কি?

ধর্ম্ম। (সহাস্য মুখে) বিলক্ষণ! রূপ গুণ সকলি ভাল!

অনৃ। (সভ্রূভঙ্গে) কিসে মন্দ?

ধর্ম্ম। (সক্রোধে) সব্ মন্দ।

অনৃ। মুখের কথা বলিলেই ত হয় না—কি কি দোষ দেখান।

ধর্ম্ম। শুন তবে।

অনৃ। বলুন আপনি।

ধর্ম্ম। 'দেখিতে সুন্দর বর দাদ সব গায়।'

অনৃ। 'বিনাচক্রে শালগ্রাম শোভা নাই পায়॥'

ধর্ম্ম। 'দেখিতেছি কিছু কিছু আছে জলদোষ।'

অনৃ। 'এ দোষ ইহার নয় এ যে জলর্দোষ॥'

ধর্ম্ম। 'উভয় চরণ যেন মুকি ভরা ওল।'

অনৃ। 'দেখ দেখি কিবা শোভা দেখিতে এ ওল॥'

ধর্ম্ম। 'বসন্ত রোগের চিহ্ন মুখেতে বিরূপ।'

অনৃ। শীতলার অনুগ্রহ নহে অপরূপ॥'

ধর্ম্ম। 'দক্ষিণ নয়ন কেন দেখিতে না পাই।'

অনৃ। 'যে বলে উহাকে কাণা তার চক্ষু নাই॥'

ধর্ম্ম। 'কুলের পতাকা রবে এ কর্ম্ম করিয়া।'

অনৃ। (জনান্তিকে) 'দক্ষিণা দ্বিগুণ পাবে শীঘ্র দেও বিয়া॥'

ধর্ম্ম। (স্বগত) শাস্ত্রে লিখিত আছে [illegible]

সমীহতে”। সকলেই স্বস্ব প্রয়োজনানুসারে পর্য্যটন করে। বিশেষতঃ

"পুরীষস্য চ রোষস্য হিংসায়াস্তস্করস্য চ।
আদ্যবর্ণং সমাদায় ধাতা চক্রে পুরোহিতং॥"

বিধাতা পুরীষের 'পু' রোষের 'রো' হিংসার 'হি' আর তস্করের 'ত' এই চারি অক্ষর একত্র করিয়া 'পুরোহিত' করিয়াছেন, অতএব আমার এত নিষ্ঠায় প্রয়োজন কি? অন্যের কন্যা অন্যে বিবাহ করিবে, তাহার ভাল মন্দ আমার বিবেচনায় বা কার্য্য কি? আমি ত দ্বিগুণ দক্ষিণা পাইব, তা হলেই হলো। (প্রকাশে) ওহে কুলপালক! আর পরিচয়ের সময় নাই লগ্ন উপস্থিত, কন্যাদিগকে আনয়ন পূর্ব্বক বিবাহ দেও, পরে পরিচয় হইবে।

কুল। যে আজ্ঞা, (কন্যানয়ন করিয়া বরকরে সমর্পণ)।

নটের উক্তি।

বর দেখি রামাগণ করে গণ্ডগোল।
বিবাহ নির্ব্বাহ হলো হরি হরি বোল॥

সম্পূর্ণ।

KUNDU FAMILY L...